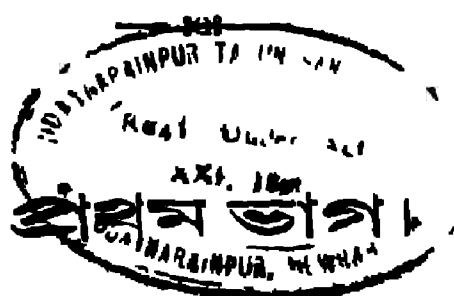




Sri Sri Ramakrishna Paramhansa Deb.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

(শ্রীম-কথিত)



“তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিত্বীরীড়িতং কল্পধাপহম্ ।
অবগমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গুণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ ।
শ্রীমভাগবত, গোপীগীতা ।

নবম সংস্করণ । শ্রাবণ, ১৩২৮ ।

Published by
PRAVAS CHANDRA GUPTA,
13-2, Gooroo Prosad Chowdry's Lane, Calcutta

All Rights Reserved of Translation, Reproduction etc.
মূল্য বাধান ১।।০ একটাকা আট আনা । Copyrighted by the Author.

PRINTED BY—A. L. SIRCAR, Kattayani Machine Press.
39-1, Shibnarayan Das's Lane, Calcutta.

Swami Vivekananda to 'M.' (7th Feb. 1889.

Thanks ! 100, 000 Master ! You have hit Ramkrishna in the right point.

Few alas, few understand him !!

* ANTPORE.

NARENDRA NATH.

২৬শ ফেব্রু ১৮৮৯.

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

October 1897, c/o Hansaraj, Rawalpindi,—

"Dear M., *C'est bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man No sleeping all life Time is flying. Bravo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form ** Never mind—pay or no pay Let it see the blaze of daylight. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈমাছি সদ কাল বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir) This is the time Vivekananda."

Dehra Dun, 24th November, 1897 'My dear M, many many thanks for your second leaflet It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it ? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently With love and namaskar, yours in the Lord,

Vivekananda

P. S Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the west."

Vivekananda.

* Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Premnanda. The Swamiji and many of his fellow disciples were at this time staying as guests at the house of Swami Premananda (Baburam)

শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীশ্রীপদ্মভট্টাচার্য ।

পূজা ও নিবেদন ।

—:~:—

নিবন্ধনং নিত্যধনশ্রুতপদ্ম, তচ্ছাস্ত্রকম্পাদ্বিত্যগ্রহং বৈ ।

ঈশাবতাবঃ পবমেশমৌড্যম্, তং বামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥

শ্রীশ্রীমার পত্র ।

বাবাজীবন,

—ঠাকুর নিকট মালা শুনিয়াছিলে সেট কথাই সত্য । ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই । এক সময় তিনিই তোমার কাছে ঐ সকল কথা বাখিষাছিলেন, এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন । ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকেব চৈতন্ত হইবে নাই জানিবে । তোমার নিকট যে সমস্ত ঠাকুর কথা আছে তাহা সবই সত্য । আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন । * *

—(৬ষষ্যবামবাটী, ২১শে আশাঢ়, ১৩০৪) ।

আ, ঠাকুরেব জন্ম মহোৎসব উপস্থিত । এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য ।

১লা ফাল্গুন,

১৩০৮ ।

আশীর্ব্বাদাকাজী,

আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ ।

প্রথম সংস্করণেব উপক্রমণিকা ।

ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দিবসেব মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন । ঠাকুর ঈশ্বাবেশে কখন একাকী, কখনও বা তত্ত্বসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন । সেই সকল অবস্থা ও ভাবেব কয়েকখানিমান্ব চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল । সেই চিত্রগুলি সূচিপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । অন্তবদ্র তত্ত্ব লইয়া ঠাকুরেব আনন্দ ; ও বিজ্ঞানাগর, কেশব, বঙ্কিম ইত্যাদি অনেক তত্ত্ব ও পণ্ডিতের সহিত দেখা—এ সমস্ত কথা পব পব খণ্ডে বখাসাখা বলিবার ইচ্ছা বহিল ইতি । কলিকাতা ১লা ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল ।

আ, আজ আবার ত্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন, কান্তনের শুক্রাবিতীয়া। আজ আবার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মা তোমার আশীর্বাদে ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম ভাগের তৃতীয় সংস্করণ, ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। মা তুমি জগতের মা; কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরকে চিন্তা করিয়া দেশে দেশে ও সর্বকালে, তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ হয় ও ত্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩১১।

বুধবার, জন্মোৎসব।

একান্ত শরণাগত,

মা তোমার প্রণত সন্তানগণ।

ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে বোধ হইতেছে পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঠাকুর ত্রীবামকৃষ্ণ ত্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আব কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ,—তাঁহাকে চিন্তা কবাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। ইতি

কলিকাতা, কার্তিক সংক্রান্তি, ১৩১৪।

আ, ত্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আবার উপস্থিত। আজ ত্রীশ্রীকথামৃতের পঞ্চম সংস্করণ হইল। ইহার উৎসাহি অমুবাদও হইয়াছে। আপনার আশীর্বাদে এখন সমস্ত ভারতবর্ষে, এবং ইউরোপে ও আমেরিকার তাঁহার অন্তিমরী কথা প্রচার হইতেছে। মা, আপনি কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করুন, যেন, ঠাকুর ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ত্রীপাদপদ্ম চিন্তা কবিয়া লোকের শান্তি, আনন্দ ও অস্তে দীর্ঘ লাভ হয়। ফাল্গুন, শুক্রাবিতীয়া, ১৩১৬। ত্রীজন্মোৎসব।

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 1909 says :—* * 'If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. * * You deserve" the gratitude of the whole human race to the end of days

Swami Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur math, then of the Madras Math, in a letter dated 27 Oct. 1904 says :—* * You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God.

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব ।

মা—১১০, ২১২ ।

ব্রহ্ম ও আত্মশক্তি -

৪৮, ১০২, কখন অভেদ ১১৬, ১২০
২৪০; মহাকাশীর সৃষ্টি প্রকরণ ৪৯,
সংসার তাঁর লীলা ৫০, যাবের মায়া,
১৩১ ।

সমগ্র যোগ - ৪৬, ৪৭ ।

জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত -

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না । ৬৮,
পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ ৬৯, জ্ঞানীর লক্ষণ
১৮০, ১৮২, আমি কিন্তু যায় না ৬৯,
৮৯, ঈশ্বর সাক্ষর না নিরাকার ৬৯,
৭১, ২৫০, অনন্তকে জানা—৭১,
The Unknown and Unknow-
able ১৫৫, Perception of the
Infinite ২২৬, ঈশ্বর লাভের লক্ষণ
৭২, ১৪৫, ব্রহ্মজ্ঞানে অহংকার যায়—
৮৯, ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত—১০৯, বিজ্ঞান
কিরূপে হয়—২২২, বেদান্তমত—
১০৯; সপ্তভূমি—৭২, ৮৯, সমাধিতত্ত্ব
সবিকল্প ও নির্বিকল্প—১০৭, জ্ঞানযোগ
বড় কঠিন—২১, ২৫৭ জীবমুক্ত—
১৮৩, মায়াবাদ—২১২, গুণার ও
নিত্যলীলা যোগ—২১৪; ব্রহ্মানন্দ
২১৫; বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা—২১৮,
জ্ঞান কাহাদের হয় না—২৫৫; বিচার
ও ঈশ্বরলাভ—২৭, ২৪১; বেদান্তের
উপমা—২৮৬ ।

ভক্তিশ্রোগ - ভক্তির উপায়

—২৫, কেবল শুদ্ধাত্মা—৪৩,
গোপীপ্রেম - ৫৫, ১৪১; ভক্তি-
যোগই যুগধর্ম—৬০, ৯১,
১৬৪, দ্বিবিধা ৯৩, ঈশ্বর দর্শনার্থ
'পাকা' ভক্তি—৯৪, উত্তম ভক্ত -

১০৯, শুদ্ধা ভক্তি, প্রেম—১২৭,
কলিযুগেতে ভক্তিয়োগ ১৪১, ১৪২,
ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?—১৬৬,
ভক্তের প্রার্থনা—১৬৬, ঠিক ভক্ত—
২১৬, ভক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুরে
যেতে পারে—২৫০, অহৈতুকী ভক্তি
২৮৭, একমাত্র ভক্তিই মার ২৯৬ ।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিশ্রোগ
যোগের সমগ্র—শুদ্ধজ্ঞান
শুদ্ধাত্মা এক—১১৭, ২১৪ ।

জ্ঞানী ও ভক্তের
প্রভেদ—১১৫, ২.৬ ।

কর্মযোগ ।—কর্ম ও ঈশ্বর
৫১, সংসার যাত্রার স্তম্ভ যেটুকু সেই-
টুকু নিকাম হ'রে করা ৫৮; বড় কঠিন
৫২, ১০৭ । কে অনাসক্ত কর্মী ১৪৮ ।

কলিতে কর্মযোগ
নয় - ১৬০, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর
না কর্ম ১৪৮, কর্মকাণ্ড
আদিকাণ্ড ১৪৮; কর্মত্যাগ ও
ঈশ্বরলাভ ১৬৫; কর্মযোগ ও ঈশ্বর

দর্শন ২০১ ; জ্ঞানের পর কর্ম লোক
সংগ্রহার্থ ২৫০ ; নিজাম কর্ম খুব ভাল
কিন্তু বড় কঠিন ২৮৯ ।

কর্মসম্বন্ধে যোগ ।

গৃহস্থ সম্বন্ধে ২৫, ১১০, ২২৩ ।

ধ্যানযোগ । ধ্যানের স্থান
২৫ । সম্বন্ধে যোগ । - বৈরাগ্য
কর প্রকার ৯৮, সম্বন্ধে ও সঙ্কল্প
১২৫ । সম্বন্ধে প্রথম ২০৪ । স্বীলোক
ও সম্বন্ধে ২৬৩ ।

গুণত্রয়বিভাগযোগ ।

ভিন্নভেদের লক্ষণ ৬৫, ১৬৮ ।

সাধকের প্রতি উপ-
দেশ । ঈশ্বর দর্শনের উপায়
ব্যাকুলতা ২৭, ঈশ্বরে ভালবাসা ২৭,
বিশ্বাস ৩৪, ৫৪, নামমাহাত্ম্য ৫৪,
'কামতে পার' ৭ ৭০, ঈশ্বর দর্শনের
অন্তরায়—আমি বা অহং ৮৭, মুক্তির
উপায় তীর্থ বৈরাগ্য ৮২ ; জীবনের
উদ্দেশ্য 'ভুব নাও' ১৫২, ঈশ্বর লাভ
কি ৭ ১৭৫ ; ইজিয় সংঘর্ষের উপায়
মোড় কিরান ২৫৫, সরলতা ও ঈশ্বরে
বিশ্বাস ১৪০, ২৬০ ; সাধনের প্রয়োজন
২৯৫ । সিদ্ধিলাভ ও মুক্তির
উপায় ; - উপায় তীর্থ বৈরাগ্য
৮২ ; তাঁর কৃপা ৯৪, ১৬৬, বিশ্বাস
৩৪, ৪২, ২২০ ; ব্যাকুলতা ২৭, ১৮৩,
নারায়ণ ১৬৪ ।

আত্মোক্তান্ত্রী বা শব্দশা-
গতি—বিভাগ ছানার মত তাঁকে
ডাকা ২৭, ১৭৫, 'মামেকং শরণং ব্রহ্ম'
১৩৫, আত্মোক্তারী দাও ১৮১, ২০৬,
রামের ইচ্ছা—১৮২ ।

সংসার । - বিবাহ ২২, গৃহস্থের
কর্তব্য ২২, ১৮১, গৃহস্থসম্বন্ধে ২৫, ২৪৮,
গৃহস্থের - কৌস ৩২, উপায় ৫৫, ১৩২,
বদ্ধজীব ২৪, ৮০, নির্জনে সাধনা প্রয়ো-
জন ২৫, ১৩৩, ২৪৮, সংসারী ও সঙ্কল্প
১২৫, এক হস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে
রেখে সংসার করা ১৩১, সংসার কি
অনিত্য ১৩০, রোগ বিকার, ঔষধ-
সাধুসঙ্গ ১৩৫, ১৭৮, গৃহস্থের সাধন
১৫৩, নির্লিপ্ত সংসার ২০৮, তাহার
উপায় ২০৬, ২৪৮, সংসার ত্যাগ কখন
২০৫ ; সংসারীর জ্ঞান ও সম্বন্ধে জ্ঞান
২৪৯, গৃহস্থ ও নিজামকর্ম ২২৭ ।

শাস্ত্র । - বেদ ও তন্ত্রের সম্বন্ধ
৪৮, কলিকালে শাস্ত্র ১৪৬, শাস্ত্রে কি
আছে ১৭৭, ২০১, ২৩০ ।

ব্রাহ্মসমাজ । - প্রতিমা পূজা
২৩, ব্রাহ্মসমাজ ও গুরুগিরি ৫৭,
ব্রাহ্মসমাজ ও কর্মযোগ ৫৮ ; ব্রাহ্ম-
সমাজের প্রার্থনা পদ্ধতি, ব্রাহ্মসমাজ ও
লোকচার, নিরাকারবাদ ১৭৪, সাম্য
১৭৭, আদ্যাশক্তি ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য-
ব্রহ্ম ১৯২, অসত্যতা, ধর্মের বিদ্যেভাব
১৯৩, খ্রীষ্টান ধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজে
পাপবাদ ১৮০ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথমভাগ—ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা ।

প্রথমভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে বৎসরে ও যে দিনে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা রাণী বাসমণির এই উত্তান ক্রয়ের কঙলা হইতে গৃহীত হইল, একথা ১৩১৩ সালের পঞ্চম সংস্করণেই বলা হইয়াছে । ১২৬২ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, জ্ঞানযাত্রার দিন, ২১শে মে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৫৯ সাল নহে ।

এই সংস্করণে সুবেঙ্কের বাগানের বিবরণ ও পণ্ডিত শশধরের সহিত সাক্ষাৎ বিবরণ যে টুকু বাকি ছিল তাহা দেওয়া হইল ।

ঠাকুরের চিত্রখানি ছাড়া আরও ক'য়কখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল যথা, বাসমণির কালীবাড়ীর plan, মন্দিরের দৃশ্য—প্রাক্তনে ও ভাগীরথীবক্ষে, শঙ্কু মল্লিক ও মথুর বাবুর চিত্র, কালীপুর বাগান ও বলরামের বাটী, বিজ্ঞাসাগর, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী ও ডাক্তার মহেন্দ্রলালের ছবি, আর ঠাকুরের সময়ে অনেকগুলি ভক্তের চোখাবা ।

ষষ্ঠ সংস্করণ হওয়াতে বুঝা যায় যে শ্রীঠাকুরের বিবরণ অনেকেই চিন্তা করিতেছেন । শ্রীকথামৃতের আবার ইংরাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী অনুবাদ হইয়াছে, হিন্দি হইতেছে, ইহাতে নানা জাতির ভিতরে তাঁহার অমৃতময়ী কথা ছড়াটগা পড়িতেছে সন্দেহ নাই । ইতি

৮কালীধাম, ৭ই মাঘ ১৩১৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ।

গ্রন্থকারস্য ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চারি ভাগ প্রকাশিত হইল । শ্রীম—বা “মাষ্টার” বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি । তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অল্প ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই । গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার মৈনন্দিন কাহিনী Diaryতে লিপিবদ্ধ ছিল । বেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত লবণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল । ইতি গ্রন্থকার ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । অগ্রহারণ সংক্রান্তি ১৩২৪ । অষ্টম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩২৫ । নবম, ১৩২৮ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ । অষ্টাদশ খণ্ড ও পরিশিষ্ট ।

বিষয়

উপক্রমণিকা - ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত ।

প্রথম খণ্ড - কালীবাড়ী ও উদ্যান ।

প্রথম দর্শন - দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে ।

দ্বিতীয় খণ্ড - শ্রীযুক্ত কেশবসেনাদিভক্তসঙ্গে নৌকাবিহার ।

তৃতীয় খণ্ড - সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে ভক্তসঙ্গে ।

চতুর্থ খণ্ড - দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে ।

পঞ্চম খণ্ড - দক্ষিণেশ্বরে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে ।

ষষ্ঠ খণ্ড - দক্ষিণেশ্বরে রাখালাদি ভক্তসঙ্গে ।

সপ্তম খণ্ড - দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

অষ্টম খণ্ড - সিঁচুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে ভক্তসঙ্গে ।

নবম খণ্ড - শ্রীযুক্ত জয়গোপালসেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে ।

দশম খণ্ড - সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসবদিবসে ভক্তসঙ্গে ।

একাদশ খণ্ড - ঠাকুরের পণ্ডিত দর্শন নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

দ্বাদশ খণ্ড - সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে পুনর্ব্বার আগমন ভক্তসঙ্গে ।

ত্রয়োদশ খণ্ড - দক্ষিণেশ্বরে মহিমাди ভক্তসঙ্গে ।

চতুর্দশ খণ্ড - বহু বলরামসন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

পঞ্চদশ খণ্ড - শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

ষোড়শ খণ্ড - শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

সপ্তদশ খণ্ড - শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

অষ্টাদশ খণ্ড - শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

পরিশিষ্ট - বরাহনগর মঠ ইত্যাদি ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, অষ্টম সংস্করণ, নবম সংস্করণ, ১৩২৮ । আশ্বিন, দেবীপাক্ষ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ১৩২৫ ।

কাশীপুর বাগান ।



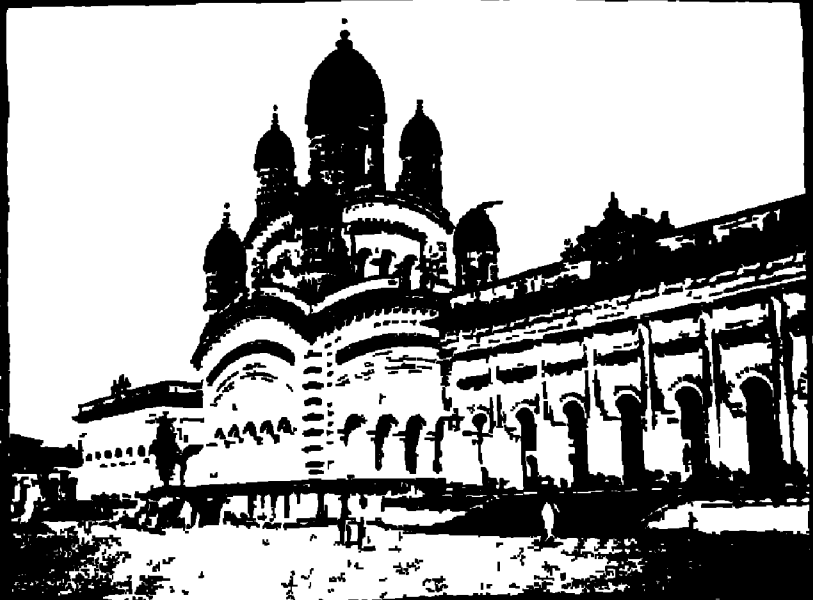
১। উপরের অর্ধ গোলাকার হলঘরে ঠাকুর থাকিতেন। ২। নাচের ভাণ্ডা ঠিক হারখানের পথটি প্রবেশ দ্বার। এত দ্বারদ্বারা নাচের হলঘরে যাওয়া যায়—ভক্তগণ বসিতেন। ৩। নাচের হলঘরের উত্তর পূর্ব কোণে শ্রীশ্রীমার ঘর, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেবক ভক্তদিগের থাকিবাব ঘর। ৪। উদ্যানবাটিকার পূর্ব ও পশ্চিমে বাঁধাঘাট বিশিষ্ট দুইটি পুকুরিনী। বাটিকার উত্তরে পথ—তাঁহার উত্তরে রাস্তাঘর। ৫। বাটিকার পশ্চিমদিক দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ,—এই পথেরই দক্ষিণ প্রান্তে ১৮৮৬, ১লা জানুয়ারী ১৮৮৭ সালে সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তদের কৃপা করেন।

বলরামের বাটি ।



দোতলার বাঁধাওয়ার নীচ ঠিক হারখানে বাটীর প্রবেশদ্বার। এত দ্বারের সম্মুখে ঠাকুরের পাড়া আসিয়া দাঁড়াইত। এই দ্বারের ঠিক উপরে বাটীর পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বৈঠকগান। ঠাকুর শ্রীশ্রীমক্ক আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিতেন। এই দ্বারের পশ্চিমে ছোট ঘর—এখানেও ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও রাত্রি থাকিলে কখন কখনও শবন করিতেন। এই দুই ঘরের আবার উত্তরে বীথ বারান্দা। বনের সময় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে এই বারান্দায় সর্কির্জন ও নৃত্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা শহরের দর্শনীয় স্থানসমূহ



১৯০৬ খ্রিঃ



১ম চিত্র--মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে বরাধাকান্তের মন্দির।

২য় চিত্র--চাঁদণীর উভয় পাশে ছয়টি করিয়া শিবমন্দির। উত্তরের শেষ মন্দিরের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর। চাঁদণী ও শিবমন্দিরের পশ্চিমে পুষ্পোদ্ভান। চাঁদণীর সম্মুখে বাঁধাঘাট।

শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ-উপক্রমণিকা ।

ঠাকুর শ্রীৰামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত ।

শ্রীৰামকৃষ্ণের জন্ম—পিতা কুদিবাম ও মা চন্দ্রমণি—পাঠশালা—৮বয়সেবা—সাধুসঙ্গ ও পুৰাণ শ্রবণ—অদ্বৈত জ্যোতিঃ দৰ্শন—কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অদ্বৈত 'দৈববীৰ' রূপ দৰ্শন—ঠাকুর উন্মাদবৎ—কালীবাড়ীতে সাধুসঙ্গ ভোতাপুৰী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ—মল্লোক্ত ও পুৰাণোক্ত সাধন—ঠাকুরের জগন্মাতাৰ সহিত কথাবার্তা—তীর্থদৰ্শন—ঠাকুরের অন্তৰঙ্গ—ঠাকুর ও ভক্তগণ—ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সৰ্ব্বধৰ্ম্ম-সমন্বয়—ঠাকুরের শ্রীলোক ভক্ত—ভক্ত পৰিবার ।

ঠাকুর শ্রীৰামকৃষ্ণ ভগলী জিলাৰ অন্তঃপাতী কামাবপুৰৰ গ্রামে এক সদব্রাহ্মণের ঘৰে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন । কামাবপুৰৰ গ্রাম জাহানাবাদ (আৰামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আৰ বৰ্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে ।

ঠাকুর শ্রীৰামকৃষ্ণের জন্মদিন সম্বন্ধে মত ভেদ আছে ।—

অধিকা আচার্য্যের বশী ।—এই বশী ঠাকুরের অন্তঃকৰণে সময় প্রস্তুত কৰা হয়, ওবা কাব্ৰিক ১১৮৬, ইংৰাজী ১৮৭৯-৮০ । উহাতে জন্মদিন লেখা আছে ১৭৫৬, ১০ই ফাল্গুন, বুধবাৰ, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূৰ্ব্ভাদ্রপদ নক্ষত্ৰ । তাহাৰ গণনা ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২।

ক্ষেত্ৰনাথ ভট্টের ১৩০০ সালে গণনা, ১৭৫৪।১০।৯।০।১২ । এ মতে ১৭৫৪, ১০ই ফাল্গুন, বুধবাৰ, শুক্লা দ্বিতীয়া পূৰ্ব্ভাদ্রপদ, সব মিলে । ১২৩৯ সাল, ১০এ ফেব্ৰুৱাৰি ১৮৩৩ । লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের যোগ ৭৫ কুন্তবাশি । বৃহস্পতি শুক্রের যোগহেতু 'সম্প্রদায়েব প্রভু হইবেন' ।

নাৰায়ণ জ্যোতিঃধৰ্ম্মের নতন বশী (মঠে প্রস্তুত) । এ গণনা অনুসারে ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবাৰ ১৮৩৬, ১৭ই ফেব্ৰু, ভোম

৭ লগ্নে বশিচন্দ্র বুধের যোগ' - শ্রীকথামৃত ৪র্থ ভাগ, ২৩-২৪ ।

রাত্রি ঠঠা, কাস্তন শুক্লা দ্বিতীয়া, ত্রিগ্রহের যোগ, নক্ষত্র—সব মিলে ।
কেবল জ্যৈষ্ঠিকা আচার্য্যের লিখিত ১০ই কাস্তন হয় না। ১৭৫৭।
১০।৫।৫১।২৮।২১ ।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫১।৫২ বৎসরকাল ছিলেন ।

ঠাকুরের পিতা ৮কুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান্ ও পরম
ভক্ত ছিলেন । মা ৮চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন ।
পূর্বে তাঁহাদের দেবের নামক গ্রামে বাস ছিল । কামারপুকুর হইতে
দেড় ফ্রোশ দূরে । সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদমায় কুদি-
রাম সাক্ষ্য দেন নাই । পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া
বাস করেন ।

ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণের হেলেবেলার নাম গদাধর । পাঠশালে
সামান্ত লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৮রঘুবীরের
বিগ্রহ সেবা করিতেন । নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যপূজা
করিতেন । পাঠশালে ‘শুভকরী ষাধ’ । লাগতো’ ।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ । যাত্রা শুনিয়া
গ্রাম অধিকাংশ গান গাহিয়া দিতে পারিতেন । বাল্যকালাবধি সদা-
নন্দ । পাড়ার আবালবৃদ্ধকনিষ্ঠা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন ।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্বদা
সাধুদের যাতায়াত ছিল । গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের
সেবা করিতেন । কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন
নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন । এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, ঐমদ্-
ভাগবত কথা, সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন ।

এক দিন মাঠ দিয়া বাড়ীর নিকটবর্তী গ্রাম আনুড়ে যাইতে-
ছিলেন । তখন ১১ বৎসর বয়স । ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন,
হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাহুশূন্য হইলেন ।
লোকেরা বলিল মূর্ছা—ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল ।

কুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায়
আসিলেন । তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে । কলিকাতায় কিছুদিন
নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে,

ধাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন । এই সূত্রে কামাপুকুরের বিজ্ঞানের বাঙালীতে, কিছু দিন পূজা করিয়াছিলেন ।

রাণী রাসমণি, কলিকাতা হইতে আড়াই কোশ দূরে, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলেন । ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন (ইংরাজি ৩১শে মে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) * । ঠাকুর জীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন । ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে । মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বর ও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন । তাঁহার দুই পুত্র জীবন্ত রাম-লাল ও জীবন্ত শিবরাম ও এক কন্যা জীমতী লক্ষ্মী দেবী ।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই জীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল । সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন । [৪র্থ সং দ্বিতীয় ভাগে ‘রাসমণীর বরাদ্দ’ জড়ব্য ।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে । কামাপুকুর হইতে দুই কোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামস্থ ৮রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা জীজীশারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল, ১২৬২ সাল । ঠাকুরের বয়স ২২।২৩, জীজীমার ছয় বৎসর । (১২৬০ সাল ১৮৫৫-৫৬)

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর জীরামকৃষ্ণ কিরিয়া আসিবার কিছু দিন পর তাঁহার একবারে অবস্থান্তর হইল । কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন । আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না । পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না ; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন !

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের স্তায় বিচরণ করিতে

* এ সময় রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর বিক্রি কওলা হইতে লওয়া হইয়াছে ।

Deed of Conveyance ; “Date of purchase of the Temple grounds 6th September 1847 , Date of Registration 27th August 1861 ; price of the Dinajpur Zemindary which supports the Temple Rs 2,26,000.”

লাগিলেন । রাণী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অশ্রু ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার যশোবস্ত করিয়া দিলেন । ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখো-পাধ্যায়ের উপর মথুরবাবু এই পূজার, ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার, ভার দিলেন ।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল । নিশিদিন মা মা ! কখন জড়বৎ, কাষ্ঠপুত্তলিকার স্থায়, কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন ! কখনও বালকের স্থায় । কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন । ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসেন না । সর্বদাই মা মা !

কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন । তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন ; একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ ১৮৬৬খ্রীঃ ।

ব্রাহ্মণী পূর্বেই, ১৮৫৯, আসিয়াছেন , তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও ঠাকুরকে শ্রীগোরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ শুনাইলেন । তোতার কাছে ঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন ও বলিতেন—‘বাবা বেদান্ত শুনো না,—ওতে ভাব ভক্তি সব ক’মে যাবে ।’

বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্বদা আসিতেন । তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান । এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন । বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন ।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে,—প্রেমোন্মাদ । ইনি ঈশ্বরের জগৎ পাগল ! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা ! চৈতন্যদেবের স্থায় কখনও অন্তর্দীপ্তা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ) ; কখন অর্দ্ধবাহু , কখনও বা বাহুদশা ! ঠাকুর মা মা করিয়া কাদিতেন—সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন মার কাছে উপদেশ লইতেন । বলিতেন, ‘মা তোর কথা কেবল

শুনবো, আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করবো।’ ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, আমি পদ্ম ভ্রম্মা, অম্বাণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনাই মা।

ঠাকুরকে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, ‘তুই আর আমি এক! তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না, অনেক শুদ্ধ কামনা-শূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।’ ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বুঠীতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, “ওরে ভক্তেরা, তোরা কোথায় কে আছি! শীঘ্র আয়।

মাতা চন্দ্রমণি দেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রূপান্তর জ্ঞান করিতেন ও সেই ভাবে পূজা করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্বর্গলাভের পর মাতা পুত্রশোক কাতরা হইয়াছিলেন, তিন চার বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাড়ীতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখাইয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যহ দর্শন, পদধূলি গ্রহণ ও ‘মা কেমন আছ’ জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুত রাম চাটুযো ও মধুর বাবুর কয়েকটি পুত্র। তখন সবে কালীর রেল খুলিয়াছে। তাঁহার অবস্থান্তরের ৫৬ বৎসরের মধ্যে। তখন অহর্নিশ প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গগর মাতোয়ারা! এবার বৈষ্ণবাধ দর্শনান্তর ৮কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ।

দ্বিতীয়বার তীর্থ গমন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরাজী জানুয়ারী ১৮৬৮ খ্রীঃ। মধুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ যাত্রায় ৮কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবন্দাবন দর্শন করেন। কাশীতে মণিকর্ণিকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর চিহ্নরূপ দর্শন করেন—যুমুর্দিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। আর মোনব্রতধারী ত্রৈলোক্যস্বামীর সহিত আলাপ করেন। মধুরায় ঋষাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবন্দাবনে সন্ধ্যা সময়ে কিরতী গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দেখু লইয়া যমুনা পার হইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি

লীলাভাব চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন ; নিধুবনে রাধাপ্রেমে বিভোরা গঙ্গামাতার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান ; ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ । বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের ‘কাণ্ডেন’ এই সময়ে আসিতে থাকেন । সিঁতির গোপাল (‘বুড়ো গোপাল’) ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন ।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন । তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন তখন উদ্ভাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে । তখন শাস্ত্র সদানন্দ বালকের অবস্থা । কিন্তু প্রায় সর্বদা সমাধিস্থ—কখনও জড় সমাধি—কখনও ভাব সমাধি ! সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন । যেন পাঁচ বছরের ছেলে ! সর্বদাই মা মা ।

রাম ও মনমোহন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন ; কেশব, সুরেন্দ্র, তার পরে আসিলেন । চুনী, লাটু, নৃত্য-গোপাল, তারকও পরে আসিলেন । ১৮৮১র শেষ ভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন । ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী ; ১৮৮৪ মধ্যে সন্ন্যাস, গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি ; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পলটু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন । এইরূপে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোগিন, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আগু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, নবাই চৈতন্ত, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যো), সাধু প্রিয়নাথ (মন্থক), বিনোদ, তুলসী, হরিশ-মুক্তকী, বসাক, কথক ঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোবাম্বী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারি, ধীরেন, রাখাল (হালদার) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন ।

ঈশ্বর বিজ্ঞানাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও ডাক্তার সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যো), আমেরিকার কুক সাহেব, ডক্টর Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্রামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির(ঘোষ), নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারী ও দর্শন করিয়া-
ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলোক্য স্বামীর কাশীধামে ও গঙ্গামাতার
শ্রীবন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে
বন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

অস্তুরজ্ঞ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মধুর, শঙ্কু মল্লিক,
নারায়ণ শাস্ত্রী, ইন্দ্রেশ্বর গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে
দর্শন করিতেন। বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্ধ্য-
সমাজের দয়ানন্দ ও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামার
পুকুর, এবং সিওড় শ্রামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা
তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব,
বিজয়, কালী (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী,
মণিলাল, উমেশ, হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল, ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম
ভক্ত সর্বদা যাইতেন, ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন।
মথুরের জীবদশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার
বাটিতে, ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন।
পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ—উপাসনাকালে—
দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্ম-
ভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা, কখন ভক্ত সঙ্গে,
কখন একাকী, আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের
সমাধি অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ,
চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত !

ঠাকুর সর্বধর্মসম্বলার্থ বৈকব, শাস্ত্র, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন
করিয়া অপর দিকে আত্মা মন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তা করিয়া-
ছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও ছ-

দেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধারকরিভেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন; দেখা যায়।

এক দিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, ‘মা তোর খ্রীষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।’ কিছু দিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবিলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন ও ‘গোপালের মা’ বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি, পরম ভক্তিমতী হটলেও তাঁহাদের সপর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, ‘মা আমার ভিতবে যদি কাম হয় তা হ’লে কিঞ্চিৎ মা, গলায় ছুরি দিব।’

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহার। কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামূর্ত্তে অনেকের নাম পাওয়া যাউবে। নান্যকালে অনেকে—রমকৃষ্ণ, পত্নী, তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, হীরালাল, নগেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি, ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর^{১২৯৩ মান} তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাস, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুম্ভাউন, নেপাল, বোম্বাই পাঞ্জাব, জাপান; আবার আমেরিকা ইংলণ্ড, সর্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। [জগদ্বিখ্যাত, ১৩১০।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথমভাগ-প্রথমখণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কালীবাড়ী ও উদ্যান ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীমধ্যে । চাঁদনী ও ছাদশ শিবমন্দির । পাকা উঠান ও বিকুশর । শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী । নাটমন্দির । ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিদানের স্থান । দণ্ডবথানা । ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর । নহবৎ, বকুলতলা, পঞ্চবটী, ঝাড়তলা ও বেলতলা । ‘ফুটী’ বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদব ফটক ও খিড়কী ফটক । হাঁসপুকুর, আত্মাবল ও ঘোশালা । পুষ্পোদ্যান । শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বাবান্না । ‘আনন্দনিকেতন’ ।

আজ রবিবার । তন্তুদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিতেছেন । সকলেরই অব্যবহৃত ঘর । যিনি আসিতেছেন-ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন । সাধু, পরমহংস ; হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী ; শাক্ত, বৈষ্ণব ; পুরুষ, স্ত্রীলোক ; সকলেই আসিতেছেন । ধন্য রাণী রাসমণি ! তোমারই স্মৃতিবলে এই সুন্দর দেবাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আমিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে ।

চাঁদনী ও ছাদশ শিবমন্দির ।

কালীবাড়ীটা কলিকাতা হইতে আড়াই কোশ উত্তরে হইবে । টিক গঙ্গার উপরে । নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া

পূর্বাস্ত হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব নামে কবিরাজ। বোম্বাইয়ের গায়েই তিনি সৈখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকীদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটা লোটা, সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাধুরী বধিনী সর্দারান কবিরাজ আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু, ফকির বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘন্টা পর্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূল-হস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হ'লে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনীটী দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকা-বাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী।'

পাকা উঠান ও বিশুদ্ধতা ।

চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে ৩রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ; পশ্চিমাশ্রম। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মন্দিরপ্রস্তরাস্থ। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটা ঝাড়বান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, কামবিণের পরদার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গজাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণাস্থ। শুভক্লেশ জাগিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণাস্থ হইবেন। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ; শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রথম পূজারীর কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৫৭-৫৮খৃঃ।

শ্রীশ্রীভবতান্মিত্রী মা কালী ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সুন্দর, পাষণময়ী কালীপ্রতিমা, ১৫ ফুট, ১৫
ভবতারিণী । শ্বেতকৃষ্ণমণ্ডিতপ্রস্তরান্বিত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ
বেদী । বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপরে শিব, শব
হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া, পড়িয়া আছেন ।
শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত । তাহার হৃদয়োপরি বাণারসী
চেলিপরিহিতা, নানাভরণালঙ্কৃত, এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর
প্রস্তরময়ী মূর্তি । শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজের, চুটকী—
আর জবা বিশ্বপত্র । পাঁজের পশ্চিমের মেয়েরা পরে । পরমহংসদেবের
ভারি সাধ, তাই মধুরবাবু পরাইয়াছেন । মার হাতে সোণার বাউটি,
তাবিজ ইত্যাদি । অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পইচে, বাউটি ;
মধ্যহাতে—তঁড়, তাবিজ ও বোজু ; তাবিজের ঝাঁপা দোড়লামানি ।
গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোণার বত্রিশ নর, তারাহার ও
সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস,
ফুলঝুমকো, চৌদানী ও মাছ । নাসিকায় নং, নোলক দেওয়া ।
ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাদয় । কটিদেশে
নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা । মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব কোণে
বিচিত্র শয্যা ;—মা বিশ্রাম করেন । দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর
ঝুলিতেছে । ‘ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে বার্জিত
করিয়াছেন । ‘বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল । ‘তঁলান্ন
সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল । ‘পদ্মাসনের উপর
পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে সোদিকা ও ত্রিশূল । ‘বেদীর
অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণ কাল প্রস্তরের কৃষ্ণ ও ঈশানকোণে হুসং বেদী
উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় কৃষ্ণ সিংহালনোপরি নারায়ণশিলা ; এক-
পার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী-হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত ন্যায়কাল
নাথধারী শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব । ‘অন্ন ও অন্নাক্ত
দেবতা আছেন । ‘দেবীপ্রতিমা দক্ষিণাঙ্গ । ‘ভবতারিণীর চিক সমুখে,
অর্থাৎ বেদীপ্রান্তিক দক্ষিণে, ঘটস্থাননা হইয়াছে । ‘সিদ্ধুররজিত, পূজার

নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত, মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জনপূর্ণ তামার ঝারি ;—মা মুখ ধুইবেন। উর্দ্ধে মন্দিরের চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাদ্ভাগে সুন্দর বাণারসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান ! বেদীর চারি কোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূলা চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা। দালানটীর কয়েকটি কুকর স্নগ্ধ কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকীদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন-মণ্ডিত। নীচের থাকে চারিটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটি ও সর্বোপরি একটি। একটি চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৬রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

নাটমন্দির।

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিভূত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দী ও ভৃগু। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৬মহাদেবকে হাত যোড করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে-ছেন। নাটমন্দিরে উত্তর দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন, নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণীর জামাতা মধুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে ধ্যানমগ্ন করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্বসময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা। বলিদান।

চক্ৰিয়ান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, ‘লুচিঘর,’ বিকুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মারের ভোগঘর, ঠাকুরদের রাজাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, মাধু; যদি অতিথিশালার না খান, তাহা হইলে দণ্ডর-খানায় খাজাঙ্গীর কাছে বাইতে হয়। খাজাঙ্গী তাওয়ারীকে হুকুম দিলে মাধু ভাঁড়ার হইতে সিঁধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

* বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ । কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা । রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বাঁটি লইয়া মাহ্ কুটিতেছে । অমাবস্তায় একটা ছাগ বলি হয় । ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায় । ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক এক শালপাতা লইয়া সারি সারি কাজাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি, বসিয়া পড়ে । ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয় । কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয় । খাজাঞ্জীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পঁছাইয়া দেওয়া হয় । জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠীতে থাকেন । সেইখানেই প্রসাদ পাঠান হয় ।

দণ্ডরথানা ।

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দণ্ডরথানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান । এখানে খাজাঞ্জী, মুহুরী সর্বদা থাকেন, আর ভাণ্ডারী, দাস দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত । কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া, তন্মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে । এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত । তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের বান্ধা হইত ।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী । তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী । চাঁদনীর ছায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে । উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ।

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর । ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটা বারাণ্ডা । সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্থ হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন । এই বারাণ্ডার পরেই পথ । তাহার পশ্চিমে পুষ্পোষ্ঠান, তৎপরে পোস্তা । তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বভীষ্ময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা ।

নহবৎ ও বকুলতলা । পঞ্চাবতী ।

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটা চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উঠানপথ । তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোষ্ঠান । তাহার পরেই

নহবৎখানা । নহবৎর নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, ও পরে শ্রীশ্রীমা, থাকিতেন । নহবৎের পরেই বকুল-তলা ও বকুলতার ঘাট । এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন । এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর ৬গঙ্গালাভ হয় । ১৮৭৭ খৃঃ ।

বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী । এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্ত-সঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন । গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন । পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বথ, নিম্ব, আমলকী ও বিষ্ণু—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন । এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব গায়ে একখানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা, করিয়াছিলেন । এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে ।

পঞ্চবটীমধ্যে সাবেক একটী বটগাছ আছে । তৎসঙ্গে একটী অশ্বপগাছ । দুইটী মিলিয়া যেন একটী হইয়াছে । বৃদ্ধ গাছটী বয়সার্ধকাবশতঃ বহুকোটবিশিষ্ট ও নানাপাক্সিসমাকুল ও অগ্ন্যাগ্নী জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে । পাদপমূল ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীস্থশোভিত । এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর বৎসের জন্ত যেমন গাভী বাাকুল হয়, সেইরূপ বাাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন । আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বথের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে । ডালটী একবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই । মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে । বৃক্ষ সে আসনে বসিবার এগুনও কোনও মহাপুরুষ জন্মেন নাই ।

ঝাউতলা ও বেলতলা । কুটী ।

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া ঝোড়ার তারের রেল আছে । সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা । সারি সারি চারিটী কাউগাছ । ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা । এখানেও পরমহংসদেব

অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন । ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর । তাহারই উত্তরে গবর্ণমেন্টের বারুদঘর ।

উট্টানের দেউড়ী হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী । ঠাকুর বাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জানাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠীতে থাকিতেন । তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরম-হংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন । এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গজা দর্শন হয় ।

বাসনমাজার ঘাট, গাজিতলা ও দুই ফটক ।

উট্টানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্ব-দিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুকুরিণী । মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটা বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পাথর অনতিদূরে আর একটা ঘাট । ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে । ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটা দেউড়ী,—বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক । এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতয়াত করেন । দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন । কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করেন । সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে । কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত । পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া-বাইতেন, ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন ।

হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা । পুজোপাচাশ ।

পুকুরটির পূর্বদিকে আর একটা পুকুরিণী, নাম হাঁসপুকুর । ঐ পুকুরের উত্তরপূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা । গোশালার পূর্ব-দিকে খিড়কী ফটক । এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায় । যে সকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া-ছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলে মেয়েরা এই পথ দিয়া যাতয়াত করেন ।

উত্তানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্য্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে । সেই পথের দুইপাশে পুষ্পবৃক্ষ । আবার কুঠীর দক্ষিণপাশ দিয়া পূর্বপশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পাশে পুষ্পবৃক্ষ । গাজিতলা হইতে গোশালা পর্য্যন্ত, কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্প-বৃক্ষ ফলের বৃক্ষ ও একটি পুকুরিণী আছে ।

অতি প্রত্যুষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির স্নমধুর শব্দ হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতি রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয় । গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিশ্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুল্‌চী ফুলের গাছ । মল্লিকা, মাধবী ও গুল্‌চী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন । মাধবীলতা শ্রীবন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছিলেন । হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ । কিয়দূরে সুম্বাকজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প । বেড়ার উপর অপরাজিতা—নিকটে জুঁই কোথাও বা সেফালিকা । দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল । কচিং বা ধুস্তরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে । মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্মিত মন্দিরের উপর রোপণ করা হইয়াছে । নহবাতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ । বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ । পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটি কৃষ্ণতৃডার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুঁই গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেত-করবী, রক্তকরবী, আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা ।

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন । এক দিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিশ্ববৃক্ষ হইতে বিশ্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন । বিশ্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল । তখন তাঁহার এইরূপ অশুভুতি হইল যে যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল ! অমনি আর বিশ্বপত্র তুলিতে পারিলেন না । আর এক দিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময় কে যেন

শ্রীশ্রীবানরুপ কথামৃত ।



শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাধব ।



শ্রীযুক্ত নেশচন্দ্র সেন ।



শ্রীযুক্ত বিজয়রুপ গোস্বামী ।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সঙ্কর ।



মিঃ জি. মতিমাস্ত্রী, গজাধর, হরিণ, বুড়োগোপাল, শশী । বিদ্যাপ, নাট্যিক, কালী, নবগোপাল, সুপতি । অনিবারিক, ধর্মিক, বরেন্দ্র । অশুণ, ভাষক, হোটিগোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুদাস
মিঃ জি. মতিমাস্ত্রী, গজাধর, হরিণ, বুড়োগোপাল, শশী । বিদ্যাপ, নাট্যিক, কালী, নবগোপাল, সুপতি । অনিবারিক, ধর্মিক, বরেন্দ্র । অশুণ, ভাষক, হোটিগোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুদাস
মিঃ জি. মতিমাস্ত্রী, গজাধর, হরিণ, বুড়োগোপাল, শশী । বিদ্যাপ, নাট্যিক, কালী, নবগোপাল, সুপতি । অনিবারিক, ধর্মিক, বরেন্দ্র । অশুণ, ভাষক, হোটিগোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুদাস

দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটা ফুলের তোড়া এই বিরাট শিবমূর্ত্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে । সেই দিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না ।

ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণেশ্বর শ্রবণের বারাগুণ ।

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারাগুণ । বারাগুণের এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখে । এ বারাগুণে পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন । এই পূর্ব বারাগুণের অপরান্ন উত্তরমুখে । এ বারাগুণে ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন, আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কত বার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন । এই বারাগুণে ঐরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন, আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন । এই বারাগুণের নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া ঐরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইরাছিলেন ।

আনন্দ নিকেতন ।

কালীবাড়ী আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে । রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিতাপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা । এক দিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন । আবার সৌরভাকুল স্নান নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্ভান । তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন ! আনন্দময়ীর নিতা উৎসব ! নহবৎ হইতে রাগরাগিনী সর্বদা বাজিতেছে ! একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গলারতির সময় । তার পর বেলা নয়টার সময়—তখন পূজা আরম্ভ হয় । তার পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান । আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোখান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন । তার পর আবার সন্ধ্যারতির সময় । অবশেষে রাত নয়টার সময় তখন শীতলের পর ঠাকুরের শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথম দর্শন । ১৮৮২ - মার্চ মাস ।

৩৭ কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিত্তিবীড়িতং কল্পযাপনম্ ।

ব্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভবি গণন্তি যে ভূবিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, বাসপক্কাপ্যায় ।

পঞ্জাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী । মা-কালীর মন্দির । বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস । ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক-দিন পরে । শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও Joseph Cook সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঠাকুর Steamer এ বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে । সন্ধ্যা হয় হয় । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত । এই প্রথম দর্শন । দেখিলেন একঘর লোক নিস্তরক হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন । ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্ত হইয়া সহাস্তবদনে হরিকথা কহিতেছেন । ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন ।

[কল্পত্যাগ কথন *]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অধাক্ হইয়া দেখিতেছেন । তাহার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে । অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্র রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীৰ্ত্তন করিতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, “তখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সঙ্কাদি কৰ্ম্ম—আর কর্ত্তে হবে না । তখন কৰ্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কৰ্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে । তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ও কার, জ'পলেই হ'ল ।” আবার বলিলেন, “সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় । গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয় ।”

* মাষ্টার সিধুর সঙ্গে বরাহনগরে এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন । আজ রবিবার, অবসর আছে,

* শ্রীযুক্ত সিকেশ্বর মহুমদাব, উক্ত বরাহনগরে বাড়ী ।

তাই বেড়াইতে এসেছেন । শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুয়োর বাগানে কিয়ৎকণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন । তখন সিধু বলিয়াছিলেন, ‘গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন ? সেখানে এক জন পরমহংস আছেন ।’

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন । মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, আহা কি সুন্দর স্থান । কি সুন্দর মানুষ ! কি সুন্দর কথা । এখান থেকে নড়তে উচ্চা ক’ব্বে না । কিয়ৎকণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘একবার দেখি কোথায় এসেছি । তার পর এখানে এসে বসব ।’

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল । এককালে কঁাসব ঘটা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল । বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল । সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল । মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল । সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে । ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে । মাষ্টার, দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রী-বাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন । সিধু বলিলেন, “এটা রাসমণির দেবালয় । এখানে নিত্যসেবা । অনেক অতিথি, কান্দাল আসে ।”

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন । এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া ।

এই মাত্র ধূনা দেওয়া হইয়াছে । মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না । দ্বারদেশে বৃন্দে (কি) দাঁড়াইয়াছিল । জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন ?” বৃন্দে বলিল, হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন ।

মাষ্টার । ইনি এখানে কত দিন আছেন ?

বৃন্দে । তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার । আচ্ছা, ইনি কি খুব বই টাই পড়েন ?

বৃন্দে । আর বাবা বই টাই ! সব ঠুর মুখে !

মাষ্টার সবে পড়া শুনা ক'রে এসেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হ'লেন ।

মাষ্টার । আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা ক'রবেন ?—আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি ?—তুমি একবার খবর দিবে ?

বৃন্দে । তোমরা যাও না বাবা ! গিয়ে ঘরে বোসো ।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অণু কেহ নাই । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন । ঘরে ধূনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ । মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বন্ধাগুলি হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অসুজ্জা করিলে তিনিও সিধু মেজেরে বসিলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি ক'রতে এসেছ,” ইত্যাদি । মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন । কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অশ্রুমনস্ক হইতেছেন । পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব । যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে । মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে কাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া কাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না ; এ ঠিক সেইরূপ ভাব । পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একবারে বাহুবল্ল হ'ন ।

মাষ্টার । আপনি এখন সন্ধ্যা ক'রবেন, তবে এখন আমরা আসি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবহ) । না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয় ।

আর কিছু কথা-বার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । ঠাকুর বলিলেন, “আবার এসো ।”

মাষ্টার কিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এ সৌম্য কে—বাঁহার কাছে কিরিয়া বাইতে ইচ্ছা করিতেছে ?—বই না পড়িলে কি মানুষ

মহং হয় ?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে । ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো ।—কাল কি পরশ সকালে আসিব ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চবাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ ত্রীশ্বরবে নমঃ ॥

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময় । ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন । এখনও একটু শীত আছে । তাই তাঁহার গায়ে moleskinএর র্যাপার । র্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া । মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ ? আচ্ছা, এখানে বসো ।

এ কথা দক্ষিণ পূর্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল । নাপিত উপস্থিত । সেই বারাণ্ডায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন । গায়ে ঐরূপ র্যাপার ; পায়ে চটি জুতা , সহাস্ত্রবদন । কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোতলা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) হ্যাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায় ? মাষ্টার । আজ্ঞা, কলিকাতায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে কোথায় এসেছ ?

মাষ্টার । এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি । ঈশান কবিরাজের বাটী । শ্রীরামকৃষ্ণ । ওহ্ ঈশেনের বাড়ী ।

[ত্রীকেশবচন্দ্র সেন 'ও মার কাছে ঠাকুরের জনন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে ? বড় অসুখ হয়েছিল ।

মাষ্টার । আমিও শুনেছিলুম বটে , এখন বোধ হয় ভাল আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি আবার কেশবের জন্ত মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম । শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম্ ; বলতুম্, মা কেশবের অসুখ ভাল ক'রে দাও , কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব ? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম্ ।

“হ্যাঁগা, কুকু-সাহেব না কি এক জন এসেছে ? সে না কি লেকচার দিচ্ছে ? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছল । কুকুসাহেবও ছিল ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে ; কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই । আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না ।

[গৃহ ও পিতার কর্তব্য ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রতাপের ভাই এসেছিল । এখানে কয় দিন ছিল । কাজ কর্ম নাই । বলে, আমি এখানে থাকুব ! শুন্লাম, মাগছেলে সব খুশুরবাড়ীতে রেখেছে । অনেকগুলি ছেলে-পিলে । আমি বক্লুম । দেখ দেখি, ছেলে-পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ ক'রবে ? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের খুশুরবাড়ী ফেলে রেখেছে ! আমরা অনেক বক্লুম, আব কর্ম কাজ খুজে নিতে বক্লুম । তবে এখান থেকে যেতে চায ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

অজ্ঞানতিমিবাক্তস্ত জ্ঞানান্ধনশলাকয়া ।

চকুরুশ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীশুরবে নমঃ ॥

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । তোমাব কি বিবাহ হ'য়েছে ?
মাষ্টার । আজ্ঞে হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)

ওরে রামলাল ! যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে ।

শ্রীযুক্ত রামলাল, ঠাকুরের আত্মপুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারী ।

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন । ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ !

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়েছে ?

মাষ্টারের বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছে । ভয়ে ভয়ে বলিলেন—
আজ্ঞে, ছেলে হ'য়েছে । ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,
যাঃ ছেলে হ'রে গেছে ! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া স্নেহে বলিতে লাগিলেন, “দেখ,

তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোক এ সব দেখলে বুঝতে পারি । * * আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিজ্ঞানশক্তি না অবিজ্ঞানশক্তি ?”

[জ্ঞান কাহাকে বলে * প্রতিমা পূজা ।]

মাষ্টার । আচ্ছা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । আর তুমি জ্ঞানী ?

তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই । এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখা পড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয় । এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল , তখন শুনিলেন, যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান । ঠাকুর বলিলেন—‘তুমি কি জ্ঞানী ।’ মাষ্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, তোমার ‘সাকারে’ বিশ্বাস, না ‘নিরাকারে’ ?

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া, স্বগতঃ) । সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হইতে পারে ? বিকল্প অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে ? সাদা জিনিষ, দুধ, কি আবার কালো হ’তে পারে ?

মাষ্টার । আচ্ছা নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বেশ । একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ’ল । নিরাকারে বিশ্বাস, তাত ভালই । তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,— এইটী কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা । এইটী জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য । তোমার যেটী বিশ্বাস, সেইটীই ধ’রে থাকবে ।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন । একথা ত তাঁহার পুথিগত বিজ্ঞান মধ্যে নাই !

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল । কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই । তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন ।

মাষ্টার । আচ্ছা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ’ল । কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি ত ন’ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । মাটি কেন গো ! চিম্বক্সী প্রতিমা ।

মাটির “চিগুরী প্রতিমা” বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য ক’রে পূজা করো ; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

[লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের ক’ল্‌কাতার লোকের ওই এক ! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া ! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে ? যার জগৎ তিনি বুঝাবেন ! যিনি এই জগৎ ক’রেছেন, চন্দ্র সূর্য্য মানুষ জীব জন্তু করেছেন ; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন ক’রবার জন্তু মা বাপ, করেছেন, মা বাপের স্নেহ ক’রেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় ক’রেছেন, আর এ উপায় করবেন না ? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অস্তুর্ধ্যামী। যদি এ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—ঠাক্‌কেই ডাকা হচ্ছে ? তিনি এ পূজাতেই সম্মুটেই যেন। তোমার ওর জন্তু মাথা বাথা কেন ? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর !

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলছেন তাতো ঠিক। আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার ? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে ! “আপনি শুভে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।” জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাবে ? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব ! ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটির প্রতিমা পূজা ব’ল্‌ছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক’রেছেন। যার জগৎ, তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

“এক বার পাঁচ ছেলে । বাড়ীতে মাহ এসেছে । মা মাহের নানা রকম ব্যঞ্জন ক’রেছেন—বার বা পেটে নয় । কারও জন্ত মাহের পোলোয়া, ক’রও জন্ত মাহের অমল, মাহের চড়্‌চড়ি, মাহ ভাজা, এই সব ক’রেছেন । যেটা বার ভাল লাগে । যেটা বার পেটে নয় । বুঝলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সংসারার্ণবঘোষে যঃ কণ্ঠধারস্বরগকঃ ।

নমোহন্ত রামকৃষ্ণায় তস্মৈ ত্রিগুণবে নমঃ ॥

[ভক্তিস্বর উপাস্ত্র ।]

মাষ্টার (বিনীত ভাবে) । ঈশ্বরের কি ক’রে মন হয় ।

জীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা ক’রতে হয় । আর সংসার—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয় । সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না । মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার । প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হ’লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন ।

“যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয় । বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে ।

“ধ্যান ক’রবে মনে, কোণে ও বনে । আর সর্বদা সদসং বিচার ক’রবে । ঈশ্বরই সং, কিনা নিত্যবস্তু , আর সব অসং, কিনা অনিত্য । এই বিচার ক’রতে ক’রতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক’রবে ।”

মাষ্টার (বিনীতভাবে) । সংসারে কি রকম ক’রে থাকতে হবে ?

[গৃহস্থ সম্মুখ্যাস । উপাস্ত্র - নিত্যজ্ঞানে সাধন ।]

জীরামকৃষ্ণ । সব কাজ ক’রবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে । স্ত্রী পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে । যেন কত আপনার লোক । কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয় ।

“বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক’রে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীরদিকে মন প’ড়ে আছে । আবার সে, মনিবের ছেলের

আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, ‘আমার রাম’ ‘আমার হরি’। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

“কঙ্কপ জলে চ’রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প’ড়ে আছে জান ?—আড়ায় প’ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব-কর্ম ক’রবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

“ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক’রে যদি সংসার ক’রতে যাও, তাহ’লে আরও জড়িয়ে প’ড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এ সব অধৈর্য্য হ’য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা ক’রবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

“তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙতে হয়। তা না হ’লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক’রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

“কিন্তু এই ভক্তি লাভ ক’রতে হ’লে নির্জনে হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি ক’রলে দই বসে না। তার পর নির্জনে ব’সে সব কাজ কেলে, দই মন্থন ক’রতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

“আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ’য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

“সংসার জল, আর মনটা ঘেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ’লে দুধে জলে মিশে এক হ’য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ’লে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না ; ভেসে থাকবে।

“সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই, টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ’তে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ ?”

মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্পূর্ণ পড়েছি, তাতে আছে “বস্তুবিচার ।”

জীরামকৃষ্ণ । হাঁ, বস্তুবিচার । এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে ! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র এই সব আছে । এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায় ?

(ঈশ্বর দর্শনের উপায়)

মাষ্টার । ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

জীরামকৃষ্ণ । হাঁ, অবশ্য করা যায় । মাঝে মাঝে নির্জুনে বাস ; তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু-বিচার ; এই সব উপায় অবলম্বন করিতে হয় ।

মাষ্টার । কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?

জীরামকৃষ্ণ । শুব ব্যাকুল হলে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায় । মাগ ছেলের জন্ত লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্ত লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদে ? ডাকার মত ডাকতে হয় । [এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

“ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্রামা থাকতে পারে ।

কেমন শ্রামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥

মন যদি একান্ত হও, জবা বিশ্বদল লও , ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে
(মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

“ব্যাকুলতা হ’লেই অরুণ উদয় হ’ল । তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন । ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন ।

“তিন টান হ’লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান । এই তিন টান যদি কা’রও এক সঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে ।

“কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে । মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে । এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয় ।

“ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক’রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখনও হেঁশালে, কখনও মাটির, উপর, কখনও বা নিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ’লে সে কেবল মিউ মিউ ক’রে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

তৃতীয় দর্শন ।

“সর্বভূতস্বাম্যানং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈকতে যোগযুক্তাস্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

(নরেন্দ্র, ভবনাত্ম, মাষ্টার)

মাষ্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন! ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্রি দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবির আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া গঁহছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইরাছে তাই ডক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। তিনিও সতামধ্যে এক পার্শে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, তক্তাসঙ্গে সহাস্ত বদমে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটা ঊনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে শুকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা

বলিতেছিলেন । নাম নরেন্দ্র । কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন । কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ । চক্ষু দুটী উজ্জ্বল । ভক্তের চেহারা ।

মাষ্টার অল্পমানে বুঝিলেন যে, কথাটী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল । যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম ধর্ম করে তাদের ঐ সকল ব্যক্তির নিন্দা করে ॥ আর সংসারে কতদুঃখ লোক আছে তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এসব কথা হইতেছে

ঈরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । নরেন্দ্র ! তুই কি বলিস্ ? সংসারী লোকেরা কত কি বলে । কিন্তু ভাখ্, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে । কিন্তু হাতী কিরে চায় না । তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'রবি ?

নরেন্দ্র । আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে ।

ঈরামকৃষ্ণ(সহাস্তে) । না রে অতো দূর নয় । (সকলের হাস্য)ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন । তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয় । বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন , তা ব'লে,বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না (সকলের হাস্য) । যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো । তার উত্তর—যারা ব'লছে 'পালিয়ে এসো', তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি ।

“একটা গল্প শোন । কোন এক বনে একটা সাধু থাকে । তাঁর অনেকগুলি শিষ্য । তিনি এক দিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার ক'রবে । এক দিন একটা শিষ্য হোমের জন্ত কাঠ আনতে বনে গিছলো । এমন সময়ে একটা রব উঠলো, ‘কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে ।’ সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালান না । সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল ; নমস্কার ক'রে স্তব স্তুতি ক'রতে লাগলো ; এ দিকে মাহুত চৌকিয়ে বসে, ‘পালাও’ ‘পালাও’ । শিষ্যটি তবুও নড়লো না । শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক'রে ভুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুড়ে কেলে দিয়ে চ'লে গেল । শিষ্য কৃতবিকৃত হ'য়ে ও অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইল ।

“এইসংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক’রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিক ক্ষণ পরে চেতনা হ’লে ওকে কেউ সিজ্ঞাসা ক’রলে, ‘তুমি হাতী আসছে শুনেও কেন চ’লে গেলে না?’ সে ব’লে, ‘গুরুদেব যে আমায় ব’লে দিহ’লেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হ’য়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে স’রে যাই নাই।’ গুরু তখন বল্লেন, ‘বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাব, অস্হত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।’ (সকলের হাস্য)।

“শাস্ত্রে আছে ‘আপো নারায়ণঃ’—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।”

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট ক’রতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ’লে কি চুপ ক’রে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস ক’রতে গেলেই, দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্ত একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উন্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

“এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটা ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল রাখালেরা দৌড়ে এসে ব’লে, ‘ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।’ ব্রহ্মচারী বলে

‘বাবা তা হোক আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি ।’ এই কথা ব’লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ’লে গেল । রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না । এ দিকে সাপটা কণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী বেই একটা মন্ত্র প’ড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প’ড়ে রইল । ব্রহ্মচারী ব’লে, ওরে ! তুই কেন পরের হিংসা ক’রে ক’রে বেড়াস, আর তোকে মন্ত্র দিব । এই মন্ত্র জ’পলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্ লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না ।’ এই ব’লে সে সাপকে মন্ত্র দিল । সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম ক’রলে, আর জিজ্ঞাসা ক’রলে, ‘ঠাকুর ! কি ক’রে সাধনা ক’রব বলুন ।’ গুরু ব’ল্লেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কা’রও হিংসা কোরো না ।’ ব্রহ্মচারী বাবার সময় ব’ল্লে, ‘আমি আবার আসবো ।’

“এই রকমে কিছু দিন যায় । রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না । ঢালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে । একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ্ ধ’রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে কেল দিলে । সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো, আর সে অচেতন হ’য়ে প’ড়লো । নড়ে না, চড়ে না । রাখালেরা মনে ক’রলে যে সাপটা ম’রে গেছে । এই মনে ক’রে তারা সব চলে গেল !

“অনেক রাতে সাপের চেতনা হ’লো । সে আন্তে আন্তে অতি কষ্টে তার গর্ভের ভিতর চ’লে গেল । শরীর চূর্ণ,—নড়বার শক্তি নাই । অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্মসার, তখন বাহিরে আহ্বানের চেষ্টায় রাতে এক একবার চ’রতে আসতো ; ভয়ে দিনের বেলা আসত না ; মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না । মাটি, পাতা, গাছ থেকে প’ড়ে গেছে এমন কল, খেয়ে প্রাণধারণ ক’রতো ।

“প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো । এসেই সাপের সন্ধান ক’রলে । রাখালেরা ব’ল্লে, সে সাপটা ম’রে গেছে । ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হ’লো না । সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ’লে দেহত্যাগ হবে না । খুঁজ খুঁজ সেই

দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো । সে গুরুদেবের আও-
রাজ শুনে গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিতাবে প্রণাম ক'রলে ।
ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা ক'রলে “তুই কেমন আছিস ?” সে ব'লে, “আজ্ঞে
ভাল আছি ।” ব্রহ্মচারী ব'লে, “তবে তুই এত রোগা হ'য়ে গিছিস
কেন ?” সাপ বলে ‘ঠাকুর ! আপনি আদেশ ক'রেছেন,—কারও
হিংসা করো না । তাই পাতাটা, কলটা খাই ব'লে, বোধ হয় রোগা
হ'য়ে গিছি !” ওর সম্বন্ধে হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ
নাই । সে ভুলেই গিছিলো যে, রাখালেরা মেরে কেলবার যোগাড়
ক'রেছিল ! ব্রহ্মচারী ব'লে, “শুধু না খাওয়া দারুন একরূপ অবস্থা
হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে চাখ্ ।” সাপটার মনে
প'ড়লো যে, রাখালেরা আছাড় মেরেছিল । তখন সে ব'লে “ঠাকুর,
মনে প'ড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল । তারা
অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও
কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট ক'রবো না, কেমন ক'রে জানবে ?”
ব্রহ্মচারী বলে, “ছি ! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা ক'রতে
জানিস্ না ; আমি কামড়াতেই বারণ ক'রেছি কোঁষ ক'রতে নয় ।
কোঁষ ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন ?”

“হুঁষ্ট লোকের কাছে কোঁষ ক'রতে হয় । ভয় দেখাতে হয়, পাছে
অনিষ্ট করে । তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট ক'রতে নাই ।

[ভিন্ন প্রকৃতি । Are all men equal ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা
আছে । জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে । বাঘের মত
হিংস্র জন্তু আছে । গাছের মধ্যে অমৃতের স্রাব কল হয় এমন আছে
আবার বিষকলও আছে । তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও
আছে ; সাধু আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীব আছে, আবার
ভক্ত আছে ।

“জীব চার প্রকার ;—বদ্ধজীব, মুমুকুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব ।

‘নিত্যজীব ;—যেমন নারদাদি । এরা সংসারে থাকে, জীবের
মজলের জন্তু—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত ।

“বন্ধুজীবন বিবরে আমন্ত্রণ প্রদান করে, কিন্তু কল্যাণকে তুলে থাকে—
তুলেও ভগবানের চিন্তা করে না । মুমুকুজীব;—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা
করে । কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ’তে পারে, কেউ বা পারে না ।

“মুমুকুজীব;—যারা সংসারে কামিনী কাকনে আঁকি নর—যেমন
সাধু মহাত্মারা ; যাদের মনে বিশ্ববুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরি-
পাদপদ্ম চিন্তা করে ।

“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে । ছ’চারটা মাছ এমন সেয়ানা
যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিতাজীবের উপমাগুলি । কিন্তু
অনেক মাছই জালে পড়ে । এদের মধ্যে কতকগুলি পালানোর চেষ্টা
করে ; এরা মুমুকুজীবের উপমাগুলি । কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে
না । ছ’চারটা ধপাৎ, ধপাৎ, ক’রে জাল থেকে পালিয়ে যায়,—তখন
জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল । কিন্তু মাছ-জালে
প’ড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না । আর পালানোর চেষ্টাও
করে না । বরং জাল মুখে ক’রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ
ক’রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মসে করে, ‘আর কোন ভয় বাই;
আমরা বেশ আছি ।’ কিন্তু জানে না যে, জেলে, হড়্, হড়্, ক’রে
টেনে আড়ার তুলবে । একই বন্ধুজীবের উপমাগুলি । . . .

[সংসারী লোক, বন্ধুজীব ।]

“বন্ধুজীবেরা সংসারের কামিনী কাকনে বদ্ধ হ’য়েছে । হাত পা
বাঁধা । আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাকনেতেই
মুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে । জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে ।
বন্ধুজীব বন্ধন মরে তার পরিবার বলে, ‘তুমি তো চ’রে, আমার-কি
ক’রে গেলে ?’ আবার এমনি জানা যে, প্রতীপটোতে বেশী সমুদ্রে
অলুয়ে বন্ধুজীব-বন্ধে, তেল পুড়ে যাবে, মলুতে কমিয়ে দাও ।’ এদিকে
মৃত্যুশয্যার শুয়ে রয়েছে ।

“বন্ধুজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না । যদি অকলস হড়, তা হ’লে
হর আবোল্ তাবোয় ফাল্গো গর ক’র, নর-মিছে কাজ করে ।
জিজ্ঞাস্য করলে বলে, আমি চুপ ক’রে থাকতে পারি না, তাই রেড়ান
বাঁধছি । হর জে, সব, ক’রে না-গেলে তল খেলছে আমার-ক’রে ।
(সকলে হেসে)

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

“বোমামজমনাদিক বেতি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংসৃতঃ স মর্ত্যেব সর্বপাটৈঃ প্রযুক্ত্যতে ॥” গীতা , ১১,৩ ।

[উপায়—বিশ্বাস ।]

একজন ভক্ত । মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অবশ্য উপায় আছে । মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা, করতে হয় । আর বিচার করতে হয় । তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও ।

“বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল । বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই ।

(কেদারের প্রতি) “বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সান্নাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল । কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল । তার সেতুর দরকার নাই । (সকলের হাস্য ।)

“বিভীষণ একটা পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটা একটা লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছিল । সে লোকটা সমুদ্রের পারে যাবে !” বিভীষণ তাকে ব'লে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চ'লে যাও , কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস ক'রবে, অমনি জলে ডুবে যাবে । লোকটা বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল । এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার চাখে । খুলে চাখে যে, কেবল স্নানস্নান লেখা র'য়েছে , তখন সে ভাবলে, এ কি ! শুধু রামনাম একটা লেখা র'য়েছে ! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল ।

“যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো,ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে,—তবুও ভগবানের এট বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে । সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ ক'রবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না । এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

[জীভ । মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য ।]

“আমি দুর্গা দুর্গা! স্বভেদে আ আমি স্বভি ।

আখেরে এ দীনে, না তার কেবনে, জানা বাবে গো নখরী ॥

নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ব্রহ্ম, হুরাগান আদি বিনাশি মারী ।

এ সব পাতক, না ভাবি ভিলেক, ব্রহ্মণস নিতে পারি ॥

[নরেন্দ্র, হোমাপাখী ।]

“এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম । ছরস্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটী ; আবার চাঁদনিতে যখন খালে, তখন আর এক মূর্তি । এরা নিত্যসিদ্ধের থাক । এরা সংসারে কখন বন্ধ হয় না । একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ’লে যায় । এরা সংসারে আসে জীবনিকার জন্য । এদের সংসারের বস্ত কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না ।

“বেদে আছে হোমা পাখীর কথা । খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে । সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে । ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিম পড়তে থাকে । ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায় । তখন ছানাটা পড়তে থাকে । পড়তে পড়তে তার চোক ফুটে যায় । তখন ছানাটা পড়তে থাকে । পড়তে পড়তে তার চোক কোটে ও ডানা বেরোয় । চোক ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে প’ড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একবারে চুরমার হ’য়ে যাবে । তখন সে পাখী মার দিকে একবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায় ।”

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন ।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া শুনার, সব তাতেই ভাল । সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক’রছিল । কেদারের কথা—
গুণো কচ্ কচ্ ক’রে কেটে দিতে লাগল ! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)

(মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে না ?

মাষ্টার । আজ্ঞে হাঁ, ইংরাজীতে স্তারশাস্ত্র (Logic) আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ্ঞা, কি রকম একটু বল দেখি ।

মাষ্টার এইবার সুক্লিপে পড়িলেন—“এক রকম আছে,

সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান, যেমন—সব মানুষ ম'রে যাবে ; পণ্ডিতেরা মানুষ ; অতএব পণ্ডিতেরা ম'রে যাবে ।

“আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—এ কাকটা কালো ; ও কাকটা কালো ; (আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো ; অতএব সব কাকই কালো ।

“কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত ক'রলে ভুল হ'তে পারে , কেননা, হয় তো খুঁজ'তে খুঁজ'তে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল । আর এক দৃষ্টান্ত,—বেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে ; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় । আরো এক দৃষ্টান্ত ;—এ মানুষটার বত্রিশ দাঁত আছে ; ও মানুষটার বত্রিশ দাঁত , আবার যে কোন মানুষ দেখছি, তারই বত্রিশ দাঁত আছে । অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে ।

“এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী শ্রায়শাস্ত্রে আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাবৃত্ত শুনিলেন মাত্র । শুনিতে শুনিতেই অশ্রু-মনস্ক হইলেন । কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ঋতিবিপ্রতিপন্ন্য তে বদা স্বাস্ততি নিশ্চনা ।

সমাধাবচনা বুদ্ধিতদা যোগমবাপ্তসি ॥ গীতা, ১, ৫০ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে’ ।]

সভাসঙ্গ হইল । ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ পাইচারি করিতেছেন । মাষ্টারও পঞ্চমটা ইত্যাদি শ্রামে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা । কিয়ৎকাল পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অঙ্কুত ব্যাপার হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন । মরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন । মাষ্টার আসিয়া গান শুনিত্তেছেন । গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন । ঠাকুরের গান

তৃতীয় দর্শন । দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মন্দিরজাদি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ । ৩৭
ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখন কোথাও শুনে নাই । হঠাৎ
ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন । ঠাকুর
দাঁড়াইয়া নিম্পন্দ, চক্কর পাতা পড়িতেছে না । নিশ্বাস প্রশ্বাস
বহিছে কি না বহিছে । জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন,
এত নাম সম্মাশ্রি । মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনে নাই ।
অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি
এতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় ? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে
এরূপ হয় । গানটি এই—

চিন্তায় অম্ম আনন্স হরি চিন্ময় নিরুপম ।

(কিবা, অল্পপমভাতি, মোহনমুরতি, ভক্তহৃদয়রজন ।

নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শলী বিনিমিত, (কিবা) বিজলি চমক,

সে রূপ আনাকে, পুনকে শিহরে জীবন ।”

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে
লাগিলেন । দেহ রোমাঞ্চিত । চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে ।
মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন । না জানি ‘কোটি শলী
বিনিমিত’ কি অল্পপম রূপ দর্শন করিতেছেন । এরই নাম কি ভগবানের
চিন্ময়-রূপ-দর্শন ? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি
ভক্তি বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয় ? আবার গান চলিতেছে ।

“হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,

দেখ শাস্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন ।”

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য । শরীর সেইরূপ নিম্পন্দ । স্তিমিত
লোচন । কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন । আর সেই
অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন ।

এইবার গানের শেষ হইল । নরেন্দ্র গাইলেন—

“চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন ।

(চিদানন্দরসে, হার রে) (প্রেমানন্দরসে)”,

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া
মাষ্টার গৃহ প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে
সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের কূট উঠিতে লাগিল ।

“প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন ।” (হরি প্রেমে-নন্দ-হয়ে) ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ দর্শন ।

বং লব্ধ। চাপরং লাভঃ মন্ততে নাধিকং ততঃ ।

যন্মিন্ স্থিতো ন হঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥” গীতা, ৬, ২২ ।

[নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে আনন্দ ।]

তাহার পরদিন ও ছুটি ছিল । বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন । মেজেতে মাহুর পাতা । সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই একজন বসিয়া আছেন । কয়টিই ছোকরা ; উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স । ঠাকুর সহাস্তবদন, ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন ।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্ত করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, ‘ঐ রে আবার এসেছে ।’—বলিয়াই হাস্ত । সকলে হাসিতে লাগিল । মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন । আগে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে । কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন । তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন—

“স্বাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল । তারপর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধ’রেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে ।” (সকলের হাস্ত) ।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, ইনি ঠিকই কথা বলিতেছেন । বাড়ীতে মাই, কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব । এখানে কে যেন টেনে আনলে ! মনে ক’রলে অস্ত্র যারগায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে ।’ এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক কষ্টিনাট

চতুর্থ দর্শন । নরেন্দ্র ও ভবনাথাদি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ । ৩৯
করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক ! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল ।
যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে ।

মাষ্টার আবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন । ভাবিতেছেন,
ইহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম ?
সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের জ্ঞান ব্যবহার করিতেছেন ?
ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার ক'রে-
ছিলেন ? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' ব'লেছিলেন ? ইনিই
কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য ব'লেছিলেন ? ইনিই কি আমায়
ব'লেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য ? ইনিই
কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে ব'লেছিলেন ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার
দেখিতেছেন । দেখিলেন, তিনি আবাক হইয়া বসিয়া আছেন । তখন
রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জাখ্, এর একটু উমের বেশী
কিনা, তাই একটু গস্তার । এর। এত হাসিখুসী ক'রছে, কিন্তু এ চূপ
ক'রে ব'সে আছে ।" মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর
হইবে ।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল । হনুমানের
পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ছিল । ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ,
হনুমানের কি ভাব । ধন মান, দেহস্থখ, কিছুই যায় না, কেবল
ভগবানকে চায় । যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন
মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো । ভাবলে
ফলের লোভে নেমে এসে অগ্নিটা যদি কেলে দেয় । কিন্তু হনুমান
ভুলবার ছেলে নয় । সে বলে—

গীত । 'শ্রীরাম কল্পভর' ।

আমায় কি ফলের অভাব ।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক-ফলের বৃক্ষ রাম ফলয়ে ॥

শ্রীরাম-কল্পভর বলে ব'লে রই—যখন যে ফল বাছা সেই ফল গ্রাণ্ট হই ।

ফলের কথা কই(বনি গো) ও ফল গ্রাহক নাই, বাব তোমের প্রতিকল যে দিবে ॥

[সমাধি-মন্দিরে ।]

ঠাকুর এই গান গাইতেছেন । আবার সেই সমাধি । আবার নিঃস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির । বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায় । ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুসী করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন । সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন ।

অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । দেহ শিথিল হইল । মুখ সহাস্ত হইল । ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতেছে । চক্ষুর কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর ‘ব্রাহ্ম’ ‘ব্রাহ্ম এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন ।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে কচ্‌কিমি করিতেছিলেন ? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক ।

ঠাকুর পূর্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের স্থায় ব্যবহার করিছেন । মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন,— “তোমরা দু’জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো ।”

মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন । দু’জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাজলাতে । ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয় । তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কুপায় এক রকম বন্ধ । আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন ? ঠাকুর আর একবার জিদ্‌ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সমকরং পরমং বেদিতব্যং, সমস্ত বিখ্যত পরং নিধানম্ ।

সমবায়ঃ শাস্ততর্কগোষ্ঠী, সনাতনস্য পুরুষোত্তমো মে ॥ গীতা ।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে । ‘আমি কে’ ?]

পাঁচটা রাজিয়াছে । তন্তু কয়টি যে বার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন । কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন । নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া ইসপুকুরের

ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন । মাষ্টার ঠাকুরবাড়ীর এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন । দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সি ডির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ; নরেন্দ্র গাড়া হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, “দাখ্, আর একটু বেশী বেশী আস্বি । সবে নূতন আস্বিস কি না । প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাশ্ব) । কেমন, আস্বি তো ? ” নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ভেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠা চেষ্টা ক’রবো ।

সকলে কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন । কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, চাষারা হাতে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু, বেণ চেনে । লাঞ্জেব নীচে হাত দিয়ে দেখে । কোনও গরু লাঞ্জে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না । যে গরু লাঞ্জে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক’রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে । নবেন্দ্র সেই গরুর জাত, ভিতরে খুব তেজ । ” এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন । আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিড়েব ফলাব, আঁট নাই, জোর নাই, ভাৎ ভাৎ করছে ।

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা কবিতাছেন । মাষ্টারকে বলিলেন, “তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ কবগে, আমায় বল্বে কি রকম ভেলে । ”

আবতি হইয়া গেল । মাষ্টার অনেকক্ষণ পর চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নবেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন । পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল । নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের । কলেজে পড়িতেছি । ইত্যাদি ।

রাত হইয়াছে মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন । কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না । তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন । তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে, বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান । খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দির মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন ।

মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জলিতেছিল । বৃহৎ নাটমন্দিরে
একটা আলো জলিতেছিল । কীণ আলোক । আলো ও
অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যে রূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে
দেখাইতেছিল ।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন । যেন মন্ত্রমুগ্ধ
সর্প । এক্ষণে সঙ্কীর্ণভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আর
কি গান হবে ?” ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, আজ আর গান
হবে না ।” এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, “তবে
এক কণ্ঠ কোরো । আমি বলবামেব বাড়ী কলিকাতায় যাবো, তুমি
যেও, সেখানে গান হবে ।”

মাষ্টার । যে আজ্ঞা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি জান ? বলরাম বন্সু ? মাষ্টার । আজ্ঞা না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বলরাম বন্সু । বোসপাড়ায় বাড়ী ।

মাষ্টার । যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা ক’রবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে) ।
আচ্ছা, তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার
কি বোধ হয় ?

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন । ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

“তোমার কি বোধ হয় ? আমার কয় আনা জ্ঞান হ’য়েছে ?”

মাষ্টার । ‘আনা’ এ কথা বুঝতে পারছি না , তবে একরূপ
জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার
ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন ।

এরূপ কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।
সদর কটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই
ফিরিলেন । আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে
আসিয়া উপস্থিত ।

ঠাকুর সেই কীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন ।
একাকী ;—নিঃসঙ্গ । পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী
বিসরণ করিতেছে ! আবছানান্দ্র্য ; সিংহ একল। থাকতে, একলা
কেঁদতে, ভালবাসে । ‘অমনপোষক !’

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার । ৪৩

অবাক্ হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আবার যে কিরে এলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, বোধ হয় বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না ; তাই, বাব না ভাবছি । এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না গো, তা কেন ? তুমি আমার নাম ক'রবে । ব'ল্বে তাঁর কাছে যাব, তা হ'লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে ।

মাষ্টার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন ।

প্রথমভাগ-দ্বিতীয়খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমাধি-অন্বিনের' ।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা । শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন । বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথা-বার্তা করিতেছেন । একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত । কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়, জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে ; চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন , কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন ।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে । ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন । সঙ্গে বিজয় । নৌকায় উঠিয়াই বাহুশূন্য । সমাধিখন্ড ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন । তিনি বেলা ৩টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন । বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহা-

দের আনন্দ , শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্তা । কেশব তাঁহার সাধু-চরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের জায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন । অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন । কেশব ইংরাজী পড়া লোক , ইংরাজী দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন , তিনি আবার দেব দেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন । এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন , এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে । তাঁহাদের মনের মিল কোন্‌ স্থানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কোতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন । ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু আবার সাকারবাদী । ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন ! খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন । কিন্তু সংসার করেন না । ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর, তাই লোকে পরমহংস বলে । এ দিকে কেশব নিরাকারবাদী , স্বী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন, সংবাদপত্র লেখেন, বিষয় কর্ম করেন ।

সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন । জাহাজের পূর্বদিকে অনতিদূরে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী । আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমাঘায়ে ছয় মন্দির । দক্ষিণপার্শ্বে ছয় শিব-মন্দির । শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে । বকুলতলার নিকট একটী, ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটী, নহবৎখানা । দুই নহবৎখানার মধ্যবর্তী উত্তানপথ , ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ । শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবী-জলে প্রতিভাসিত হইতেছে । বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব । উর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাহার তীরে আর্ধ্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন । আবার আসিতেছেন একটী

মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম । একরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্বদা ঘটে না । একরূপস্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষণহৃদয় না বিগলিত হয় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বাসাংসি জার্ণানি যথা বিহার, নবানি গৃহাতি নমোহপর্যায় ।

তথা শবোবাণি বিহার জার্ণাশ্চানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥গীতা ॥

সমাধি-অন্দিরো । আত্মা অবিনশ্বর । পণ্ডহারী বাবা ।

নৌকা আসিয়া লাগিল । সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বাস্তু । ভিড় হইয়াছে । ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশবাস্তু হইলেন । অনেক কষ্টে ছাঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল । এখনও ভাবস্থ—একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন । পা নড়িতেছে মাত্র । ক্যাবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন । কেশবা দি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন ছাঁস নাই । ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, খানকতক চেয়ার । একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন । বিজয় বসিলেন । অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন । অনেক লোকের স্থান হইল না । তাহারা বাহির হইতে উঁকি মানিয়া দেখিতেছেন । ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ । সম্পূর্ণ বাহুশূন্য । সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন ।

কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে । বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত । কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন । ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন ।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন । ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল । এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে । ঠাকুর আপনি আপনি অক্ষুণ্ণবশে বলিতেছেন, “মা, আমায় এখানে আনলি কেন । আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করিতে পারবো ?”

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তির বেড়ার ভিতরে বদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্ম, হাত পা বাঁধা ? কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিষগুলি দেখিতে পাইতেছে, আর মনে করিতেছে যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয়কর্ম, ‘কামিনী ও কাকন ?’ তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, “মা আমার এখানে আনলি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক’রতে পারব ?”

ঠাকুরের ক্রমে বাক্যজ্ঞান হইতেছে। গাজিপুরের নীলমাধব বাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, এঁরা সব পণ্ডহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, পণ্ডহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলে—“খোলটা।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

যং সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ গীতা ।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় ।

‘বালিস ও তার খোলটা।’ দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, ‘দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না ? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী ; অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে ? দেহ অনিত্য জিনিষ, এর আদর ক’রে কি হবে ? বরং যে ভগবান্ অন্তর্যামী, মানুষ্যের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত ?’

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ;—

“তবে একটা কথা আছে ! ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান । তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন । যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারে । কিন্তু তিনি তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে । ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা । (সকলের আনন্দ) ।

[এক ঈশ্বর—তাঁহাব ভিন্ন নাম । জানী, যোগী, ও ভক্ত ।]

“জানীরা ধাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান্ বলে ।

“একই ব্রাহ্মণ । যখন পূজা করে, তাঁর নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন । যে জানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয় । বিচার ক’রতে ক’রতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান । ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না । তিনি যে ব্যক্তি, (Personal God,) তা ও বলবার ঘো নাই ।

“জানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা । ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয় । জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না । ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য । আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু এ সব ঈশ্বর ক’রেছেন । তাঁরই ঐশ্বর্য তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে । আবার বাহিরে । উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হ’য়েছেন । ভক্তের সাধ যে, চিনি খায়, চিনি হ’তে ভালবাসে না । (সকলের হাস্য ।

„ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? হে ভগবন্ “তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস’, ‘তুমি মা আমি তোমার সন্তান’, আবার ‘তুমি আমার পিতা বা মাতা,’ ‘তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ’ । ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে, ‘আমি ব্রহ্ম’ ।

“যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক’রতে চেষ্টা করে । উদ্দেশ্য-জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ । যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয়

ও পরমাখ্যাত্তে মন স্থির ক'ব্তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনশ্রম হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

“কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাখ্যাত্তা”, ভক্তের ভগবান্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

হ্রমেব সৃষ্টি হং হলা বাক্যাবাক্ষরূপিনী ।

নিবাক্যাবাপি সাক্যাবা কস্তাং বেদিতুমর্হতি ॥ মহানির্বাণতন্ত্র চতুর্থোবাস, ১৫।

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়, আদ্যাশক্তির ত্রিশ্রয়্য।

এ দিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে। ঘাবেব মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারাজ্ঞ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমব পুষ্প বসিলে আব কি ভন্ ভন্ করে।

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্য-পটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিষ্কুল নীলাভ গাঙ্গবাবি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আব পৌছিল না। তাঁহার মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন,—সহাস্রবদন, আনন্দময়, প্রেমাতুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন, অঙ্কিত এক যোগী। তাঁহার মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বব্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। এদিকে ঠাকুকের কথা চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ, এ সব শক্তির খেলা। বিচার ক'ব্তে গেলে, এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু, শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।”

কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়া যাবার যো নাই। ‘আমি ধ্যান ক'রছি,’ ‘আমি চিন্তা ক'রছি, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

“তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ । এককে মানলেই আর একটাকে মানতে হয় । যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না । সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না , সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না ।

“দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো । দুধকে ছেড়ে দুধের খবলহ ভাবা যায় না । আবার দুধের খবলহ ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না ।

“তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে, ভাবা যায় না । নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না ।*

“আত্মাশক্তি লীলাময়ী , সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক’রছেন । তাঁরই নাম কালী । কালীই ব্রহ্মা, ব্রহ্মাই কালী । একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক’রছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব’লে কই । যখন তিনি এই সবকার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি । একই ব্যক্তি ; নাম রূপ ভেদ ।

“যেমন জল, ‘water’, ‘পানি ।’ এক পুকুরে তিন চার ঘাট , এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে ‘জল ।’ এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, বলে ‘পানি ।’ আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে ‘water ।’ তিনই এক ; কেবল নামে তফাৎ ! তাঁকে কেউ বলছে ‘আত্মা’ , কেউ ‘God’ ; কেউ বলছে ‘ব্রহ্ম’ , কেউ ‘কালী’ ; কেউ ব’লছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা ।” কেশব (সহাস্ত্রে) । কালী কত ভাবে লীলা ক’রছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন ।

(কেশবের সহিত কথা । মহাকালী ও সৃষ্টিপ্রকরণ)

ঐরামকৃষ্ণ(সহাস্ত্রে) । তিনি নানাভাবে লীলা ক’রছেন । তিনিই মহাকালী, মিত্যকালী, অশানকালী, স্বপ্নাকালী, স্খামাকালী । মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তত্ত্বে আছে । যখন সৃষ্টি হয় নাই , চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় অঁধার , তখন কেবল আ নিরাকার। মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক’রছিলেন ।

* নিত্য—The Absolute লীলা—The Relative phenomenal world.

“শ্রীমাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাতয়দারিনী । গৃহস্থ-বাড়ীতে তাঁরি পূজা হয় । যখন মহামারী, হুঁভিষ্ক, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা ক’রতে হয় । শ্রীশ্রীমাকালীর সংহার মূর্তি । শব, শিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে, শ্রীশ্রীমাকালীর উপর, থাকেন । রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ । যখন জগৎ নাশ হয়, মহা প্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন । গিল্লির কাছে যেমন একটা শ্রীমাকালীর হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিল্লি পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে । (কেশবের ও সকলের হস্ত) ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্র) । হ্যা গো । গিল্লিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে । ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শলা বীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি, এষ্ট সব বাখে, দরকার হ’লে বার করে । মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ বকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন । সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন । জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন । বেদে আছে ‘উর্ণনাভি’র কথা ; মাকড়সা আর তার জাল । মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা’র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে । ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় ছই ।

[‘কালীত্রয়া,’ —কালী নিৰ্গুণা ও সত্ত্বা ।]

“কালী কি কালো ? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয় ।

“আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ । কাছে ছাখো, কোন রং নাই ! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো,—রং নাই ।”

এই কথা বলিয়া প্রেমোদ্রুত হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গাম ধরিলেন—
মা কি আমার কালো বে । কালরূপ দিগম্বরী, জগৎপয় কবে আলো রে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ত্রিভুত্বৈর্ভাবৈবেতিঃ সৰ্বমিদং জগৎ ।

মোহিতঃ নাভিজানাতি মামেত্যঃ পবনব্যয়ম্ । গীতা, ৭ ১৩ ।

(এ সংসার কেন ?)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি) । বন্ধন আর মুক্তি ; ছায়েব কণ্ঠাহ

তিনি । তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনীকাননে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত ? তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিনী তারিণী' ।

এই বলিয়া গন্ধর্ব্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন ।

“শ্যামা মা উড়াচ্ছে ছুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
আশা বান্ধু ভরে উড়ে, বাঁধা তা'হে মায়া দড়ী ॥ কাক গণ্ডি মণ্ডী
গাঁথা পঙ্করাদি নানা নাড়ী । ঘুড়ি স্বপুণে নির্মাণ করা কারিগিরি
বাড়াবাড়ি ॥ বিষয়ে মেজেছ মায়া, কর্কশা হ'য়েছে দড়ী । ঘুড়ি
লঙ্কের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥ প্রসাদ
বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি । ভব সংসার সমুদ্র পারে
পড়'বে গিয়ে তাডাতাড়ি ।’

“তিনি লীলাময়ী ; এ সংসার তাঁর লীলা । তিনি ইচ্ছাময়ী,
আনন্দময়ী ! লঙ্কের মধ্যে এক জনকে মুক্তি দেন ।”

ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত ক'রতে
পারেন । কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর ইচ্ছা । তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা
করেন । বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌদাদৌড়ি ক'রতে হয় না ;
সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয় ? সকলেই ছুঁয়ে
ফেলে বুড়ী অসম্বস্ত হয় ! খেলা চলে বুড়ির আহ্লাদ । তাই ‘লঙ্কের
দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি ।’ (সকলের আনন্দ ।)

“তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে ব'লে দিয়েছেন, ‘যা, এখন
সংসার ক'রগে যা ।’ মনের কি দোষ ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে
মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয় ।
তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয় ।”

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান ক'রে গাইতেছেন ।

“আমি ত্রি খেদে খেদ বক্সি । তুমি মাতা থাকতে আমার
জাগাধরে চুরি ॥ মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি ; আমি
বুঝিছি জেনেছি, আশর পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরী ॥ কিছু দিলেনা পেলেনা,
নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি । যদি দিতে পেতে, নিতে, খেতে দিতাম
পাওয়াতাম তোমারি ॥ নশ, অপবন, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি । (ধূপো)

রসে থেকে বস ভঙ্গ, কেন রসেবসি ॥ প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেবি আঁখিঠারি ।
(ওমা) তোমার হৃদি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

“তঁারই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হ’য়েছে । প্রসাদ বলে,
‘মন দিয়েছ মনেবি আঁখিঠারি’ ।

[কর্মস্বোগ সম্বন্ধে শিক্ষা । সংসার ও নিষ্কাম কর্ম ।]
ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয়, সব ত্যাগ না ক’রলে ঈশ্বরকে পাওয়া
যাবে না ?

ঐশ্বর্যামকথ (সহাস্ত্রে) । নাগো । তোমাদের সব ত্যাগ ক’রতে
হবে কেন ? তোমরা রসে বসে বেশ আছো । সারে মাতে ! (সকলের
হাস্ত) তোমরা বেশ আছো । নল খেলা জান ? আমি বেশি কাটিয়ে
অলে গেছি । তোমরা খুব শেয়ানা । কেউ দশে আছো ; কেউ ছয়ে
আছো ; কেউ পাঁচে আছো । বেশি কাটাও নাই ; তাই আমার মত
অলে যাও নাই । খেলা চলছে । এতো বেশ ! (সকলের হাস্ত ।)

“সত্য বলছি, তোমরা সংসার ক’রছো, এতে দোষ নাই । তবে
ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে । তা না হ’লে হবে না । এক হাতে
কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ’রে থাকো । কর্ম শেষ হ’লে
দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে ।

‘মন নিয়ে কথা । মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত । মন যে রঙ্গে
ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপবে । যেমন ছোপাঘরের কাপড় । লালে
ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ । যে
রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই ছুপবে । দেখনা, যদি একটু ইংরাজী পড়,
তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে ! ফুটকাট ইটমিট (সকলের
হাস্ত) ! আবার পায়ে বুটজুতা, শিফ্ দিয়ে গান করা ; এই সব এসে
ছুটবে । আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়বে ।
মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা, হ’য়ে
যাবে । যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা এই সব হবে ।

“মন নিয়েই সব । এক পাশে পরিবার, এক পাশে সম্ভান !
এক ভ্রমকে এক ভাবে, সম্ভানকে আর এক ভাবে, আদর করে ।
কিন্তু একই মন !”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি বা শুচ ॥ গীতা ১৮, ৬৬

ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ । ঋষ্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ ।

ঈরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) । মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত । আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান ; রাজাধিরাজের ছেলে , আমায় আবার বাঁধে কে ? যদি সাপে কামড়ায়, ‘বিষ নাই’ জোর ক’রে বলে বিষ ছেড়ে যায় ! তেমনি ‘আমি বন্ধ নই, আমি মুক্ত’ এই কথাটা রোক ক’রে বলতে বলতে তাই হ’য়ে যায় । মুক্তই হ’য়ে যায় ।

[পূর্বকথা — ঈরামকৃষ্ণের Bible শ্রবণ । কৃষ্ণকিশোরের বিবাহ ।]

“ঈষ্টানদের এক খানা বই এক জন দিলে । আমি পড়ে শুনাতে ব’ল্‌লুম । তাতে কেবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ !’ (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ‘পাপ’ । যে ব্যক্তি ‘আমি বন্ধ’, ‘আমি বন্ধ’, বার বার বলে, সে খালা বন্ধই হ’য়ে যায় । যে রাত দিন ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ এই করে সে তাই হ’য়ে যায় ।

“ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি ! আমি তাঁর নাম ক’রেছি আমার এখনও পাপ থাকবে । আমার আবার পাপ কি । আমার আবার বন্ধন কি । কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ , সে বৃন্দাবনে গি’ছিল ! একদিন ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল । একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে । তাকে বলে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্ ? তুই কি জাত ? সে বলে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত ; মুচি । কৃষ্ণকিশোর ব’লে, তুই বল শিব । নে, এখন জল তুলে দে ।

“ভগবানের নাম করলে মাছুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ’য়ে যায় ।

“কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন ? এক বার বল,

যে, অস্তায় কৰ্ম যা ক'রেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।” (ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে আমি আমি।

আখেরে এ দীনে, না তারো কেননে, জানা যাবে গো শরীরী ॥ (৩৫ পৃষ্ঠা)

“আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়ে ছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; ব'লেছিলাম, মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, এই নাও শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।” (ব্রাহ্মভক্তদের, প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

গান। আনন্দের মন বেড়াতে যাবি।

কালীকন্নতকম্বুলে মৈ মন চারি ফল কুডারে পাবি ॥ প্রবৃষ্টি নিবৃষ্টি জায়া, তার নিবৃষ্টিরে মনে লবি। ওরে বিবেক নামে তাব বেটা, তব্বকথা তার স্মধাবি ॥ শুচি অশুচিরে লরে দিব্য ধরে কবে শুবি। যখন চুই সতীনে পীরিত হবে তখন জ্ঞান মাকে পাবি ॥ অহঙ্কার অবিশ্বাস তোর, পিতা মাতার তাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ গর্ভে টেনে লয়, দৈর্ঘ্যধোটা ধ'রে র'বি ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ খোটার বেঁধে ধুবি। যদি না মানে নিবেশ, তবে জ্ঞানধ্বজ বহি দিবি ॥ প্রথম ভাব্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিদ্ধ মাঝে ডুঝাইবি ॥ প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি ॥

“সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনকের হ'য়েছিল। সংসার খোকার টাটি'প্রসাদ বলেছিল; তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিজ্ঞান ক'রলে—

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাট আর মজা লুটি। জনক রাজা মহাজ্ঞানী, তার কিসে ছিল কুটি, সে যে এদিক ওদিক হুদিক রেখে, ধেরেছিল চখের বাটি। (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনকবাজা। গৃহস্থের উপায়—নির্জনে বাস ও বিবেক।]

“কিন্তু কসু করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্বী ক'রেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার

নির্জনে-বাস ক’রতে হয় । সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগ-
বানের জন্ত তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল । এমন কি, অবসর পেয়ে
এক দিনও নির্জনে তাঁব চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল । লোক
মাগ ছেলের জন্ত একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদছে বল ? নির্জনে
থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্ত সাধন করতে হয় । সংসারের
ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক
ব্যাঘাত হয় । ফুটপাতের গাছ, যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে
ছাগল গকতে খেয়ে ফেলে । প্রথমাবস্থায় বেড়া, গুঁড়ি হলে আর
বেড়ার দরকার থাকে না । গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না ।

‘‘রোগী হ’চ্ছে বিকার । আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই
ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল । যদি বিকারের রোগী আরাম
করতে চাও, ঘর থেকে ঠাই নাড়া ক’রতে হবে । সংসারী জীব বিকা-
রের রোগী, বিষয়, জলের জালা, বিষয়ভোগতৃষ্ণা, জলভৃষ্ণা । আচার
তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না, এরূপ
জিনিষও ঘরে রয়েছে । যোষিৎসঙ্গ, তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার ।

‘‘বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক’বে সংসার কত্তে হয় । সংসার সমুদ্রে
কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে । হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে
কুমীরের ভয় থাকে না । বিবেক বৈরাগ্য হলুদ । সদস্য বিচারের নাম
বিবেক । ঈশ্বরই সঙ্গ, নিত্যবস্তু । আর সব অসৎ, অনিত্য, দুইদিনের
জন্ত । এইটী বোধ । আর ঈশ্বরে অমুবাগ । তাঁর উপর টান—ভাল-
বাসা । গোপীদের কুঞ্জের উপর যেকোন টান ছিল একটা গান শোন ।

[আর উপায় - ঈশ্বরে অমুবাগ । গোপীদের মত টান বা রেহ ।]

গান । বংশী বাজিল ঐ বিপিনে । (আমার তো না গেলে নয়) (ভ্রাম পথে
দাঁড়ারে আছে) । তোরা যাবি কি না যাবি বল গো ॥ তোদের শ্যাম কথার
কথা । আমার শ্যাম অন্তরের বাথা (সই) ॥ তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে ।
বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে ॥ শ্যামেব বাঁশী বাজে, ‘বেরাও রাই । তোমা
বিনা কুঞ্জের শোভা নাই’ ॥

ঠাকুর অক্ষপূর্ণনয়নে এই গান গাহিতে গাহিতে কেশবাদি তত্ত্ব-
দের বলেন, ‘‘রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও ,

ভগবানের জন্তু কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সংনির্যমোস্ত্রিগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্তবস্তি যামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ । গীতা ।

ভাঁটা পড়িয়াছে। আয়েয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাণ্ডেনকে ছকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতোছেন। কোন দিক্ দিয়া সময় যাইতেছে, হুস্ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ি আয়োজন ক’রে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। তখন যেন দুই জন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিবেন। ‘সর্বভূতহিতেরত’।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেন শিবরামের যুদ্ধ। (হাস্ত)। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিছকিচী আর আর মেটে না। (উচ্চ হাস্ত)। আপনার লোক। তা এরূপ হ’য়ে থাকে লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রেছিলেন। আবার জানো মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে? মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর একটি দরকার (সকলের হাস্ত)। তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান্ নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটীলেকুটীলের কি দরকার?

জটীলে কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না ! (সকলের হাস্য)
জটীলে কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না ! (উচ্চ হাস্য) ।

“ব্রাহ্মানুজ্ঞ বিশিষ্টাঐত্ববাদী । তাঁর গুরু ছিলেন অঐত্ববাদী ।
শেষে দুজনে অমিল । গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করিতে লাগল ।
এরূপ হয়েই থাকে । যাই হোক, তবু আপনার লোক ।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

পিতাতি লোকস্ত চবাচরস্ত, স্বমস্ত পুঙ্খান্চ গুৰ্গবীরান্,

ন হংসমোহন্তাত্যধিকঃ কুতোশ্চো, লোকএয়েংপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ গীতা ।

কেশবকে শিক্ষা, গুরুগিনি ও ব্রাহ্মসমাজ ;

গুরু এক সচ্চিদানন্দ ।

সকলে আনন্দ করিতেছেন । ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, “তুমি
প্রকৃতি দেখে শিষ্য কবো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় ।

“মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি । কাক
ভিতর সহগুণ বেনী, কাক রজোগুণ বেনী, কাক তমোগুণ । পুলিগুলি
দেখতে সব এক রকম । কিন্তু কাক ভিতর ক্ষীরের পোর, কাক ভিতর
নারিকেলের চাই, কাক ভিতর কলায়ের পোর । (সকলের হাস্য) ।

“আমার কি ভাব জানো ? আমি খাই দাই থাকি, আর সব
জ্ঞা জানে । আমার তিন কথা, হ গায়ে কাটা বেঁধে । গুরু, কৰ্ত্তা
আর বাবা ।

“গুরু এক সচ্চিদানন্দ । তিনিই শিক্ষা দিবেন । আমার
সম্মান ভাব । মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ । সকলেই গুরু হ'তে
চায় । শিষ্য কে হ'তে চায় ?

“লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন । যদি তিনি সাক্ষাৎকার হয়
আর আদেশ দেন, তা'হলে হ'তে পারে । নারদ গুরুদেবদিগের
আদেশ হ'য়েছিল । শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল । আদেশ না হ'লে
কে তোমার কথা শুনবে ? কল্কাতার ছজুগ তো জানো ! যতক্ষণ
কাঠে আল, দুধ ফোস করে কোলে । কাঠ টেনে নিলে কোথাও
কিছু নাই । কল্কাতার লোক ছজুগে ! এই এখনটায় কুরা
খুঁড়ছে ।—বলে জল চাই । সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে ।

আবার এক জারগায় খুঁড়তে আরম্ভ ক'রলে । সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে ! আর এক জারগায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো ! এই রকম !

“আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না । তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন । তখন আদেশ হ'তে পারে । সে কথার জোর কত ? পর্বত টলে যায় । শুধু লেকচার ? দিন কতক লোক শুনবে, তার পর ভুলে যাবে । সে কথার অনুসারে কাজ করবে না ।

[পূর্ব কথা—ভাব-চক্ষে হালদার পুকুর দর্শন ।]

“ও দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে । পাড়ে রোজ সকাল বেলা বাহে করে রাখতো ! যারা সকাল বেলা আসে, খুব গালাগাল দেয় । আবার তার পর দিন সেইরূপ । বাহে আর ধামে না । (সকলের হাস্য) । লোকে কোম্পানিকে জানালে । তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিল । সেই যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, ‘বাহে করিও না’ তখন সব বন্ধ ! (সকলের হাস্য) ।

“লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই । না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে । আপনারই হয় না, আবার অল্প লোক ! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে ! (হাস্য) । হিতে বিপরীত । ভগবান লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায় । উপদেশ দেওয়া যায় ।

[‘অহঙ্কারবিসৃচ্ছা কর্ত্তাহং ইতি মন্ত্রতে,’—গীতা ।]

“আদেশ না থাকলে ‘আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি’ এই অহঙ্কার হয় । অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে । অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা । ‘ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু ক'রছি না’, এ বোধ হ'লে তো সে জীবমুক্ত । ‘আমি কর্ত্তা’ ‘আমি কর্ত্তা’, এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি ।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

তদ্বাদসক্ৰঃ সত্ততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তোহাচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুৰুষঃ ॥ গীতা ।

[কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কৰ্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) । তোমরা বলো, ‘জগতের

উপকার' করা । জগৎ কি এতটুকু গা ! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে ? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো । তাঁকে লাভ করো । তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত ক'রতে পারো । নচেৎ নয় ।

একজন ভক্ত । যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কৰ্ম্ম ত্যাগ করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; কৰ্ম্মত্যাগ ক'রবে কেন ? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কৰ্ম্ম, এ সব ক'রতে হবে ।

ব্রাহ্মভক্ত । সংসারের কৰ্ম্ম ? বিষয় কৰ্ম্ম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তাও ক'রবে, সংসার যাত্রার জন্য যে টুকু দরকার । কিন্তু কোঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রতে হবে, যাতে ঐ কৰ্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায় । আর ব'লবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কৰ্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে বেশী কৰ্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই । মনে করছি নিষ্কাম কৰ্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে । হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'রতে গিয়ে লোক-মায়া হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে পড়ে ।

[পূৰ্ণ কথা — শঙ্কু মল্লিকের সহিত দানাদি কৰ্ম্মকাণ্ডের কথা ।]

“শঙ্কু অল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুৰ্ণীর কথা বলেছিল । আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয় সেটাই নিষ্কাম হ'য়ে ক'রতে হয় । ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, — ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয় । কালীঘাটে দানই কৰ্ত্তে লাগলো ; কালীদর্শন আর হলো না ! (হাস্ত) । আগে যো সো ক'রো, থাকে খুঁকি খেয়েও কালী দর্শন কৰ্ত্তে হয়, তারপর দান যত করো, আর না করো । ইচ্ছা হয় খুব করো । ঈশ্বর লাভের জন্যই কৰ্ম্ম । শঙ্কুকে তাই বলুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি ব'লবে কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিম্পেলারি করে দাও ? (হাস্ত) । ভক্ত কখনও তা বলে না । বরং বলবে 'ঠাকুর ! আমার পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সৰ্ব্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও ।

“কৰ্ম্মযোগ বড় কঠিন । শাস্ত্রে যে কৰ্ম্ম করতে ব'লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন । অন্নগতপ্রাণ । বেশী কৰ্ম্ম চলে না । শর

হ'লে কবিরাজী টিকিৎসা ক'রতে গেলে এ দিকে রোগীর হ'য়ে যায়।
 ঘেন্দী-দেবী সন্ন না। এখন ডি, শুণ্ডা কলিযুগে ভক্তিয়োগ, ভগবানের
 নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিশোভাই যুগধর্ম। (ব্রাহ্ম-
 ভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিয়োগ, তোমরা হরি নাম কর,
 মাগের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটা বেশ।
 বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ
 ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি
 (Person) বলো এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে
 তাঁকে অবশ্য পাবে।”

দশম পরিচ্ছেদ ।

সুরেন্দ্রের বাড়ী নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে ।

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার
 উত্তোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজা-
 গরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষে কোমুদীর লীলাভূমি হই-
 য়াছে! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ত গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল।
 কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও দু'একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়ীতে
 উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতৃপুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের
 সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি
 কৈ—অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া
 উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে
 যাবে? সকলে গাড়ীতে বসিলে পর, কেশবভূমিষ্ট হইয়া ঠাকুরেরপদ
 ধূলিগ্রহণ করিলেন! ঠাকুরও সন্তোষে সম্ভাষণ করিয়া বিদায়দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের
 দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে; অট্টালিকাগুলি
 খেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিভ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাম্পীয়
 দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়ম, পিয়ানো সংযোগে
 ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে
 করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বলেন, “আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, কি
 হইবে? কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের (Indian Club)

নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন । ঠাকুর সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন ; গ্লাসটি ধোয়া তো ? নন্দলাল বল্লেন, হাঁ । ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন ।

বালকের স্বভাব । গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোক জন, গাড়ী ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন । সকল তাতেই আনন্দ ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন । ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল । ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন । সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত ।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়ীতে নাই । তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন ।

বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন ।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে । কে দিবে ? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত । ঠাকুর এক জন ভক্তকে বল্লেন, ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না । ওবা কি জানে না, ওদের ভাতারবা যায় আসে । (সকলের হাস্য) ।

সুরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন । ঠাকুর সুরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন । এদিকে বাড়ীর লোকেরা ছতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন । ঘরের মেজতে চাদর পাতা, দু চারটা তাকিয়া তার উপর ; কক্ষ প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (Oil Painting) যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয় । আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় ।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্তে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন । তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল । তিনি বলিলেন, “আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে ক’রে বেড়াতে গিছিলাম । বিজয় ছিল, এরা সব ছিল । মাষ্টারকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায় খিয়ে মঙ্গলবার, আর জটীলে কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না , এই সব কথা । (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?” মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ ।।

রাত্রি হইল, তবু নরেন্দ্র কিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, আর দেৱী করা যায় না। রাত সাড়ে দশটা। রাত্তায় টাদের আলো।

গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও নাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রথমভাগ-দ্বিতীয়খণ্ড।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি
ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

উৎসব অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রায় চল্লিশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীয়া তিথি।

আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা, ৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব দিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে, কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, ভক্তসঙ্গে টীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

সিঁতি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে উদ্যানবাটীটা মনোহর বলিয়াছি। স্থানটা অতি নিভৃত।

ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । উজ্জানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন । একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে । এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন । তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন । আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন । বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সংকীৰ্ত্তন শুনিতে ও দেবছল্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন !

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোক সমাকীর্ণ হইয়াছে । কেহ লতা-মণ্ডপছায়ায় কাষ্টাসনে উপবিষ্ট । কেহ বা সুন্দর বাগীতটে বন্ধু-সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন । অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূৰ্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন । উজ্জানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান । প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে । চতুর্দিক আনন্দ পরিপূর্ণ । শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে । উজ্জানের বৃক্ষলতাগুল্য মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে । আকাশ, জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা যেন একতানে শান করিতেছে—

“জাগ্রি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে ।

সকলেই যেন ভগবদর্শন-পিপাসু । এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সন্মুখে উপস্থিত হইল ।

সকলেই গাত্ৰোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন । তিনি আসিয়াছেন ! চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতেছে ।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে । সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ । সন্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক । আর দালানেব দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—

সে ঘরেও লোক,—বরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরস্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২৩টা বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোকে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে হুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অত্যাৰ্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে কেহ বিষয়-কর্ণেব কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ভ্রূপসিন উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া অনন্তমন হইয়া একদৃশে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্পপরিভ্রমণকারী ষট্পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অল্প কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মাঞ্চ ঘোহব্যতিচারেণ ভক্তিবোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমগ্রীভ্যতান্ ব্রহ্মভূয়াং কল্পতে । গীতা ।

ভক্ত-সম্ভাষনে ।

সহস্র বদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, এই যে শিবনাথ! দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর এক জন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুসী হয়। হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে। (শিবনাথের ও সকলের হাত)।

[সংসারী লোকের স্বভাব । নাম মাহাত্ম্য ।]

ঐরামকৃষ্ণ । যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, “তোমরা একটু এখানে গিয়ে বস ।” অথবা বলি, যাও বেশ বিস্তারিত (রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল) দেখগে (সকলের হস্ত) ।

“আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে । তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি । ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না । ওরা হয়ত আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা ব’লছে । এদিকে এরা আর ব’সে থাকতে পারে না, ছট্‌ফট্‌ ক’রছে । বার বার কাণে কাণে কিস্ কিস্ ক’রে ব’লছে, ‘কখন যাবে,—কখন যাবে ।’ তারা হয়ত বলে, ‘দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব ।’ তখন এরা বিরক্ত হ’য়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি । (সকলের হস্ত) ।

“সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক’রে ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না । তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌড়ান্বিতাই ছুই তাই মিলে পরামর্শ ক’রে এই ব্যবস্থা ক’রেছিলেন—‘মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল’ । প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরি বোল ব’লতে যেতো । হরিনামসুখার একটু আশ্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে ‘মাগুর মাছের ঝোল’ আর কিছুই নয়, হরি প্রেমে যে অক্ষপড়ে তাই, ‘যুবতী মেয়ে’ কিনা—পৃথিবী । ‘যুবতী মেয়ের কোল’ কি না—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি ।

“নিতাই কোন রকমে ইন্দ্রিয়ান্বিত করিয়ে নিতেন । চৈতন্যদেব ব’লেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য । শীঘ্র ফল না হ’তে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে । যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভুমিসাৎ হ’য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ’ল ও তার ফলও হ’ল ।

[মহাশক্তিপ্রকৃতি ও গুণত্রয়,—ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ।]

ঐরামকৃষ্ণ । যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে ।

“সংসারীর সম্বন্ধে কি রকম জান ? বাড়ীটা এখানে ভাল, ওখানে ভাল।—মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হার্প্ছে। উঠানে সেওলা প’ড়েছে, হাঁস নাই। আসবাবগুলো পুরানো, কিট্-কাট্ করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হ’লেই হলো। লোকটা খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কার কোনও অনিষ্ট করে না।

“সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটা। বাড়ীর আসবাব খুব ফিট কাট। দেওয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটা চুপকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এমনি এমনি সব।

“সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিজা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

“আর ভক্তির লক্ষণ আছে। যে ভক্তের সম্বন্ধে আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন বৃষ্টি রাতে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে এত দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত ; শাকার পেলেই হ’ল ! খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সম্বন্ধী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক’রে ধন লয় না।

“ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, ক্রান্তাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটা সোণার দানা (সকলের হস্ত)। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় প’রে পূজা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কৈব্যাং মান্ন গমঃ পার্শ্ব নৈতৎ স্বরূপপদ্যভে ।

স্বরূপং কদম্বদৌর্জল্যং ত্যক্তে, ভিত্তি পরম্পর ॥ গীতা ।

ঐশ্বর্যামক । ভক্তির স্তমঃ বার হয়, তার বিশ্বাস অলস ।

ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক’রে ধন কেড়ে লওয়া। ‘মারো কাটো বাঁধো’ ! এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ধাক্কুর ঈর্ষদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাত্ত্ববিকর্ষে গাহিতেছেন —:

গঙ্গা গঙ্গা প্রভাসানি কালী কালী কেবা চায় ।

কালী কালী ব'লে আমার অঙ্গণা যদি ফুরায় ॥ জিসক্যা বে বলে কালী,
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় । সন্ধ্যা তার সন্ধানে করে কতু সন্ধি নাহি পায় ॥ দয়া
ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয় । মদনের বাগ বহু, ব্রহ্মবীরী রাজা পায় ।
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তার । দেবাদিদেব মহাদেব ধীর
পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতেছেন ।

[নাম -মাহাত্ম্য ও পাপ । তিন প্রকার আচার্য্য ।]

গান । আমি দুর্গা দুর্গা বলে আ যদি অন্তি ।

আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শরীরী ॥ (৩৫ পৃষ্ঠা)

“কি ! আমি তাঁর নাম ক'রেছি—আমার আবার পাপ ! আমি
তাঁর ছেলে ! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী !” এমন রোক হওয়া চাই !

“তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয় । তাঁর কাছে
জোর কর ; তিনি ত পর নন, তিনি আপনার লোক ।

“আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার
করা যায় । বৈদ্য তিন প্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম
বৈদ্য । যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে,’ এই কথা ব'লে
চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয়
না । যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট
কথাতে বলে, ‘ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে !
লক্ষ্মীটা খাও’ আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও’—সে মধ্যম বৈদ্য ।
আর যে বৈদ্য, রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে,
জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য । এই বৈদ্যের তমো-
গুণ, এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না ।

“বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার । ধর্ম্মোপদেশ দিবে
শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না ; সে আচার্য্য অধম । যিনি
শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশ-
গুলি ধারণা কর্তে পারে, অনেক অল্পনয় বিনয় করেন, ভালবাসা
দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য । আর যখন শিষ্যরা

কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” । তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ।

ব্রহ্মোক্ত প্রকল্প মুখে বলা যায় না ।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর ইতি করা যায় না । তিনি নিরাকার আবার সাকার । ভক্তের জন্য তিনি সাকার । যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদেব স্বপ্নবৎ মনে হ’য়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার । ভক্ত জানে আমি একটা জিনিষ, জগৎ একটা জিনিষ । তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ‘ব্যক্তি’ (Personal God) হ’য়ে দেখা দেন । জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে । বিচার ক’বে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, ‘আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ ।’ জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে । তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না ।

“কি রকম জ্ঞান ? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ’য়ে যায়—বরফ আকাবে জমাট বাঁধে । অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধ’রে থাকেন । জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে, সে বরফ গ’লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব’লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না । কি তিনি মুখে বলা যায় না । কে ব’লবে ? যিনি বলবেন, তিনিই নাই, তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না ।

“বিচার করতে করতে আমি টামি আর কিছুই থাকে না । প্যাঞ্জের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা । এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না ।

“যেখানে নিজের ‘আমি’ খুঁজে পাওয়া যায় না । আর খুঁজেই বা কে ?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব’লবে !

একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গি'ছিল । সমুদ্রে ঘাই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল । তখন খবর কে দিবেক ?

“পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মাম্বুচ চুপ হ'য়ে যায় । তখন আমিরূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না ।

“বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে কড়্ কড়্ ক'রে তর্ক করে । শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায় । কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না । যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ ।

“আগেকার লোকে বলতো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে ফেরে না ।

[‘আমি’ কিন্তু যায় না ।]

“আমি ম'লে ঘুটিবে জঞ্জাল’ (হাস্ত) । হাজার বিচার কর, ‘আমি’ যায় না । তোমার আমার পক্ষে ‘ভক্ত আমি’ এ অভিমান ভাল ।

“ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম । অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হ'য়ে, রূপ হ'য়ে, দেখা দেন । তিনিই প্রার্থনা শুনে । তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁহাকেই কবো । তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও ; তোমরা ভক্ত । সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না । ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি ।

“ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায় ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ভক্ত্যা বনন্তরা শব্দঃ অহমেবংবিবোধার্জন ।

জাতুং জট্টক তথেন প্রবেষ্টক পবন্তপ ॥ শ্লো ১ ।

ঈশ্বরদর্শন । জ্ঞানকান্দ না মিত্রাকান্দ ।

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয়, ঈশ্বরকে কি দেখা যায় ? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন ?’

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায় । তা তোমার বুঝাব কেমন ক'রে ?

ব্রাহ্মভক্ত । কি উপায়ে দেখা যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্ম কঁাদতে পার । লোকে ছেলের জন্ত, স্ত্রীর জন্ত, টাকার জন্ত, এক ঘটি কঁাদে ! কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কঁাদছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না বাবা বাড়ীর কাজ সব করে । ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কঁাদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুড়্-ছুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয় ।

ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয় ! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন ? কেউ বলে, সাকার,—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকার-বাদীদের নিকট নানারূপের কথা শুন্তে পাই । এত গণ্ডগোল কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যে ভক্ত বেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে । বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই । তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করিতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন ! সে পাড়া-তেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন ক'রে ?

“একটা গল্প শুন । একজন বাহ্যে গিছিল । সে দেখলে যে গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে । সে এসে আর একজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটা মুল্লুর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম । লোকটা উত্তর করলে, ‘আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখিছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন ? সে যে সবুজ রঙ !’ আর একজন বললে, ‘না না—আমি দেখেছি ; হলুদে ।’ এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ললে, না করুদা, বেগুনী, নীল, ইত্যাদি । শেষে ঝগড়া । তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে । তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলুদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয় । বহুরূপী । আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই । কখনও সগুণ কখনও নিগুণ ।

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জ্ঞান্বে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নিগুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অগ্নি লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

“কবীর ব’লতো, ‘নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।’

“ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্ত তিনি রামরূপ ধ’রেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্রামরূপের ব্যাখ্যা। ‘অনন্ত’কে—জানা যায় না।]

“বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ-উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপবৃত্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব’লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের ‘আমি’ অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্রামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব’লে। দূরে ব’লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক’রতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্রামরূপ শ্রামবর্ণ কেন? সেও দূর ব’লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক’রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

“তাই বলছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নিগুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজেকে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য! ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই হৃদয়ভেদ মানুষজনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদ-পদ্মে যেন ভক্তি হয়।

“যদি আমার এক বটা জলে তৃষ্ণা যায়, গুরুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার ? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—তু ফির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার ? অনন্তকে জ্ঞানার দরকারই বা কি !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

যদ্ব্যবহিত্তিরেব তাদাত্ত্বত্বশ্চ মানবঃ ।

আত্মত্বেব চ সমুৎপত্ত্য কার্যং ন বিস্মতে ॥ গীতা ।

ঐশ্বরলাভের লক্ষণ । সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান ।

“বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা রকম অবস্থা বর্ণনা আছে ! জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ । বিষয় বুদ্ধি—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না । এ পথ কলিম্বুগেন্দ্র পক্ষে নহয় ।

“এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমিন্দ্র (Seven Planes) কথা আছে । এই সাত ভূমি মনের স্থান । যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান । মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে ! মনের চতুর্থ ভূমি, হৃদয় । তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে । আর চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয় । তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, ‘একি !’ ‘একি !’ তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না ।

“মনের পঞ্চম ভূমি, কণ্ঠ । মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিজ্ঞা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঐশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্তে বা বলতে ভাল লাগে না । যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায় ।

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল । মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন হয় । তখনও একটু ‘আমি’ থাকে । সে ব্যক্তি সেই নিরূপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু পারে না । যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম ; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না ।

“নিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্ম-জ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থার শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহা স কিছু খেতে পারে না, মুখে হুখ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি হলে কৰ্ম ত্যাগ। পূৰ্বকথা—ঠাকুরের তর্পণাদি কৰ্ম ত্যাগ।]

“আমায় এক জন ব’লেছিল, মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

“সমাধি হ’লে সব কৰ্ম ত্যাগ হ’য়ে যায়। পূজা জপাদি কৰ্ম, বিষয়কৰ্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কৰ্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কৰ্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হ’য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ ভূমি সভায় আসনি তোমাব নাম, গুণ, কথা, অনেক হ’য়েছে। যাই ভূমি এসে প’ড়েছ, অমনি সেসব কথা বন্ধ হ’য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, এই যে শিবনাথ বাবু এসে-ছেন; তোমার বিষয়ে অস্ত্র সব কথা বন্ধ হ’য়ে যায়।

“আমাব এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গ’লে প’ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কঁদতে কঁদতে জিজ্ঞাসা ক’রলাম, দাদা একি হ’ল! হলধারী বললে, একে ‘গলিতহস্ত’ বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কৰ্ম থাকে না।

“সকীর্তনে প্রথমে বলে, ‘নিতাই আমার মাতাহাতী’!—‘নিতাই আমার মাতা হাতী! ভাব গাঢ় হ’লে শুধু বলে, ‘হাতী! হাতী!’ তার পর কেবল ‘হাতী!’ এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে ‘হা!’ বলতে বলতে ভাবসমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন ক’রছিল, চুপ হয়ে যায়।’

‘যেমন ব্রাহ্মণভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক’রে ব’সল, তখন অনেক হৈ চৈ ক’মে গেল, কেবল ‘লুচি আন ‘লুচি আন’ শব্দ হ’তে থাকে। তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই

এল, তখন সুপ্ সুপ্ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই বললেও হয় ।
খাবার পর নিজা । তখন সব চুপ ।

“তাই ব’লছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে । ঈশ্বরের
পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে । শেষে কর্মত্যাগ আর সমাপ্তি ।

“গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ’লে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে
কর্ম প্রায় ক’রতে হয় না । ছেলে হ’লে একেবারে কর্মত্যাগ । মা
ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে । ঘবকন্নার কাজ শাশুড়ী,
ননদ, জা, এরা সব করে ।

[অবতাবাদির শরীর সমাধির পব লোকশিক্ষার জন্ত ।]

“সমাধিস্থ হ’বার পর প্রায় শরীর থাকে না । কা’রু কা’রু লোক-
শিক্ষার জন্ত শরীর থাকে—যেমন নারদাদির । আর চৈতন্যদেবের
মত অবতারদের । কুপ খোঁড়া হ’য়ে গেলে, কেহ কেহ বুড়ি কোদাল
বিদায় ক’রে দেয় । কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু
দরকার হয় । একরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতব । এরা স্বার্থপর
নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল । স্বার্থপর লোকের কথা তো
জ্ঞান । এখানে মোং বুলে মুংবে না, পাছে তোমার উপকার হয়
(সকলের হাস্য ।) এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে
দিলে চুষে চুষে এনে দেয় । (সকলের হাস্য ।)

“কিন্তু শক্তিবিশেষ । সামান্ত আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে ।
হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী
এসে বসলে ডুবে যায় । কিন্তু নারদাদি বাহাহুরী কাঠ । এ কাঠ
নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু হাতী পর্যন্ত
নিয়ে যেতে পারে ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

অদৃষ্টপূর্ণঃ জঘিতোহস্মি দৃষ্টা, ভয়েন চ অব্যখিতঃ মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগদ্বাস ॥ গীতা ১১, ১৫।

‘ভ্রামাসমাজে প্রার্থনা পদ্ধতি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা । ৭৫

[পূর্বকথা—বাক্যগোষ্ঠে ৮বাধাকান্তের ঘবে গয়না চুরি । ১৮৬৯ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি) । হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন ? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা ব'লেছিলাম । এক দিন তারা সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গি'ছিল । আমি ব'লুম, তোমরা বি রকম lecture দাও, আমি শুনবো । তা' গজার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব বলতে লাগল । বেশ বল্লো ; আমার, ভাব হ'য়ে গি'ছিল । পরে কেশবকে আমি বলুম, তুমি এগুলো এত বল কেন ?—হে ঈশ্বর, তুমি কি স্তম্ভর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ ; এই সব ? যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ক'রতে ভালবাসে । যখন বাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ব'ল'তে লাগল, ছি ঠাকুর । তুমি তোমার গয়না রক্ষা ক'রতে পারলে না !' আমি সেজ বাবুকে বললাম, ও তোমার কি বুদ্ধি । স্বয়ং লক্ষ্মী ঘাঁর দাসী, পদসেবা কবেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব । এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ডালা ! ছি ! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই , কি ঐশ্বর্য্য তুমি তাঁকে দিতে পার ? তাই বলি, যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে যায় , তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী এর খবরে কাজ কি ? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই । তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার ক'টা ভাই, এ সব কথা এক দিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই । ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও । তাঁর অনন্ত সৃষ্টি ! অনন্ত ঐশ্বর্য্য ! অত খবরে আমাদের কাজ কি ।

আবার সেই গন্ধর্ষনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান ।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ ভ্রূপ সাগরে আমান্ন মন । তলাতল
পাতাল ঝুঞ্জলে, পাবি বে প্রেম ত্বধন ॥ ঝুজ্ ঝুজ্ ঝুজ্ ঝুজ্লে পাবি, ক্ষণ
মাঝে বৃন্দাবন । দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানেব বাতি, জলবে হৃদে অহঙ্কণ ॥ ডাও
ডাও ডাও ডাওয়ার ডিন্দে, চালার আদ্য সে কোন জন । কুবীর বলে শোন
শোন শোন, তান শুকব ত্রীচরণ ॥

‘তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয়, তাঁর লীলা কি, দেখি রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ ক’লেন ; বৃড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল । লক্ষণ বল্লেন, ‘রাম ! একি বলুন দেখি ; এই নিকষা এত বৃড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে !’ রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান ক’রে সম্মুখে আনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে’ নিকষা ব’লে, রাম এত দিন বেঁচে আছি ব’লে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে ! তোমার আরও কত লীলা দেখবো । (সকলের হাস্য) ।

(শিবনাথের প্রতি) তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে । শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব ? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বহু ব’লে বোধ হয় ।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা ক’রলেন, মহাশয় ! আপনি জন্মান্তর মানেন ?

[জন্মান্তর । ‘বচনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন’]

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে । ঈশ্বরের কার্য্য আমরা কুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো ? অনেকে ব’লে গেছে, তাই অবিধাস করতে পারি না । ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ কর’বেন, শর-শয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে । তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প’ড়ছে । অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব’ল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য ! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবম্বর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কঁদচেন ! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বল্লেন, কৃষ্ণ ! তুমি বেশ জান, আমি সে জ্ঞাত কঁদচি না । যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী তা’দেরও হুঃখ বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে ক’রে কঁদচি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না !”

[কীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে ।]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল । রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা । সন্ধ্যার চারপাঁচ দণ্ডেরপর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল । উদ্ভা-নের বৃক্ষরাজিলতা পল্লব শরচ্ছত্রের বিমলকিরণে যেন ভাসিতে লাগিল, এ দিকে সমাজ গৃহে সঙ্কীৰ্ত্তন অরম্ভ হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ

হরিশ্রমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন । সকলেই ভাবে মত্ত বেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন । হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতেছে । চাবিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতেছেন, আর মনে মনে উজ্জানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতেছেন ।

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন, “ভাগবতভক্তভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের নিরকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম ; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, প্রণাম ।”

বেণীমাধব নানাবিধ উপায়ে খাওয়া আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পবিত্রাশ কবিয়া খাওয়াইলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে কবিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ।



প্রথমভাগ-চতুর্থখণ্ড ।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের
প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ন জাবতে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নারং ভূষা ভবিতা বা ন ভূষঃ ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহংসঃ পূবাণো ন হন্ততে হন্তমানে শবীষে ॥ গীতা ।

মুক্ত পুরুষের শরীরত্যাগ কি আশ্চর্য্যহতা ?

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন । সঙ্গে তিনচারিটি ব্রাহ্মভক্ত অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি । বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর,

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ । পরমহংসদেবের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন । রবিবারেই বেশী লোক সমাগম হয় । যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অল্প দিনেই আসেন ।

পরমহংসদেব তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট । বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাশ্রু হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাছরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন । ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছিল । শীত-কালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী । দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধ-মণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই পুষ্পোত্তান, তাব পর পোস্তা । পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুণ্য সলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতে ছিলেন ।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড় । বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান ; তাই সঙ্গে শিশি কবিয়া ঔষধ আনিয়াছেন ।—ঔষধ সেবনের সময় হুটলে খাইবেন । বিজয় এখন সধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য, সমাজেব বেদীৰ উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয় । তবে এখন সমাজেব সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে । কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন কি করেন—স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কার্য্য করিতে পাবেন না । বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানীছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন, আবার ভক্তির পরাকার্তা দেখাইয়া গিয়াছেন ! তিনি ভগবান্ চৈতন্যদেবের এক জন প্রধান পার্শ্বদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত । বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন ; কিন্তু মহাভক্ত পূৰ্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল, শরীর মধ্যস্থিত হরি-প্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে ।

দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ৭৯
তাই তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবছল্ল'ভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতো-
য়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফনা ধরিয়া
সাপুত্রে কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত
ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন।
আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের জ্বাষ নৃত্য করিতে থাকেন,
বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

বিষ্ণুব এঁডেদয়ে বাড়ী, তিনি গলায় খুব দিয়া শরীর ত্যাগ
করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছে।

শ্রীবামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও ভক্তদেব প্রতি)। দেখ, এই
ছেলেটী শরীর ত্যাগ করছে শুনলুম, মনটা খারাপ হ'য়ে র'য়েছে।
এখানে আস্তো, স্থলে পোড়তো, কিন্তু বোলতো সংসার ভাল লাগে
না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীর কাছে কিছুদিন ছিল—সেখানে
নিজ্ঞনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে, সর্বদা ব'সে ধ্যান করতো। বলে-
ছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপদর্শন করি।

“বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল।
একটু বাকী ছিল, সেটুকু বাকি এবার হয়ে গেল।

“পূর্বজন্মেব সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি—একজন শব সাধন
করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক
বিভীষিকা দেখতে লাগলো, শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর
এক জন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব
আর অস্ত্রাশ্রু পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, সে নেমে এসে আচমন
ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'রতে ক'রতে না সাক্ষাৎ
কার হ'লেন ও বলেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি
বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে সে বলে—মা, একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়েছি! সে ব্যক্তি, এত
খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এত দিন ধ'রে তোমার সাধনা ক'রছিল
তাকে তোমার দয়া হলো না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না,
ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা
হ'ল। ভগবতী হাসতে হাসতে বলেন,—‘বাছা, তোমার জন্মান্তরের
কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্বী করেছিলে, সেট

সাধনবলে তোমার এরূপ জোঁট পাঁট হ'য়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে । এখন বল, কি বর চাও ?

এক জন ভক্ত বলিলেন, আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে ভয় হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ।

“তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ ক'রে, তাকে আত্মহত্যা বলে না । সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই । জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে । যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে ।

“অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসতো, উমের কুড়ি বছর হ'বে । গোপাল সেন । যখন এখানে আসতো, তখন এত ভাব হতো যে, হৃদয়কে ধ'রতে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে যায় । সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে—‘আর আমি আসতে পারবো না—তবে আমি চ'লুম ।’ কিছুদিন পরে শুন্লাম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অনিত্যমমৃতং লোকমিমং প্রাপ্য ভজয়াম্য । গীতা ৯, ৩৩ ।

জীব চার থাক । বন্ধ জীবের সঙ্গ ।
কামিনীকাঞ্চন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীব চার থাক ব'লেছে—বন্ধ, মুখুক, মুক্ত, নিত্য । “সংসার জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (বার মায়া এই সংসার) তিনি জেলে ! জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল হিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে । এদের মুখুকজীব বলা যায় । যারা পালাবার চেষ্টা করছে, সকলেই পালাতে পারে না ।

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীযুক্ত বিজয় প্রভৃতি ভক্তগণে ।

৮১

দু'চারটা মাছ ধপাড্ শব্দ ক'রে পলায় । তখন লোকেরা ব'লে, 'এই
'মাছটা বড পালিয়ে গেল !' এই দু'চারটা লোক মুক্তজীব । কতক-
গুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না ।
নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না । কিন্তু অধিকাংশ
মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে ম'রতে হবে ।
জালে প'ড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একবারে পাঁকে গিয়ে
শরীর লুকা'বার চেষ্টা কবে । পলাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও
পাঁকে গিয়ে পড়ে । এরাই বদ্ধজীব । জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে
করে—হেথায় বেশ আছি । বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী
কাঞ্চনে—আসক্ত হ'য়ে আছে, কলঙ্ক সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে
যে বেশ আছি । যারা মুমুক্শু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ
হয়, ভাল লাগে না । তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান্
লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে । কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক
দূরের কথা ।

“বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁস আর হয়
না । এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য
হয় না ।

“উট্ কাঁটাঘাস বড ভালবাসে । কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত
দর-দর ক'রে পড়ে ; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না ।
সংসারীলোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন
তেমনি । স্ত্রী ম'রে গেল—কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'রবে ।
ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিছু দিন পরেই সব ভুলে গেল ।
সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছু দিন পরে
চুল বাঁধলো, গয়না পরলো ! এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত
হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয় ! মোকদ্দমা ক'রে
সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে । যাব ছেলে হয়েছে, তাঁদেরই
খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না,
আবার বছরে বছরে ছেলে হয় !

“আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয় । গিলতেও
পারে না, আবার উগ্ৰাভ্যেতেও পারে না । বদ্ধজীব হয় ত বুঝে যে

সংসারে কিছুই সার নাই ; আমড়ার কেবল অঁটি আর চামড়া । তবু ছাড়তে পারে না । তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না !

“কেশব সেনের এক জন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস্ খেলুছে ! যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই !

“বদ্ধজীবের আর একটা লক্ষণ । তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে । বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ । ঐতেই বেশ দুষ্ট পুষ্ট হয় । যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ ম'রে যাবে । (সকলে স্তব্ধ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অসংখ্য মহাবাহো মনো হর্নিগ্রহং চলন্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যোণ চ গৃহতে ॥ গীতা, ৬,৩৫ ।

তীত্রবৈরাগ্য ও বদ্ধজীব ।

বিজয় । বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের কৃপায় তীত্রবৈরাগ্য হ'লে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে । তীত্রবৈরাগ্য কা'কে বলে ? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্ , এ সব মন্দ বৈরাগ্য । যার তীত্রবৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্ত ব্যাকুল ; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্ত ব্যাকুল । যার তীত্রবৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু চায় না ; সংসারকে পাতকুয়া দেখে ; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম । আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পলাতে ইচ্ছা হয় ; আর পলায়ও । ‘বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো,’ একথা ভাবেই না । ভিতরে খুব রোঙ্ ।

“তীত্রবৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোনো । এক দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে । চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে ! এক জন চাষার খুব রোঙ্ আছে ; সে এক দিন প্রতিজ্ঞা ক'রলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে ।

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৩

এ দিকে স্নান করবার বেলা হ'লো । গৃহিণী মেরের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল । মেয়ে বলে—‘বাবা ! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল ।’ সে ব'লে, ‘তুই যা, আমার এখন কাজ আছে ।’ বেলা দুই প্রহর একটা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক'চ্ছে । স্নান করার নামটী নাই । তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব'লে, ‘এখনও নাও নাই কেন ? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি ! না হয় কাল ক'র্বে, কি খেয়ে দেয়েই ক'র্বে ।’ গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে ক'রে তাকে তাড়া করে, আর বলে, ‘তোরা আকেল নাই ? বৃষ্টি হয় নাই । চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে ? না খেয়ে সব মারা যাবি । আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো ।’ স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল । চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিলে । তখন একধারে ব'সে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল ক'রে আসছে । তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হ'লো । বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে ব'লে ‘নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ্ !’ তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোস ভোস ক'রে নিদ্রা যেতে লাগলো ।

এই রোক, ভীষ্মবৈরাগ্যের উপমা ।

“আর এক জন চাষা,—সেও মাঠে জল আনছিল । তার স্ত্রী যখন গেল আর বলে, ‘অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই,’ তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না করে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব'লে—‘তুই যখন বল্ছিস্ তো চ'ল্ ।’ (সকলের হাস্য) । সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না । এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা ।

“ধুব রোক না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আপূর্ব্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ সমুদ্রমাগঃ প্রবিশস্তি যবৎ ।

তদ্বৎকামা যঃ প্রবিশস্তি সৰ্ব্বেষু স শাস্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ গীতা ।

[কামিনীকাঞ্চন জন্ম দাসত্ব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগে অত আসুতে ; এখন আস না কেন ?

বিজয় । এখানে আসবার খুব ইচ্ছা ; কিন্তু আমি স্বাধীন নই, ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার ক'রেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কামিনী-কাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে । জীবের স্বাধীনতা যায় । কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার । তার জন্ম পরের দাসত্ব । স্বাধীনতা চ'লে যায় । তোমার মনের মত কাজ ক'রতে পার না ।

“জয়পুরে গোবিন্জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই । তখন খুব তেজস্বী ছিল । রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই । বলেছিল—‘রাজাকে আসুতে বল । তার পর রাজা ও পাঁচজন, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন । তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্ম, আর কাহারও ডাক্তে হলো না । নিজেকে নিজেই গিয়ে উপস্থিত । ‘মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, এই নিশ্চিন্দা এনেছি, ধারণ করুন ।’ কাজে কাজেই আসুতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি, এটি সব ।

“বারশো শ্রাদ্ধ আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদয় সঁাড়া’—এ মন্ত্রতো জান । নিতানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো শ্রাদ্ধ শিষ্ঠ ছিল । তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো । তিনি ভাবতে লাগলেন, ‘এরা সিদ্ধ হ'লো ; লোকে যা বলবে তাই বলবে, যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয় ; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে ।’ এই ভেবে বীরভদ্র তাদের ডেকে বলেন,—‘তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধা আহ্নিক ক'রে এস । জন্মদাদের এত তেজ যে, ধ্যান ক'রতে ক'রতে সমাধি হলো । কখন

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীধুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতিভক্তনঙ্গে । ৮৫
জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, হাঁস নাই । আবার ভাঁটা
প'ড়েছে তবু ধ্যান ভাঙ্গে না । তেরশোর মধ্যে একশো বুকেছিল—
বীরভদ্র কি ব'লবেন । গুরুর বাকা লজ্জন ক'রতে নাই, তাই তারা
স'রে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা কল্লো না । বাকী বারশো
দেখা ক'রলে । বীরভদ্র ব'লেন, 'এই তেরশো নেভী তোমাদের সেবা
ক'রবে । তোমরা এদের বিয়ে কর ।' ওরা ব'লে, 'যে আজ্ঞা , কিন্তু
আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে ।' ঐ বারোশোর
এখন প্রভোকে সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগলো । তখন আর সে
তেজ নাই, সে তপস্তার বল নাই । মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকতে আর
সে বল রইল না , কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায় ।
(বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখাছো, পরের কৰ্ম্ম স্বীকার
ক'রে কি হ'য়ে র'য়েছ । আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া
পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার ক'রে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা
দুবেলা খায় । এর কাবণ কেবল "কামিনী" । বিয়ে ক'রে নদের
হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার যো নাই । তাই এত অপমান বোধ ।
অত দাসত্বের যন্ত্রণা ।

[ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকে মাতৃভাবে পূজা ।]

"যদি একবার এইরূপ ভীষ্মবৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হ'লে
আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না । ঘরে থাকলেও, মেয়ে মানুষে
আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না । যদি একটা চুমুক পাথর
খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা'হলে লোভাকে কোন্টা টেনে
লাবে ? বড়টাই টেনে লবে । ঈশ্বর বড় চুমুক পাথর, তাঁর কাছে
কামিনী ছোট চুমুক পাথর । কামিনী কি কববে ?

একজন ভক্ত । মতামত । মেয়েমানুষকে কি স্থগা ক'ব্বো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর
অন্য চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে । তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা
মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা কবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । তুমি মাঝে মাঝে আসবে,
তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হলে তবে ঠিক আচার্য্য ।]

বিজয় । ব্রাহ্মসমাজের কাজ ক'রতে হয়, তাই সদাসর্বদা আস্তে পারি না, সুবিধা হ'লে আসবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়েব প্রতি) । দেখ আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বাতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না ।

“যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না । সে উপদেশের কোন শক্তি নাই । আগে সাধন করে, বা যে কোনরূপে হোক, ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয় । তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার দিতে হয় । ও দেশে একটা পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর । তার পাড়ে রোজ লোক বাছে ক'রে রাখতো । সকালে যারা ঘাটে আসতো তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'রতো । গালাগালে কোন কাজ হ'তো না—আবার তার পর দিন পাড়েতেই বাছে ! শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিলে যে, এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'রতে পারবে না । যদি করে শাস্তি হবে । এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাছে করতো না ।

“তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও লেকচার দেওয়া যায় । যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায় । তখন এই কঠিন আচার্য্যের কৰ্ম্ম করতে পারে ।

“এক বড় জমিদারের সঙ্গে এক জন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল । তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে । হয়তো আর এক জন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে । মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ ক'রতে পারে না ।”

বিজয় । মহাশয় ! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিব্রাণ হয় না ?

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৭

[সচ্চিদানন্দই গুরু । মুক্তি তিনিই দেন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে ! বঁার এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন । সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই । যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে ।

“আমি এক দিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহে যাচ্ছিলাম । শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে । বোধ হলো সাপে ধরেছে । অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে । একবার উকি মেরে দেখলুম, কি হ’য়েছে । দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ’রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা যুচ্ছে না । তখন ভা বললাম, ওরে যদি জাত সাপে ধ’রতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চূপ হ’য়ে যেতো, এ একটা ঢোঁড়ায় ধ’রেছে কি না তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ।

“যদি সৎগুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে যুচে । গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা । শিষ্যের অহংকার আর যুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না । কাঁচা গুরুর পান্নায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অহঙ্কারবিশুদ্ধা কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে । গীতা ।

[মায়া বা অহং আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ ।]

বিজয় । মহাশয় । কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ’য়ে আছি ? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবের অহংকারই মায়া । এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে । ‘আমি ম’লে যুচিবো জগৎপাল !’ যদি ঈশ্বরের কৃপায় ‘আমি অকৰ্ত্তা’ এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবমুক্ত হয়ে গেল ! তার আর ভয় নাই ।

“এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ । সামান্য মেঘের জন্ত সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায় । যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয় ।

“আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধো সীতা-কপিণী মায়া বাবধান আছে ব’লে, লক্ষ্মণকণ জাব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই । এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল ক’রছি । আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না । তবু আমি এত কাছে । সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণেব দকণ তাঁকে দেখতে পার’ছ না ।

“জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হ’য়ে পড়েছে, আর তারা আপনাব স্বরূপ ভুলে গেছে ।

“এক একটা উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায় । যে কালাপেড়ে কাপড় প’রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিখুর টম্বার তান এসে জোটে, আর তাস খেলা, বেঁড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick), এই সব এসে জোটে । রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিশু দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেব-দেব মত লাফিয়ে উঠতে থাকে । মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, অমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক’রে টান দিতে থাকবে ।

“টাকাও একটা বিলক্ষণ উপাধি । টাকা হলেই মানুষ আর এক বকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না । এখানে এক জন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া ক’রতো । সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল । কিছু দিন পরে আমরা কোমগারে গেছলুম । হৃদে সঙ্গে ছিল । নৌকা থেকে বাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব’সে আছে । বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল । আমাদের দেখে ব’লছে, ‘কি ঠাকুর । বলি—আছ কেমন ?’ তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললাম, ‘ওরে হৃদে । এ লোকটার টাকা হযেছে, তাই এই রকম কথা’ । হৃদে হাসতে লাগলো ।

“একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল । গর্ভে তার টাকাটা ছিল ।

দক্ষিণেবরে। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ৮৯
 একটা হাতী সেই গর্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে
 খুব রাগ করে হাতীকে লাথী দেওয়াতে লাগল, আর ব'লে, তোর
 এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্। টাকার এত অহঙ্কার।

[সপ্তভূমি। অহঙ্কার কখন যায়; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।,]

“জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হ'লে সমাধিস্থ
 হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

“বেদে আছে যে, সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়।
 সমাধি হ'লেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস
 কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহা, নাভি—সেই তিন ভূমি,
 তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্ছনে। হৃদয়ে যখন
 মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি
 জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, ‘একি। একি!’ তারপর কণ্ঠ, সেখানে
 যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনতে
 ইচ্ছা হয়। কপালে—ক্রমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ
 দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়;
 কিন্তু পারে না। লষ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয়
 না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তমভূমিতে মন
 যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়। সেখানে পঁছছিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা
 যায় না।

“জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর কিবে না। জাহাজের
 খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে
 পাওয়া যায় না।

হুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছিল। কিন্তু
 যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর, কে খপর
 দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়,
 সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

[অহং কিন্তু যায় না। ‘বজ্রাং আমি’। ‘দাস আমি’।]

“যে ‘আমি’তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্ছনে আসক্ত করে, সেই
 ‘আমি’ধারণ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হ'য়েছে, এই আমি মাঝখানে

আছে বলে । জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তা'হলে দুটো ভাগ দেখায় । বস্তুতঃ, এক জল ; লাঠিটার দ্বারা দুটো দেখাচ্ছে ।

“অহং”ই এই লাঠি ! লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে ।

“বজ্জাং ‘আমি’ কে ? যে ‘আমি’ বলে—‘আমায় জানে না । আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড় লোক আছে ? যদি চোরে দশ টাকা চুরী ক’রে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব মারে ; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায় । ‘বজ্জাং আমি’ বলে, ‘জানেন না—আমার দশ টাকা নিয়েছে ! এত বড় আশ্চর্য্য !’

বিজয় । যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না, তা'হলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয় । আর ভক্তিরোগে যদি অহং থাকে , তবে জ্ঞানযোগই ভাল ।

ঐরামকৃষ্ণ । দুই একটা লোকের সমাধি হ’য়ে ‘অহং’ যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না । হাজার বিচার কর, ‘অহং’ ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত । আজ অশ্বখ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে ! একান্ত যদি ‘আমি’ থাকে না, থাক্ শালা ‘দাস আমি’ হচ্ছে । ‘হে ঈশ্বর ! তুমি প্রভু, আমি দাস,’ এই ভাবে থাকো । ‘আমি দাস’ ‘আমি ভক্ত’, এরূপ ‘আমি’তে দোষ নাই , মিষ্ট খেলে অস্থল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয় ।

“জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন । দেহাশ্ববুদ্ধি, না গেলে জ্ঞান হয় না । কলিযুগে অরুণতপ্রাণ—দেহাশ্ববুদ্ধি, অহংবুদ্ধি, যায় না । তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিরোগ । ভক্তিপথ সহজ পথ । আস্তরিক বাকুল হ’য়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ ক’রবে, কোন সন্দেহ নাই ।

“যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটা রেখা কাটা হ’য়েছে । যেন দুই ভাগ জল । আর রেখা অনেকরূপ থাকে না । ‘দাস আমি’ কি ‘ভক্তের আমি,’ কি ‘বালকের আমি’ এরা যেন ‘আমি’র রেখা মাত্র ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ক্লেশোহিষিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তাহি গতিহঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ গীতা, ১২।৫ ।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম, জ্ঞানযোগ বড় কঠিন ।

[‘দাস আমি’, ‘ভক্তের আমি’ । ‘বালকের আমি’ ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । মহাশয় । আপনি ‘বজ্রাং আমি’ ভাগ করতে বলছেন । ‘দাস আমি’তে দোষ নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ‘দাস আমি’ অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান । এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয় ।

বিজয় । আচ্ছা, যার ‘দাস আমি’ তার কাম ক্রোধাদি কি রূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক ভাব যদি হয়, তাহ’লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে । যদি ঈশ্বর লাভের পর ‘দাস আমি’ বা ‘ভক্তের আমি’ থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না । পরশমনি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হ’য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না ।

‘নারকেল গাছের বেলো শুকিয়ে ব’রে প’ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে । সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে এখানে নারকেলের বেলো ছিল । সে রকম যার ঈশ্বর লাভ হ’য়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয় । বালকের যেমন সঙ্গ, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের অঁট নাই । বালকের কোন জিনিষের উপর টান ক’রতেও যতক্ষণ তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ । একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে তুলিয়ে নিতে পারো । কিন্তু প্রথমে খুব অঁট ক’রে বলবে এখন—‘না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে’ । বালকের আবার সর্বস্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই ! তাই জাতি বিচার নাই । মা ব’লে দিয়েছে, ‘ও তোমার দাদা হয়,’ সে ছুঁতোয়

হ'লেও এক পাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই। পাইখামায় গিয়ে হাতে মাটী দেয় না।

“কেউ কেউ সমাধির পরও ‘ভক্তের আমি,’ ‘দাস আমি’ নিয়ে থাকে। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’ ‘আমি ভক্ত, তুমি ভগবান,’ এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব ‘আমি’ যায় না! আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

“ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান্ সর্বশক্তিমান, মনে ক'রলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’ ‘আমি ছেলে, তুমি মা’ এই অভিমান রাখতে চায়।

বিজয়। যারা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই ভ্রান্ত্যশোভা বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা ব'লেছি। সপ্তম ভূমিতে মন প'হছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অল্পগত প্রাণ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ কেমন ক'রে বোধ হবে ? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। ‘আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি স্মৃতি হৃৎথের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ ?’—এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো কোন্ খান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয় ! অশ্বখগাছ এই কেটে দাও, মনে ক'রলে মূলতত্ত্ব উঠে গেল কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো, গাছের একটা ফেক্‌ডী দেখা দিয়েছে ! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

“আর ‘চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।’ আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি, ‘আমি ব্রহ্ম’। আমি বলি, ‘তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস’। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ-খেলান ভাল। ষষ্ঠ ভূমি পার হ'য়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান ক'রবো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবকভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের

দক্ষিণেশবে । শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২০
 গঙ্গা কেউ বলে না । ‘আমিই সেই’ এ অভিমান ভাল
 নয় । দেহান্ধবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি
 হয় ; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয় । পরকে ঠকায়, আবার
 নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না ।

[দ্বিবিধা ভক্তি । উত্তম অধিকারী । ঈশ্বর দর্শনের উপায় ।]

“কিন্তু ভক্তি অমনি ক’রলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । প্রেমাত্ত্বি
 না হ’লে ঈশ্বরলাভ হয় না । প্রেমাত্ত্বির আর একটি নাম রাগ-
 ভক্তি । প্রেম, অমুরাগ না হ’লে ভগবান্ লাভ হয় না । ঈশ্বরের
 উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না ।

“আর এক রকম ভক্তি আছে , তার নাম বৈধী ভক্তি । এতো
 জপ ক’রতে হবে , উপোস ক’রতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো
 উপচারে পূজা ক’রতে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব
 বৈধীভক্তি । এ সব অনেক ক’রতে ক’বতে ক্রমে বাগভক্তি আসে ।
 কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না । তাঁর
 উপর ভালবাসা চাই । সংসারবুদ্ধি একেবারে চ’লে যাবে, আর
 তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে ।

“কিন্তু কারু কারু বাগভক্তি আপনা আপনি হয় । স্বতঃসিদ্ধ ।
 ছেলেবেলা থেকেই আছে । ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জ্ঞান কান্দে ।
 যেমন প্রহ্লাদ । ‘বিধিবাদী’ ভক্তি , যেমন, হাওয়া পাবে ব’লে
 পাখা করা । হাওয়াব জ্ঞান পাখার দরকাব হয় । ঈশ্বরের উপর ভাল
 বাসা আসবে ব’লে জপ, তপ, উপবাস । কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া
 আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয় । ঈশ্বরের উপর অমুরাগ,
 প্রেম, আপনি এলে, জপ, পাতি, কৰ্ম ত্যাগ হয়ে যায় । হরি প্রেমে-
 মাতোয়ারা হ’লে বৈধীকৰ্ম কে ক’র্বে ?

“যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা-
 ভক্তি । তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকা-
 ভক্তি ।

“যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা ক’রতে পারে
 না । পাকা ভক্তি হ’লে ধারণা ক’রতে পারে । ফটোগ্রাফের কাঁচ

যদি কালি (Silver Nitrate) মাখান থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে, তা রয়ে যায় । কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই, যেমন কাঁচ ডেমনি কাঁচ । ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না ।

বিজয় । মহাশয়, ঈশ্বকে লাভ ক'রতে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'রতে গেলে, ভক্তি হ'লেই হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় , কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি, চাই । সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে । যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা , শ্রীব স্বামীর উপর ভালবাসা ।

“এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি, এলে শ্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব উপর সে মায়ার টান থাকে না । দয়া থাকে । সংসার বিদেশ বোধ হয় , একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয় । যেমন পাড়ারগায়ে বাড়ী কিন্তু কলকতা কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্ত । ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একবারে যাবে ।

“বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না । দেশলায়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাঠী লোকসান হয় । বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই ।

“শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বলেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বলে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না । তুমি কি প্রলাপ বোচ্চো ? শ্রীমতী বলেন, সখি ! অমুরাগ-অজ্ঞান চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে । (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই গানে আছে—

“প্রভু বিনে অমুরাগ, করে বজ্র বাগ,তোমারে কি বার জানা ।”

“এই অমুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয় ।”

[ঈশ্বর দর্শন, তাঁর রূপা না হলে হয় না ।]

বিজয় । ঈশ্বর দর্শন কেমন ক'রে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । চিন্তাশুদ্ধি না হ'লে হয় না । কামিনীকাননে মন

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৫
 মলিন হ'য়ে আছে, মনে ময়লা প'ড়ে আছে । ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা
 থাকলে আর চুইকে টানে না । মাটি কাদা ধুয়ে কেলে তখন চুইক
 টানে । মনের ময়লা তেমনি চোকের জলে ধুয়ে কেলা যায় । 'হে
 ঈশ্বর আর অমন কাজ ক'র্বো না' ব'লে যদি কেউ অহুতাপে কাঁদে,
 তা'হলে ময়লাটা ধুয়ে যায় । তখন ঈশ্বররূপ চুইক পাথর মনরূপ
 ছুচকে টেনে লন । তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয় ।

“কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না । তাঁর
 কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না । কৃপা কি সহজে হয় ?
 অহঙ্কার একবারে ত্যাগ ক'রতে হবে । 'আমি কর্তা' এ বোধ থাকলে
 ঈশ্বর দর্শন হয় না । ভাঁড়ারে এক জন আছে, তখন বাড়ীর কর্তাকে
 যদি কেউ বলে মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার ক'রে দিন । তখন
 কর্তাটী বলে ভাঁড়ারে একজন র'য়েছে আমি আর গিয়ে কি ক'রব ।
 যে নিজে কর্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না ।

“কৃপা হ'লেই দর্শন হয় । তিনি জ্ঞানমূখ্য । তাঁর একটি কিরণে
 এটি জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে , তবেই আমরা পরস্পরকে
 জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিভ্রা উপার্জন করছি । তাঁর
 আলো যদি একবার তিনি নিজের তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে
 দর্শনলাভ হয় । সাজ্জ'ন সাহেব রাত্রে আঁধারে লঠন হাতে ক'রে
 বেড়ায় তার মুখ কেউ দেখতে পায় না । কিন্তু ঐ আলোতে সে
 সকলের মুখ দেখতে পায় , আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে
 পায় ।

“যদি কেউ সাজ্জ'নকে দেখতে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা
 ক'রতে হয় । ব'লতে হয়,—সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি
 নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি ।

“ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর্তে হয়, ঠাকুর, কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো
 তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি ।

“ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্ৰ্যের চিহ্ন । হৃদয়মধ্যে
 জ্ঞানের আলো জ্বলতে হয় । 'জ্ঞানদীপ জ্বলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ
 দেখ না' ।

বিজয় সঙ্গে গুপথ আনিয়াছেন । ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন ।

ঐবধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিদ্ধ, বিজয় গাতী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, দিয়া আসিতে পারেন না, ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার, ও বিজয়ের অস্ত্রাশ্রয় সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম বাগবাজারের ঘাটে পৌঁছিয়া দিবেন। মাষ্টারও ঐ নৌকায় উঠিলেন।

নৌকা বাগবাজারের অরপূর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। যখন বলরামের বাগবাজারের বাডাব কাছে তাঁহারা পৌঁছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি। শীতকাল, অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিজয়, বলরাম, মাষ্টার প্রভৃতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

প্রথমভাগ-সংকলনখণ্ড।

—o:~:—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত অনন্ত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[“সমাধি—অন্দিরো।”]

ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষমী তিথি। বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র, ইংরাজী ২৯শে মার্চ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্রমাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণেখরে । অমৃত, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ৯৭

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন । তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীকৃষ্ণ অমৃত ও মধুরূপী শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবতীলাগুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন ।

রাখালের অমৃত । এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই দেখ, রাখালের অমৃত । সোজা খেলে কি ভাল হয় গা ? কি হবে বাপু ! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা ।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অমৃত ভাবে ভাবিত হইলেন । বুঝি দেখিতে লাগিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সন্দর্ভে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন ! এ দিকে কামিনীকাকনভ্যাগী শুদ্ধাঙ্গা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতো-রারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু—সহজেই বাৎসল্যভাবে উদয় হইল । তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব ! ভক্তেরা এই অমৃত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির ! গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে ! শরীর-চিত্তার্ণিতের স্থায় স্থির । ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে । নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির । নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে । শরীর-মাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে । আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকীর্ষে বিচরণ করিতেছে । এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের স্থায় সন্তানের জন্ম বাস্তব হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায় ? এই অমৃত ভাবান্তরের নাম কি সম্ভাষি ।

এই সময়ে গেরুরাকাপড়পরা অপরিচিত একটা বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন ।

— — —

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কর্ণেত্রিমাণি সংযম্য য় আস্তে মনসা শ্রবন্ ।

ইজ্জিয়ার্থান্ বিমৃশ্যামি মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ গীতা, ৩, ৬ ।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল । তাবৎ হইয়াই কথা কহিতেছেন । আপনা আপনি বলিতেছেন—

[গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী । অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুয়াদৃষ্টে) । আবার গেরুয়া কেন ? একটা কি পরুলেই হ'লো । (হাস্ত) একজন বলিছিল, “চণ্ডী ছেড়ে ইলুম ঢাকী ।” —আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায় । (সকলের হাস্ত) ।

“বৈরাগ্য তিন চার প্রকার । সংসারের ছালায় বলে গেরুয়া-বসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না । হয় ত কৰ্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল । তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, ‘আমার একটি কৰ্ম্ম হইয়াছে, কিছু দিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না’ । আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিছু ভাল লাগে না । ভগবানের জন্ত একলা একলা কাঁদে । সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য ।

“মিথ্যা কিছুই ভাল নয় । মিথ্যা ভেদ ভাল নয় । ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয় । মিথ্যা বলতে বা ক'রতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায় । তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল । মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া । বড় ভয়ঙ্কর ।

[কেশবের বাড়ী গমন ও নবকৃন্দাবন মর্শন ।]

“এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয় । কেশব সেনের ওখানে নবকৃন্দাবন নাটক দেখতে গি'ছিলাম । কি একটা আক্লে ক্রস (Cross) আবার জল ছড়াতে লাগলো ; বলে শাস্তিজল । একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি ক'রছে !

ব্রাহ্মভক্ত । কু—বাবু ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয় । ও সব বিষয়ে মন অনেককণ ফেলে রাখায় দোষ হয় । মন ধোপা ঘরের কাপড়,

দক্ষিণেশ্ববে। অমৃত, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গ। ৯৯

যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হ'রে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ কেনে রাখলে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে।

“আর এক দিন নিমাইসন্ন্যাস, কেশবের বাড়ীতে দেখতে গি'ছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদ্রে শিয় জুটে খারাপ ক'রেছিল। এক জন কেশবকে ব'লে, ‘কলির চৈতন্য হ'চ্ছেন আপনি’ কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ব'লে, ‘তা হ'লে ইনি কি ভ'লেন?’ আমি বল্লুম, ‘আমি তোমাদের দাসের দাস। বেণুব বেণু।’ কেশবের লোকমাণ্ড হ'বাব ইচ্ছা ছিল।

[নবেঙ্গ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ। তাদের ভক্তি আজন্ম।]

শ্রীবামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)। নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এই সব ছোকরা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকেব সাধা সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ‘ভালবাসা। যেন পাতালকোঁড়া শিব ;—বসানো শিব নয়।

“নিত্যসিদ্ধ একটী থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসাবে আসক্ত হয় না। যেমন প্রজ্বলাদ।

“সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসাবেও আসক্ত হয়, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে ; আবার বিষ্ঠাতেও বসে। [সকলে স্তব্ধ]

“নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান কবে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান কবে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

“সাধাসাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান ক'রতে হ'বে, এইরূপ পূজা ক'রতে হবে, এ সব ‘বিধিবাদী’র ভক্তি। যেমন খান হ'লে, মাঠ পার হ'তে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সন্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

“রাগভক্তি, প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীরের স্তায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না ! তখন খানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া ! আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হ'লো।

“বনে” এলে আর বঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না । তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল । সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ’লো ।

“এই রাগভক্তি, অমুরাগ, ভালবাসা, না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না

[সমাধিতত্ত্ব ; সবিকল্প ও নির্বিকল্প ।]

অমৃত । মহাশয় ! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুনেছো, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরম্ভলা কুমুরে পোকা হ’য়ে যায় ; কি প্রকম জানো ? যেমন হাঁড়ির মাহ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয় ।

অমৃত । একটুও কি অহং থাকে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে । সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায় । আর যেমন বড় আঁশুল, আর তার একটা কিন্নিকি । বাহুজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু ‘অহং’ রেখে দেন—বিলাসের জন্ত । আমি ভূমি থাকলে তবে আশ্বাদন হয় ।

কখন কখন সে

আমিটুকুও তিনি পু’ছে ফেলেন । এর নাম ‘জড় সমাধি’—নির্বিকল্প সমাধি । তখন কি অবস্থা মুখে বলা যায় না । মূনের পুতুল সমুদ্রে মাগতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল । ‘তদাকারকারিত । তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্রে কত গভীর ।’

প্রথমভাগ-মহা অঙ্ক ।

—:~:~:~:—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে ভক্তসঙ্গে ব্রজতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে
কথোপকথন ! বিদ্যাসাগর ও কেশবসেনের কথা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[জ্ঞানযোগ ও নির্বাণমত । গণ্ডিত পদ্মলোচন । বিদ্যাসাগর ।]

আবারের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি । ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩

দক্ষিণেশ্বরে । মণিমনিক, গোবিন্দ প্রভৃতি সঙ্গে । ১০১
খুঁটাক । আজ রবিবার । 'তন্তেরা ত্রীতীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে
আবার আসিয়াছেন । অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন
না । রবিবারে তাঁহারা অবসর পান । অমর, রাখাল, মাঠার
কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা দুইটার
সময় কালীবাড়ীতে পৌঁছিলেন । ঠাকুর ত্রীরামকৃষ্ণ আহারাতে
একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । ঘরে মণিমনিকাদি আরও কয়েকজন তত্ত্ব
বসিয়া আছেন ।

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্বাংশে ত্রীতীরাধাকান্তের
মন্দির ও ত্রীতীতবতারিণীর মন্দির । পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির ।
সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে ত্রীতীপরমহংসদেবের ঘর ।
ঘরের পশ্চিমে অর্ধ মণ্ডলাকার বারাত্তা । সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া
পশ্চিমাশ্রু হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন । গঙ্গার পোস্তা ও বারাত্তার
মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্ভান । এই পুষ্পোদ্ভান বহুদূর-
ব্যাপী । দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত । উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত
—যেখানে ঠাকুর ত্রীরামকৃষ্ণ তপস্তা করিয়াছিলেন—ও পূর্বে
উদ্ভানের দুই প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত । পরমহংসদেবের ঘরের কোলে
দু'একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ । নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও
পদ্ম করবী । ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে পিটার
জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, সে
ছবিখানিও আছে । আর একটা বুদ্ধদেবের প্রস্তরময়ী মূর্তিও
আছে । তত্ত্বপোষের উপর তিনি উত্তরাশ্রু হইয়া বসিয়া আছেন ।
তন্তেরা মেজের উপর কেহ মাতুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট ।
সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন । ঘরের
অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী
হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন । বর্ষাকালে ধরপ্রোভ যেন সাগর
সঙ্গমে পঁহুছিবার অন্ত কত ব্যস্ত ! পাখে কেবল একবার মহাপুরুষের
খানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ।

ত্রীমুক্ত মণিমনিক পুরাতন ব্রাহ্মতত্ত্ব । বয়স ষাট পঁয়ষট্টি । কিছু
দিন পূর্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । আজ ঠাকুরকে দর্শন
করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী-পর্য্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছেন ।

মণিমনিক । আর একটি সাধুকে দেখলাম । তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় সংযম না হ'লে কিছু হবে না । শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এদের মত কি জান ? আগে সাধন চাই ; শম দম তিত্তিকা চাই । এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'রছে । এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' । বড় কঠিন পথ । জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ । বড় দূরের কথা ।

“কি রকম জান ? যেমন কপূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না । কাঠ পোড়ালে তবু ছাট বাকী থাকে । শেষ বিচারের পর সমাধি হয় । তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না ।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও বিজ্ঞানাগরের সঙ্গে দেখা ।]

“পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মান্তো । পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল । কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটি বাগানে ছিল । আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হ'লো । হৃদয়ে পাঠিয়ে দিলুম জান্তে, অভিমান আছে কি না ? শুন্লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই । আমার সঙ্গে দেখা হ'লো । এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না ! কথা ক'য়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই । আমায় ব'লে, তত্ত্বের সঙ্গ করবো এ কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পণ্ডিত করবে ।’ বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল, আমায় আবার ব'লে, আপনি একটু শুশুন । একটা সভায় বিচার হ'য়েছিল—শিব বড় না ব্রহ্মা বড় । শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে । পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'লে ‘আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই ।’ কামিনীকানন-ত্যাগ শুনে আমায় এক দিন ব'লে, ‘ওসব ত্যাগ করেছ কেন ? এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয় ।’ আমি কি বলবো, বল্যাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না ।

দক্ষিণেশ্বরে । মণিমল্লিক, গোবিন্দ প্রভৃতি সঙ্গে । ১০৩

[বিদ্যাসাগরের দয়া । ‘কিন্তু অন্তরে সোণা চাপা ।’]

“এক জন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল । ঈশ্বরের রূপ মানতো না । কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে বুঝবে ? তিনি আত্মশক্তিরূপে দেখা দিলেন । পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁস হয়ে রইল । একটু হুঁস হবার পর কা ! কা ! কা ! (অর্থাৎ কালা) এই শব্দ কেবল ক’রতে লাগলো ।

তত্ত্ব । মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ’লো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে ; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই । অন্তরে সোণা চাপা আছে, যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক’চে সে সব কম প’ড়ে যেতো ; শেষে একবারে ভাগ হ’য়ে যেতো । অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো । কারু কারু নিকাম কর্ম্ম অনেক দিন ক’রতে ক’রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায় , ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয় ।

“ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক’রছে সে খুব ভাল । দন্ডা খুব ভাল । দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ । দয়া ভাল, মায়া ভাল নয় । মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর । দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

‘গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ।’ মাণ্ড্য-উপনিষৎ ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত । ‘মুখে বলা যায় না’ ।]

মাষ্টার । দয়াও কি একটা বস্তু ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে অনেক নূরের কথা । দয়া সত্ত্ব গুণ থেকে হয় । সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার । কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার । প্রকৃতির পার ।

“যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁছছিতে পারে না । চোর যেমন

ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে । সত্ত্বরজন্তুমঃ তিন গুণই চোর । একটা গল্প বলি শুন ।

“একটী লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল । এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধরলে । তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে । এক জন চোর ব’লে আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে ? এই কথা ব’লে খাঁড়ি দিয়ে কাটতে এলো । তখন আর এক জন চোর ব’লে, না হে কেটে কি হবে ? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও । তখন তাকে হাত পা বেঁধে এখানে রেখে চোরেরা চলে গেল । কিছুক্ষণ পবে তাদের মধ্যে এক জন ফিরে এসে ব’লে, আহা, তোমার কি লেগেছে ? এসো, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই । তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটী বলে, ‘আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি ।’ অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বলে, ‘এই রাস্তা ধ’রে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাবে’ । তখন লোকটী চোরকে ব’লে, ‘মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন । চোর ব’লে, ‘না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে’ ।

“সংসারই অরণ্য । এই বনে সত্ত্বরজন্তুমঃ তিন গুণ ডাকাড, জীবের ভবজ্ঞান কে’ড়ে লয় । তমোগুণ জীবের বিনাশ ক’রতে যায় । রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে । কিন্তু সত্ত্বগুণ রজন্তুমঃ থেকে বাঁচায় । সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয় । সত্ত্বগুণ আবাব জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে । কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, ভবজ্ঞান দিতে পারে না । কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয় । দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায় । যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে ।

“ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না । যার হয় সে খবর দিতে পারে না । একটা কথা আছে, কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফিরে না ।

“চার বদ্ধ ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে গেলে । খুব উচু পাঁচীল । ভিতরে কি আছে দেখবার জন্ত সকলে বড় উৎসুক হল । পাঁচীল বেয়ে এক জন উঠলো । উঁকি মেরে যা

দক্ষিণেশ্বরে । মণিমল্লিক, গোবিন্দ প্রভৃতি সঙ্গে । ১০৫
দেখলে তাতে অবাক হ'য়ে “হা হা হা হা” ব'লে ভিতরে প'ড়ে গেল ।
আর কোন খবর দিল না । বেই উঠে সেই হা হা হা হা ক'রে প'ড়ে
যায় । তখন খবর আর কে দিবে ?

[ঝড়-ভরত, দস্তায়েয়, শুকদেব এদের ব্রহ্মজ্ঞান ।]

“ঝড়-ভরত, দস্তায়েয় এরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারে
নাই । ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর ‘আমি’ থাকে না । তাই
রামপ্রসাদ ব'লেছে, ‘আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে
সঙ্গে নেনা ।’ মনের লয় হওয়া চাই আবার ‘রামপ্রসাদের লয়’
অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয়, হওয়া চাই । তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় ।

একজন ভক্ত । মহাশয় । শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন
মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই । তাই ফিরে এসে অত
উপদেশ দিয়েছেন । কেউ বলে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে
এসেছিলেন—লোক শিক্ষার জন্ত । পরীক্ষিতকে ভাগবত বলবেন,
আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব ‘আমি’র লয়
করেন নাই । বিজ্ঞার ‘আমি’ এক রেখে দিয়েছিলেন ।

[কেশবকে শিক্ষা—দল (সাম্প্রদায়িকতা) ভাল নয় ।]

একজন ভক্ত । ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হ'ছিল ।
কেশব ব'লে, আরও বলুন । আমি বলুম, আর ব'লে দলটল থাকে
না । তখন কেশব ব'লে, তবে আর থাক, ম'শাই । (সকলের
হাস্য) । তবু কেশবকে বলুম, ‘আমি’ ‘আমার’ এটা অজ্ঞান ।
‘আমি কর্তা’ আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম,
এ ভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না । তখন কেশব ব'লে, মহাশয়
‘আমি’ ত্যাগ ক'রলে যে আর কিছুই থাকে না । আমি বলুম,
‘কেশব, তোমাকে সব ‘আমি’ ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি ‘কাঁচা
আমি’ ত্যাগ কর । ‘আমি কর্তা’ ‘আমার স্ত্রী পুত্র’ ‘আমি গুরু’ এ
সব অভিমান, কাঁচা আমি,—এইটি ত্যাগ কর । এইটি ত্যাগ
ক'রে ‘পাকা আমি’ হ'য়ে থাকো । ‘আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর
ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা ।’

[ঐশ্বর্যময় আদেশ পেয়ে তবে শ্রমপ্রচার
করা উচিত ।]

একজন ভক্ত । “পাকা আমি” কি দল ক’রতে পারে?

ঐশ্বর্যময় । কেশবসেনকে বল্লম, আমি দলপতি দল ক’রেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি, এ ‘আমি’ ‘কাঁচা আমি’ । মতপ্রচার বড় কঠিন । ঐশ্বর্যময় আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না । তাঁর আদেশ চাই । শুকদেব ভাগবত কথা ব’লতে আদেশ পেয়েছিলেন । যদি ঐশ্বর্যময় সাক্ষাৎকার ক’রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, দোষ নাই । তার ‘আমি’ ‘কাঁচা আমি’ নয়, ‘পাকা আমি’ ।

ঐশ্বর্যময় । কেশবকে ব’লেছিলাম, ‘কাঁচা আমি’ ত্যাগ কর । ‘দাস আমি’ ‘ভক্তের আমি’ এতে কোন দোষ নাই ।

“তুমি দল দল করছো । তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে ।” কেশব ব’লে, মহাশয় তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল । যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল । আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা ক’রলে কি হয় ?

[কেশবকে শিক্ষা, আত্মশক্তিকে মানো ।]

“আর কেশবকে ব’লেছিলাম, আত্মশক্তিকে মানো । ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি । যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ছুটো বলে বোধ হয় । ব’লতে গেলেই ছুটো । কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল ।

“এক দিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল । আমি ব’ললাম, তোমার লেকচার শুন্বো । চাঁদনীতে ব’সে লেকচার দিলে । তার পর ঘাটে এসে ব’লে অনেক কথাবার্তা হ’ল । আমি ব’ললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত । তিনিই একরূপে ভাগবত । তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত ভগবান । কেশব ব’ললে, আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে ব’ললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান । যখন বললাম, ‘বলো গুরু-কৃক-বৈকব,’ তখন কেশব ব’ললে, মহাশয়, এখন এত দূর নয় ; তাহ’লে লোকে গোঁড়া ব’লবে ।

দক্ষিণেশ্বরে। মণিমনিক, গোবিন্দ প্রভৃতি সঙ্গে। ১০৭

[পূর্বকথা - শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি - মায়ায় কাণ্ড দেখে।]

“ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক’রলে হয় না। জীব মায়ায় রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে! হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। এক দিন দেখি, সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে ব’ললে, ‘মামা এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ’লে লাজল টানবে।’

যাই এ কথা ব’লেছে আমি মূর্ছিত হ’য়ে প’ড়ে গেলাম। মনে হ’য়েছিল, কি মায়ায় খেলা! কোথায় কামাবপুকুর সিঁওড, কোথায় কল্‌কাতা! এই বাছুরটা যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হবে। তার পর কত দিন পরে লাজল টানবে। এরই নাম সংসার,—এরই নাম মায়া। অনেককণ পরে মূর্তি ভেঙেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[‘সম্মাধি - অন্বিন্দনে।’]

শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিচ্ছ। দিনরাত কোথা দিয়া যাই-তেছে। কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক একবার ঈশ্বরীয় কথা কীর্তন করেন। তিনটা চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন, ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎকণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, ‘মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?’ ঠাকুর খানিককণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, ‘মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবনিকা হবে।’

ঠাকুর কি সাজোপাজদের ভিতর এইরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে জাঁটাবা জীব শিক্ষা দিবেন?

মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ ক'রেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক প'ড়বে ব'লে? গীলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা টাটা দিতে হয়'।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ। তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে, কুটিলে থাকলে জীলা পোষ্টাই হয়। (মাষ্টারের প্রতি)।

ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগতকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'রলে, তিনি না পালন ক'রলে জগৎ প'ড়ে যায়, নষ্ট হ'য়ে যায়। মনকবীকে যে বশ ক'রতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল। 'মন-মন্ত-করী'। শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জল ক'বে ব'য়েছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বজ্রাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তাপোষটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুত গোবিন্দ মুখুয্যো ও তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিলেন। মাষ্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতরে সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শাস্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্রামারূপ—পুরুষ প্রকৃতি—যোগমাত্রা—শিবকালী ও রাখাকৃষ্ণ

রূপের ব্যাখ্যা—'উত্তম ভক্ত'—বিচার পথ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। বল তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বলছি।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন। গোবিন্দ। আজ্ঞা, শ্রামা এ রূপটি হ'ল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রংই নাই! দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে তোল কোন রং নাই। আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ

দক্ষিণেশ্বরে। মণিমল্লিক, গোবিন্দ প্রভৃতি সঙ্গে। ১০৯

দেখ, কোন রং নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম, রূপ নাই, পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার ‘আমার শ্যামা মা’! যেন ঘাসফুলের রং। শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা ক’রেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে ব’ল্লে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ! ভক্তটা ব’ল্লে, “তাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চি’নতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।”

“শ্যাম শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। ধারই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নিগুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

গোবিন্দ। যোগমায়াকে কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষপ্রকৃতির যোগ! শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব্দ হ’য়ে প’ড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষপ্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব্দ হ’য়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। স্বাধাক্ষরঃ যুগল যুক্তিব্রহ্ম আনেত্রী। এই যোগের জগৎ বহিম্ভাব। সেই যোগ দেখার জগৎই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ, মুক্তার শ্যাম উজ্জল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

“উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীব-জগৎ, চতুर्वিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে ‘নেতি’ নেতি’ বিচার ক’রে ছাদে পৌঁছিতে হয়। তার পর সে দেখে, ছাদও যে জিনিষে তৈয়ারি—ইট, চুন, গুরুকি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হ’য়েছেন।

“শুধু বিচার! ধু! ধু!—কাজ নাই। [ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।

“কেন বিচার ক’রে শুক হ’য়ে থাকবে? যতক্ষণ ‘আমি তুমি’ আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুকা ভক্তি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোবিন্দের প্রতি) । কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও ‘তুমিই তুমি’ হ’য়ে যায়! তখন আমি খুঁজে পাই না। শক্তিরই অবতারণা। এক মতে

রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটি ঢেউ।

“অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্য রূপে তিনি। লাভের পর আনন্দ। ‘অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।’

[ঈশ্বরের রূপ আছে। ভোগবাসনা গেলে ব্যাকুলতা।]

(মাষ্টারের প্রতি) । আব তোমায় বলছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস কোরো না। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তারপর যে রূপটি ভালবাস সেইরূপ ধ্যান কোরো। (গোবিন্দের প্রতি)। কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ভেলে, খেলা নিয়ে, ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ থাকে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে ‘মা যাব’, আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তাবই সঙ্গে যাবে। যে কোলে ক’রে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

“সংসারের ভোগ হ’য়ে গেলে ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি ক’রে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।”

মাষ্টার । স্বগতঃ ভোগ-বাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়।

প্রথম ভাগ-সপ্তম অঙ্ক ।

—:~:—

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

—*—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে । আবেণ কৃষ্ণাপ্রতিপদ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ ।

দক্ষিণেশ্বরে। অধর, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে। ১১১

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিজ্ঞানের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল—তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত। কৃষ্ণকিশোরের কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের প্রতি। দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, ‘সোহম,’ অর্থাৎ ‘আমিই সেই পরমাত্মা।’ এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীরা মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবটুকু করা যাচ্ছে, অথচ ‘আমিই সেই, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা’ এ কিকপ হ’তে পারে? বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার ক’রতে পারে না,—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোয়া দেওয়া ময়লা করে, আকাশের কিছু ক’রতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত ব’লতো, আমি ‘খ’ - অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা ববং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য। মায়া না দয়া?]

“কিন্তু ‘আমি মুক্ত’ এ অভিমান খুব ভাল। ‘আমি মুক্ত’ এ কথা ব’লতে ব’লতে সে মুক্ত হ’য়ে যায়। আবার ‘আমি বদ্ধ’ ‘আমি বদ্ধ,’ এ কথা ব’লতে ব’লতে সে ব্যক্তি বদ্ধই ব’য়ে যায়। যে কেবল বলে, ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ সেই খালাই প’ড়ে যায়। বরং ব’লতে হয়, আমি তাঁর নাম ক’রেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হ’য়েছে। হৃদয়ে চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া না দয়া?

* হৃদয় ইং ১৮৮১ সনবাঁচাব দিন পশ্চিম কালীবাটীতে প্রায় তেইশ বৎসর পবনহৃদয়ে সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনের। তাঁহার জন্মভূমি চগলি জেলাব অন্তঃপাতী গিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৬ কামাবশুকুব হইতে চুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখমাসে দ্বিবাটি বৎসর বৎসরে জন্মভূমিতে তাঁহার পবলোক প্রাপ্ত হইতাবে।

মাষ্টার কি বলিবেন ? চুপ করিয়া রহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা । দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা । আমার এটা কি হ'লো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—অনেক সেবা ক'রেছিল—হাতে ক'রে ও পরিষ্কার ক'রতো । তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল ! এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ ক'রতে গি'ছিলুম । কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—এখন সে কিছু [টাকা] পেলে মনটা স্থির হয় । কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব'লতে যাব ' কে ব'লে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

‘অমর্য আধারে চিমসী দেবী ।

বিশুপুরে অমর্য দর্শন ।’

বেলা ছুটা তিনটার সময় ভক্তবীর অধর সেন ও বলরাম আসিয়া উপনীত হইলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ? ঠাকুর বলিলেন, ‘হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ'য়ে আছে’ । হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না ।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সিংহবাহিনী আমি দেখতে গি'ছিলুম । চাষাধোপা পাড়ার এক জন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম । পোড়ো বাড়ী । তারা গরীব হ'য়ে গেছে । এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে বুরবুর ক'রে বালি গুরুকি পড়ছে । অগ্ন মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই । (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি ! [মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার ক'রতে হয় । সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মান্তে হয় ।

দক্ষিণেশ্বরে । অধর, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ১১৩

“আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জল্ জল্ ক’রছে । আবির্ভাব মানতে হয় ।

“আমি একবার বিষ্ণুপুরে গি’ছিলুম । রাজার বেশ সব ঠাকুর-বাড়ী আছে । সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে নাম স্নানশ্রী । ঠাকুর-বাড়ীর কাছে বড় দীঘি । কৃষ্ণবাঁধ । লালবাঁধ । আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি ? আমি ত জানতুম না যে মেয়েরা মৃগয়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয় ! আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ’ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই । আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃগয়ী-দর্শন হ’ল—কোমব পর্য্যন্ত ।

[ভক্তের মুখ ছঃখ । ভাগ৭৩ ও মহাভারতেব কথা ।]

এত ক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতেছেন । কাবুলের রাজনিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল । এক জন বলিতেছেন যে, ইয়াকুব খা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন । তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মহাশয় । ইয়াকুব খা কিন্তু এক জন বড় ভক্ত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, শুখ-ছুখ দেহধাবণেব ধম্ম । কবিকঙ্কণচণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি’ছিল, তার বুক পাষণ দিয়ে রেখেছিল । কিন্তু কালুবীর ভগবতীর ববপুত্র । দেহধারণ ক’রলেই শুখ ছুখ ভোগ আছে । শ্রীমন্ত বড় ভক্ত ।

আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তুব কত বিপদ । মথানে কাটতে নিয়ে গি’ছিলো । একজন

কাঠবে, পবন ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন । কিন্তু তার কাঠরের কাজ আর ঘুচলো না ! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে । কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ’ল । কিন্তু কারাগার ঘুচলো না !

মাষ্টার । শুধু কারাগার ঘোচা কেন ? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া । দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, প্রাবন্ধ কর্মের ভোগ । যে ক’দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয় । এক জন কাণা গঙ্গান্নান

ক'রুলে । পাপ সব ঘুচে গেল । কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচলো না । (সকলের হাস্য ।) পূর্বজন্মের কৰ্ম ছিল, তাই ভোগ ।

মণি । যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যা'বার নয় । দেখ না— পাণ্ডবদের অত বিপদ ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই । তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত, কোথায় ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

‘সমাধি’মন্দিরে । কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন ।

এমন সময় নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বিশ্বনাথ নেপালের বাজার উকিল,—রাজপ্রতিনিধি । ঠাকুর কাপ্তেন বলিতেন ‘ নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বি, এ, পড়িতেছেন । মাঝে মাঝে বিশেষতঃ ববিবাবে, দর্শন কবিত্তে আসেন ।’

তাহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন । ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুবাটী ঝুলান ছিল । সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন, —তাহার ঠোঁটের সুর বাঁধা হইতে লাগিল,—কখন গান হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । দেখ, এ আব তেমন বাজে না ।

কাপ্তেন । পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই । (সকলের হাস্য) । পূর্ণকুন্ত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেন প্রতি) । কিন্তু নারদাদি ?

কাপ্তেন । তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, নারদ, শুকদেব, এরা সমাধির পব নেমে এসেছিলেন,—দয়ার জন্ত, পরের চিত্তের জন্ত, তাঁরা কথা কয়েছিলেন ।

নরেন্দ্র গান আবস্ত করিলেন । গাইলেন,—

দক্ষিণেশ্বরে । অথর, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ১১৫
সত্য শিব সুন্দর রূপ ভাতি যদি অন্দিরো,
(সে দিন কবে বা হ'বে)

নিবধি নিরধি অহুদিন মোরা ডুবির রূপ সাগরে । জ্ঞান-অনন্তরূপে
পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইরে ত্রীপদে । আনন্দ
অমৃতরূপে উদিয়ে হৃদয়-আকাশে, চক্ৰ উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হবসে,
আমবাও নাথ তেমনি কবে মাতিব তব প্রকাশে । শান্ত শিব অধিতীর রাজরাজ-
চরণে, বিকাটব ওহে প্রাণসখা সফল কবির জীবনে । এমন অধিকার কোথা
পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (মগরীবে) । শুদ্ধমপাপবিন্দু রূপ হুহুরিয়ে নাথ
তোমাব, আলোক দেখিলে আধাব যেমন ঘায় পলাইয়ে সন্দেহ, তেমনি নাথ
তোমাব প্রকাশে পলাইবে পাপ-আধাব । ওহে ঐবতাব-সম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস
হে, জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূবাও মানব আশ, তামি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন
হইয়ে হে, আপনাবে ভাল বাব তোমাবে পাউষে হে । (সে দিন কবে হ'বে) ॥

আনন্দ অমৃতরূপে, এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন ! আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া
আছেন । পূর্ব-আশ্র । দেহ উন্নত । আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন
হইয়াছেন । লোকবাক্য একবারে নাট । শ্বাস বহিছে, কি না বহিছে !
স্পন্দহীন । নিমেষশূন্য । চিত্রাপিতের স্থায় বসিয়া আছেন । যেন এ
বাক্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় ।

জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ ।

সম্মাধি ভক্ত হইল । ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি
দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন ।
সেখানে হাজরা মহাশয় কল্লাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া
বসিয়া আছেন । তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতেছেন । এদিকে
ঘবে এক ঘর লোক । শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভক্তের পর ভক্তদের মধ্যে
দৃষ্টিপাত করিলেন । দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই ; শূন্য তানপুরা পড়িয়া
বহিয়াছে । আর ভক্তগণ, সকলে তাঁর দিকে ঐশ্বর্য্যের সহিত
চাহিয়া রহিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগুন জ্বলে গেছে, এখন থাক্লে আর গেল !

(কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি) । চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে । চিদানন্দ আছেই,—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ । বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে ।

কাপ্তেন । কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে । কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে ।

শ্রীবাসকৃষ্ণ । শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন । ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয় । সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায় । জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে । তাব পক্ষে সব স্বপ্নবৎ । সে সর্বদা স্বপ্নরূপে থাকে । ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার ভাঁটা হয় । হাস, কাদে, নাচে, গায় । ভক্ত তাঁব সঙ্গে বিলাস ক'রে ভালবাসে—কখন সঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর ববফ 'টাপুব টুপুব' 'টাপুব টুপুব' করে । (হাস্য) ।

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী । ব্রহ্ম ও আত্মশক্তি অভেদ ।]

“জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায় । ভক্তের ভগবান,—ষড়ৈখ্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ । কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী । যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি, মণির জ্যোতিঃ ব'লেই মণি বুঝায়, মণি ব'লেই জ্যোতিঃ বুঝায় । মণি না ভাব্লে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাব্লে মণি ভাবতে পারা যায় না । এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ, তাই নানা রূপ—‘সে তো তুমিই গো তারা !’ যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি ! কিন্তু জল স্থির থাক্লেও জল, তরঙ্গ ভুডভুড়ি হ'লেও জল । সেই সচ্চিদানন্দই আত্মশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় করেন । যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না, তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন তখনও তিনি ; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি,—কেবল উপাধিবিষেয় ।

কাপ্তেন । আজ্ঞা হাঁ, মহাশয় !

দক্ষিণেশ্বরে । অধর, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ১১৭

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম ।

কাপ্তেন । কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বৈচ্ছাচার ; তিনি বাবু, সাধু নন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । কাপ্তেন আমায় বাবণ কবে, কেশব সেনের ওখানে যেতে ।

কাপ্তেন । মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি ক'রবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) । তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্ত, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না ? সে ঈশ্বরচিন্তা কবে, হবিনাম কবে । তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বরমায়া-জীবজগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন !

— — —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

নরেন্দ্রসঙ্গে । জ্ঞানসৌগ ও ভক্তিসৌগের সমন্বয় ।

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন । কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁব প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । মাষ্টার তাঁহাব সঙ্গে ঐ বাবাণ্ডায় আসিলেন ।

উত্তর-পূর্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুদ্ধ জ্ঞানবিচার কবেন,—বলেন, “জগৎ স্বপ্নবৎ,—পূজা নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য, আর ‘আমিই সেই’ ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি গো ! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্ছে ?

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । কত কি কথা হ'চ্ছে, 'লম্বা' 'লম্বা' কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধভক্তি এক । শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধভক্তিও সেইখানে, নিষে যায় । ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ ।

নরেন্দ্র । ‘আব কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে, দে মা পাগল ক'রে ।’ (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamiltonএ পড়'লুম—লিখ'ছেন, ‘A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.’

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । এর মানে কি গা ?

নরেন্দ্র । Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষে হলে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে । তখন ধর্মের আরম্ভ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । 'Thank you ' Thank you ' (হাস্ত ।)

— — —

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা সমাগমে হরিপ্রবলি । নরেন্দ্রের কথ শুণ ।

কিয়ৎক্ষণ পবে সন্ধ্যা আগত প্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন । নরেন্দ্র ও বিদায় লইলেন ।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল । সন্ধ্যা হয় হয় । ঠাকুরনাড়ীর ফরাস চাবিদিকে আলোৎসব আয়োজন করিতেছে । কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্ধনিমগ্ন হইয়া বাহা ও অন্তব শুচি করিতেছেন , শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদেব বাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে । দক্ষিণেশ্বরগ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহাবও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে । তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুমুমগন্ধবাহী নির্মল সন্ধ্যাসমীপে সেবন করিতে কবিত্তে শ্রাবণ মাসের খবরশ্রোত ঈষৎবীচিবিকম্পিত গঙ্গা-প্রবাহ দেখিতেছে । তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে । ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণ ও পশ্চিমের বাবাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন কবিত্তে লাগিলেন ।

সন্ধ্যা হইল । ফরাস আলোগুলি জালিয়া দিয়া গেল । ঠাকুরদেব ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জালিয়া ধূনা দিল । এদিকে দ্বাদশমন্দিবে শিবের আরতি, তৎপবেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি, আরম্ভ হইল । কঁাসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা, মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল —মধুর ও গম্ভীর—কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা !

শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ, কিয়ৎক্ষণ পবেই চাঁদ উঠিল । বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষে ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্রাবিত হইল । এদিকে

দক্ষিণেথরে । অধর, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ১১৯
জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল কত আনন্দ করিতে করিতে
প্রবাহিত হইতেছে ।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্নাথকে নমস্কার করিয়া,
হাততালি দিয়া হবিষ্যনি করিতেছেন । কক্ষমধ্যে অনেকগুলি
ঠাকুরদের ছবি,—ঋষ পঞ্চাশদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর
ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি । তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া ও
ঠাহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন । আবার বলিতেছেন,
ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্, ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম,
বেদ পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী । শরণাগত শরণাগত, নাহং,
নাহং, তুঁহু তুঁহু, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি ।

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করষোড়ে জগন্নাথের চিন্তা করিতেছেন ।
দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাসমাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে-
ছিলেন । ঠাহারা ঠাকুরের আরাতির কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের ঘরে
ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন । পবনহংসদেব খাটে
উপবিষ্ট । মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া
আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাখাল, এরা
মব নিতাসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি । এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ ।
দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না । আমার সঙ্গে
কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে ব'লে
—তা চেয়েও দেখে না । আমারই অপেক্ষা রাখে না । আবার যা
জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে,
নরেন্দ্র এক বিদ্বান্ । মায়ামোহ নাই, —যেন, কোন বন্ধন নাই !
খুব ভাল আধার । একাধারে অনেকগুণ, গাইতে বাজাতে,
লিখতে পড়তে । এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে, বিয়ে কোববো
না । নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী পুরুষ ।
নরেন্দ্র বেশী আসে না । সে ভাল । বেশী এলে আমি বিফল হই ।

সিঁহুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ দর্শন । বিজয়াদি সঙ্গে । ১২১
 বিশ্বাস, তাঁহার বালকের স্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের
 জন্ত বাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার
 বিষয়কথাবর্জন ও তৈলা-ধারা ভূলা নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথাশ্রবণ,
 তাঁহার সর্বধর্ম-সমন্বয় ও অপর ধর্মের বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার
 ঈশ্বরভক্তের জন্ত রোদন,—এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তা-
 কর্ষণ করিয়াছেন । তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন
 লাভার্থে আসিয়াছেন ।

[শিবনাথ ও সত্যকথা । ঠাকুর ‘সমাধিমন্দির’ ।]

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও
 অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্ত বদনে আলাপ করিতেছেন ।
 সনাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ
 হইবে ।

পরমহংসদেব বলিতেছেন, হাঁগা, শিবনাথ আসবে না ?” একজন
 ব্রাহ্মভক্ত বলিতেছেন, “না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে
 পারবেন না ।” পরমহংসদেব বলিলেন, “শিবনাথকে দেখলে
 আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে ; আর যাকে
 অনেকে গণে মানে, তা’তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে । তবে
 শিবনাথের একটা তারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই । আমাকে
 ব’লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাগীতে) যাবে,
 কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও গাঠায় নাই ; ওটা ভাল নয় ।
 এই রকম আছে যে, সত্য কথাই বলিলে তপস্যা । সত্যকে
 অঁট ক’রে ধ’রে থাকলে ভগবান লাভ হয় । সত্যে অঁট না থাকলে
 ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয় । আমি এই ভেবে, যদিও কখন ব’লে ফেলি
 যে বাছে যাব, যদি বাছে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক’রে
 ঝাউতলার দিকে যাই । ভয় এই—পাছে সত্যের অঁট যায় ।
 আমার এই অবস্থার পর মাঝে ফুল হাতে ক’রে বলেছিলাম, ‘মা !
 এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি
 দাও মা ; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায়
 শুদ্ধাভক্তি দাও মা ; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ,
 আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা ; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও

তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ।’ যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ কথা বলতে পারি নাই, মা । এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য । সব মাকে দিতে পারলুম, ‘সত্য’ মাকে দিতে পারলুম না ।”

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল । বেদীর উপরে আচার্য্য ; সম্মুখে সেজ । উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বোদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্তরে সেই পুরাতন আৰ্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত, নাম গান করিতে লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিতাতি, শাস্তম্ শিবমদ্বৈতম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।” প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল । অনেকের অন্তরে বাসনা নির্বাপিতপ্রায় হইল । চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল । সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত,—ক্ষণকালের জন্ত বোদোক্ত স্বগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন । স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্র-পুস্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন । আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন ; আর দেহটী মাত্র পুণ্ড্রমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে ।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন । দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমগ্নলিত নেত্র । তখন “ব্রহ্ম” “ব্রহ্ম” বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন । উপাসনাস্থে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্গীর্জন করিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন । সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই নৃত্য দেখিতেছেন । বিজয় ও অশ্রাস্ত ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন । অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীৰ্ত্তনানন্দ সন্তোষ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন—ক্ষণকালের জন্ত হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিবরানন্দ ভুলিয়া গেলেন । বিবর স্তূথের রস তিক্তবোধ হইতে লাগিল ।

কীৰ্ত্তনাস্থে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন । ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্ত সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ।

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—“নির্লিপ্ত হ’য়ে সংসার করা কঠিন । প্রতাপ ব’লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত ; জনক নির্লিপ্ত হ’য়ে সংসার ক’রেছিলেন, আমরাও তাই ক’র্বো । আমি বলুম, মনে করলেই কি জনকরাজা হওয়া যায় ? জনক-রাজা কত তপস্যা ক’রে জ্ঞানলাভ ক’রেছিলেন । হেটমুণ্ড উৰ্দ্ধপদ হ’য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক’রে, তবে সংসারে ফিরে গিছিলেন ।

“তবে সংসারীর কি উপায় নাট ?—হাঁ, অবশ্য আছে । দিন কতক নির্জনে সাধন কাঠে হয় । তবে ভক্তিস্নাত হয়, জ্ঞানলাভ হয় ; তার পর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাট । যখন নির্জনে সাধন ক’রবে, সংসার থেকে একবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে । নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাট, দৈশ্বরই আমার সর্বস্ব । আর কৈদে কৈদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক’রবে ।

“যদি বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো ? তা এক দিন যদি এই রকম ক’রে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাকলে আরও ভাল ; বা বারোদিন, এক মাস, তিন মাস এক বৎসর, যে যেমন পারে । জ্ঞান ভক্তি লাভ ক’রে, সংসার ক’রলে, আর বেশী ভয় নাট ।

“হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাজলে হাতে আটা লাগে না । চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেলে আর ভয় নাই । একবার পরশ-মণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোতা থাক, মাটি থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাকবে ।

“মনটি দুধের মত । সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ’লে দুধে জলে মিশে যাবে । তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয় । যখন নির্জনে সাধন করে, মনরূপ দুধ থেকে, জ্ঞান-ভক্তিরূপ

মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায় । সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নিষ্কর্মে সাধন ।

শ্রীযুক্ত বিজয় সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন । সেখানে অনেক দিন নিষ্কর্মে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল । এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন । অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ । পরমহংসদেবের নিকট হেটুমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন ।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, “বিজয় । তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ ?”

“দেখ, দু'জন সাধু ভ্রমণ করতে করতে একটি সহরে এসে পড়েছিল । একজন হাঁ করে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখছিল ; এমন সময়ে অপরটির সঙ্গে দেখা হ'ল । তখন সে সাধুটী বলে, তুমি হাঁ করে সহর দেখছ তন্নী তন্নী কোথায় ? প্রথম সাধুটী বলে, আমি আগে বাসা পাক্ড়ে, তন্নী তন্নী রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি ; এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি । তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ ? (মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) দেখ, বিজয়ের এত দিন কোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে ।

[বিজয় ও শিবনাথ । নিষ্কাম কর্ম । সন্ন্যাসীর বাসনাত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । দেখ শিবনাথের ভারী ঝঙ্কাট । খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম কর্তে হয় । বিষয়-কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে ।

“শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্কে একটি গুরু করেছিলেন । এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্তে ছিল, একটি চিল এসে একটি মাছ ছেঁা মেরে নিয়ে গেল । কিন্তু মাছ দেখে পেছনে

সিঁহুরিরাপটী ব্রাহ্মসমাজ দর্শন । বিজয়াদি সঙ্গে । ১২৫

পেছনে আর এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল ; আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্তে লাগলো । মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেইদিকে যেতে লাগলো । দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল ; কাকগুলোও সেইদিকে গেল ; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল । এইরূপে পূর্ব-দিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুরতে লাগলো । শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে প'ড়ে গেল । তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল । চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসলো । ব'সে ভাবতে লাগলো, —এ মাছটা যত গোল করেছিল । এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলাম ।

“অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম থাকে, আর কর্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি । বাসনাত্যাগ হ'লেই কর্ম ক্ষয় হয় আর শান্তি হয় ।

“তবে নিকাম কর্ম ভাল । তাতে অশান্তি হয় না । কিন্তু নিকাম করা বড় কঠিন । মনে করছি, নিকাম কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না । আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিকাম কর্ম কর্তে পারে । ঈশ্বর দর্শনের পর নিকাম কর্ম অনায়াসে করা যায় । ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায়, কর্মত্যাগ হয়, দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম কবে ।

[সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না । প্রেম হলে কর্মত্যাগ হয় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । অবধূতের আর একটা গুরু ছিল—মৌমাছি । মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধুসঞ্চয় করে । কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না । আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায় । মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় কর্তে নাই । সাধুরা ঈশ্বরের উপর বোল আনা নির্ভর করবে । তাদের সঞ্চয় ক'র্তে নাই ।

“এটা সংসারীর পক্ষে নয় । সংসারীর সংসার প্রতিপালন করতে হয় । তাই, সঞ্চয়ের দরকার হয় । পন্থী (পাখী) আউর দরবেশ

(সাধু) সক্ষয় কবে না । কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সক্ষয় করে ;—
ছানার জন্ত মুখে ক'রে খাবার আনে ।

“দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁট-
ওয়ালা যদি কাপড় বুঢ়াকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস কোরো না ।
আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম । দু'তিন জন বসে আছে,
কেউ ডাল বাচ্ছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছে, আর বড়মানুষের
বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছে । বলছে “আরে, ও বাবুনে লাখো
রুপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী,
পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া ।” (সকলের হাস্য) ।

বিজয় । আস্তা হাঁ । গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি । গয়ায়
লোটাওয়ালা সাধু । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে
কর্ম্মভাগ আপনি হ'য়ে যায় । যাদের ঈশ্বব কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা
করুক । তোমার এখন সময় হ'য়েছে,—‘সব ছেড়ে তুমি বলো’, “মন
তুই ছাখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ।”

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনায় কণ্ঠে মাধুমা বষণ
করিতে করিতে গান গাইলেন,—

যতনে হৃদ-হ্র রেখো আদর্শিণী শ্যামা মাঝে ।

মন তুই ছাখ্ আব আমি দেখি, আব যেন কেউ নাহি দেখে ॥ কামাদিবে দিয়ে
ফাঁকি, আখ মন বিরলে দেখি, রসনাবে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে ।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে) ॥ কৃৎচি কুমদী যত, নিকট হ'তে
দিওনাকো, জ্ঞান নখনকে প্রহরা বেখো, সে যেন সাবধানে থাকে । (খুব যেন
সাবধানে থাকে) ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন
লজ্জা, ভয়, এ সব ভাগ কর । ‘আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে
আমায় কি ব'লবে’—এ সব ভাব ত্যাগ কর ।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ।]

“লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয় ।” লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি
অভিমান, গোপন ইচ্ছা এ সব পাশ । এ সব গেলে জীবের মুক্তি
হয় ।

সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ দর্শন । বিজয়াদি সঙ্গে । ১২৭

“পাশবদ্ধ জীব, পাশযুক্ত শিব । ভগবানের প্রেম—ভুল’ত জিনিষ ।
প্রথমে, স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়
তবেই ভক্তি হয় । শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন । ভক্তিতে প্রাণ
মন ঈশ্বরেতে লীন হয় ।

“তার পর ভাব । ভাবেতে মানুষ অবাক হয় । বায়ু স্থির হ’য়ে
যায় । আপনি কুস্তক হয় । যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে
বাল্টি গুলি ছোড়ে সে বাকশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ’য়ে যায় ।

“প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা । চৈতন্যদেবেন প্রেম হ’য়েছিল ।
ঈশ্বরে প্রেম হ’লে বাহিরের জিনিষ ভুল হ’য়ে যায় । জগৎ ভুল হ’য়ে
যায় । নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ,—তাও ভুল হ’য়ে যায় ।

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন—

সে দিন কবে বা হবে ?

হবি বলিতে ধাবা বেয়ে প’ড়বে (সে দিন কবে বা হবে ?) । সংসার বাসনা
যাবে (সে দিন কবে বা হবে) । অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে) ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ভাব ও কুস্তক । মহাবায়ু উঠিলে ভগবান দর্শন ।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি
ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী । তাঁহাদের মধ্যে এক জন শ্রীরজনীনাম রায় ।

ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, ঠাকুর বলিতেছেন । আর বলিতেছেন,
অর্জুনের যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল
—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না । এমন কি, চোখ ছাড়া আর কোন
অঙ্গ দেখতে পায় নাই । এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুস্তক হয় ।

“ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গরু গরু
ক’রে উঠে মাথার দিকে যায় । তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের
দর্শন হয় ।

[শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা । ঐশ্বর্য, বিভব, মান, পদ, সব মিথ্যা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে) । যারা শুধু পণ্ডিত,

কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমালে । সামা-
খ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল “ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের
প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস ক'রো ।” বেদে যাকে “রসস্বরূপ” ব'লেছে
টাকে কি না নীরস বলে । আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর
কি বস্তু, কখনও জানে নাই । তাই এরূপ গোলমালে কথা ।

“এক জন ব'লেছিল, ‘আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোঁড়া
আছে’ ! এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না
গোয়ালে ঘোড়া থাকে না । (সকলের হাস্য) ।

“কেউ ঐশ্বর্য্যার—বিভব, মান, পদ, এই সবে—অহঙ্কার করে ;
এ সব দুই দিনের জন্ম ; কিছুই সঙ্গে যাবে না । একটা গানে আছে—

ভেবে দেখি অন কেউ কার নথ, মিছে ভ্রম ভ্রমণে । ভুলনা
দক্ষিণে কালী বদ্ধ হ'বে মারাজালে ॥ যার জন্ম মর ভেবে, সে কি তোমাব সঙ্গে
যাবে । সেই প্রেমসী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে ॥ দিন দুই তিনেব জন্ম
ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে, সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালেব
কর্ত্তা এলে ।

[অহঙ্কারের মহৌষধ । তাবে বাড়া আছে ।]

“আর টাকার অহঙ্কার ক'র্ত্তে নাই । যদি বলে, আমি ধনী,—তো
ধনীর আবার, তারে বাড়ী, তারে বাড়ী, আছে । সন্ধ্যার পর যখন
জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো
দিচ্ছি । কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠলো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল ।
তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি ! কিছু
পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল । চন্দ্র মনে
ক'রলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসছে আমি জগৎকে আলো
দিচ্ছি ! দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হলো, সূর্য্য উঠ'ছেন । চাঁদ মলিন
হ'য়ে গেল,—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না !

“ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না ।”

উৎসব উপলক্ষে মণিলাল অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন
করিয়াছেন । তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্ত-
গণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন । যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন
করিলেন, তখন রাত্রি অনেক কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই ।

প্রথম ভাগ-নবম খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে শুভাগমন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীর নামক বাড়ীতে গিয়াছিলেন । কেশব পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন । কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাড়ীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন ।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন । ঠাকুর দেখিতেছি, নিশিদিন হরিণ্যপমে বিহ্বল । বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মপত্নীর সহিত এই-রূপ সংসার করেন নাই । ধর্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাহার সন্তিত কেনল ঈশ্বরায কথা করেন, ঈশ্বরের গান করেন, ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন, মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঠাকুর দেখিতেছেন । টাকা, ধাতুদ্রব্য, বটী ও বাটি স্পর্শ করিতে পারেন না । স্বীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না । স্পর্শ করিলে সিঁড়ি মাছেব কাঁটা ফোটা মত সেই স্থান ঝন্ঝন কন্ কন্ কবে । টাকা, সোণ, হাতে দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয় । অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্বের গায়, নিশ্বাস বহিতে থাকে !

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন । সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে ? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি ? যদি বিবাহ না করি, চাকরী তো করিতে হইবে না । মা বাপকে কি ত্যাগ করিতে হইবে ? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, —আমার কি হইবে ? আমারও ইচ্ছা কবে, নিশিদিন হরিণ্যপমে মগ্ন হইয়া থাকি । শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, কি

করিতেছি । ইনি রাতদিন তৈলধারার জ্বায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন , আর আমি রাতদিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি ! একমাত্র ইঁহারই দর্শন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক স্থানে একটু জ্যোতিঃ । এখন জীবন সমস্তা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে ?

“ইনি তো নিজে ক’রে দেখালেন । তবে, এখনও সন্দেহ ?

‘ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাই মনের সাধ !’ সত্যকি ‘বালির বাঁধ’ ? যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, আর হিসাব আসবে না । যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, কে রোধ করবে ? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগোরাঙ্গ কোপীন ধারণ ক’রেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্তচিন্ত হ’য়ে বনবাসী হ’য়েছিলেন, আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ ক’রেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক’রে বৈরাগী হ’য়েছিলেন, সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি উদয় হয়, এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে !

“আচ্ছা, যাবা দুর্বল, যাদের সে প্রোমোদয় হয় না। যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায় ? দেখি এই প্রেমিক বৈরাগী কি বলেন ?” ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন । ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট—সন্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ । একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন । তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন । জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠও আছেন ।

[গৃহস্থশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

বৈকুণ্ঠ । আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য কর ।

বৈকুণ্ঠ । মহাশয় । সংসার কি মিথ্যা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা । তখন তাঁকে ভুলে মানুষ ‘আমার আমার’ করে , মায়ায় বদ্ধ হ’য়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হ’য়ে, আরও ডোবে ! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না । একটী গান আছে—

এমনি অহাম্মায়াস্তান্ন অহ্মা রেখেছে কি কুহক কবে । ব্রহ্মা বিহু
অষ্টৈত্তত্ত্ব জ্ঞাবে কি জানিতে পাবে ॥ বিল ক'বে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে
তাতে গভায়াতের পথ আছে তব মীন পালাতে নাবে ॥ গুটীপোকার গুটি
কবে পালালেও পালাতে পাবে । মহামায়ার বন্ধ গুণী, আপনাব নালে আপনি
মবে ॥

“তোমরা তো নিজে নিজে দেখ্ছো, সংসার অনিত্য । এই
দেখো না কেমন ? কত লোক এলো গেল । কি জন্মালো, কত দেহ-
তাগ কব্লে । সংসার এই আছে, এই নাই । অনিত্য । যাদের এতো
‘আমাব’ ‘আমার’ ক'রছে চোখ বুঝলেই নাই । কেউ নাই, তবু
নাতির জগু কাশী যাওয়া হয় না ! ‘আমার হারুর কি হবে ?’
‘গভায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে’ । ‘গুটীপোকা
আপন নালে আপনি মবে ।’ এরূপ সংসার মিথ্যা , অনিত্য ।

প্রতিবেশী । মহাশয় । এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে
রাখবো কেন ? যদি স সাব অনিত্য এক হাতই বা সংসারে দিব
কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাকে ভেনে সংসার ক'রলে, অনিত্য নয় ।
গান শোন ।—

গান । অনন্ডে কৃষ্ণ কান্ত জাননা ।

এমন মানন জাম বইল পণ্ডিত, আবাদ ক'রে ফলতো সোণা ॥ কালী নামে
দাওবে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না । সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তাব
কাছেতে যম ঘেসে না । ‘অন্ত কিবা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জাননা । এখন’
আপন একতাবে (মন্বে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥ গুরুদত্ত বীজ রোপণ কবে,
ভক্তি-বাঁধি সঁচে দেনা । একা যদি না পরিস্ মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গৃহাশ্রমে ঈশ্বর লাভ । উপায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গান শুন্লে ? ‘কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে
তছরূপ হবে না ।’ ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে । ‘সে যে মুক্ত-
কেশীর শক্ত বেড়া, তাব কাছে ত যম ঘেসে না ।’ শক্ত বেড়া !
তাকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মনে শিন্ধুস্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হ'লে তবে তব্ব কথা মনে উঠে । তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয় কালীকল্পতরুমূলে । সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ । তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ কাম যা সংসারী দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায় । প্রতিবেশী । তবে সংসার মায়া বলে কেন ?

(বিশিষ্টাশৈববাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' ক'বে ভাগ ক'বতে হয় । তাঁকে যাবা পেয়েছে, তার জানে যে তিনিই সব হয়েছেন । তখন বোধ হয় ঈশ্বরমায়াজীব-জগৎ । জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি । যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর এক জন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখত ; তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন ক'ববে ? না, ওজন ক'রতে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত ধ'রতে হ'বে । ধ'রলে তবে ব'লতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল । খোলটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বীচি । বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্ম বলেছিলে, অবশ্য ব'লেছিলে । বিচার করবার সময় শাঁসকেই সাব, খোলা আব বীচিকে অসাব, ব'লে বোধ হয় । বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয় । আর বোধ হয় যে, যে সত্ত্বাতে শাঁস সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আব বীচি হ'য়েছে । বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে ।

“অমূলোম বিলোম । ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল । যদি ঘোল হ'য়ে থাকে তো মাখনও হ'য়েছে । যদি মাখন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ঘোলও হ'য়েছে । আত্মা যদি থাকেন,তো অনাত্মাও আছে ।

“ধারই নিত্য, তাঁরই লীলা (phenomenal world), ধারই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute), যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন । যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হ'য়ে-ছেন । বাপ,—মা ছেলে, প্রতিবেশী, জীব জন্তু, ভাল মন্দ, গুটি অগুটি সমস্ত ।

[পাপবোধ । Sense of sin and responsibility.]

প্রতিবেশী । তবে পাপ পুণ্য নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আছে, আবার নাই । তিনি যদি অহংতত্ত্ব (Ego) রেখে দেন তাহ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন । তিনি হু এক জনেতে অহঙ্কার একবারে পুছে ফেলেন—তারা পাপপুণ্য ভালমন্দের পার হয়ে যায় । ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভালমন্দ ঙ্গান, থাকবেই থাকবে । তুমি মুখে ব'লতে পারো 'আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে', তিনি যেমন করছেন, তেমনি ক'রছি ।' কিন্তু অন্তরে জান যে ও সব কথামাত্র, মন্দ কাজটা কব'লেই মন ধুগ্ধগ্ধ ক'রবে । ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন । সে অবস্থায় ভক্ত বলে—আমি দাস, তুমি প্রভু । ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ, সে ভক্তের ভাল লাগে । ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না । তবেই হ'লো, একরূপ ভক্তিতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন ।

প্রতিবেশী । মহাশয় বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কব । তাকে কি জানা যায় ?

[The 'Unknown and Unknowable']

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ মনের দ্বারা জানা যায় না । যে মনে বিষয়বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায় ।

প্রতিবেশী । ঈশ্বরকে কে জানতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক কে জানবে ? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই হ'ল । আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার ? এক ঘটি হ'লেই খুব হ'লো । চিনিব পাহাড়ের কাছে একটা পিপড়ে গিছিল । তার সব পাহাড়টার কি দরকার ? ১টা ২টা দানা হলেই হেউ চেউ হয় ।

প্রতিবেশী । আমাদের যে বিকার, এক ঘটি জলে হয় কৈ ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি ।

[সংসার-বিকারবোগ ও ঔষধ । ঔষধ—'মামেকং শবণং ব্রজ' ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ বটে । কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে ।

প্রতিবেশী । মহাশয়, কি ঔষধ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা । আমি বলছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না , এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও । আর আমি কিছুই চাই নাই ।

“যেমন বোগ, তাব হেমনি ঔষধ । গীতায় তিনি বলেছেন, হে অজ্ঞান, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব বকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক’ব্বো । তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্ধক্তি দেবেন । তিনি সব ভাব লবেন । তখন সব বকম নিকার দূরে যাবে । এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বলা যায় ? এক মন খটতে কি চার সেন হুধ ধবে ? আর তিনি না বলালে কি বলা যায় ? তাই বলছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন । তিনি ইচ্ছাময় । মানুষের কি শক্তি আছে ?”

শ্রীশ্রী ভাগ-দশম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব ।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন । বনিবান, ঠৈজাঢ় মাসের কৃষ্ণাষাঢ় তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ । ১২১৬ সকাল নয়টা হইতে শুক্লসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন ।

সুবেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ বাণু ডগাডী নামক পক্ষীঘন অন্তর্গত । নিকটেই বামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন । আজ সুবেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব ।

সকাল হইতেই সঙ্কীৰ্ত্তন আবস্ত হইয়াছে । কীর্ত্তনীমাগণ মাথুর গাহিতেছে । গোপাঙ্গিণের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীব শোচনীয় অবস্থা—সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল । ঠাকুর মুহূৰ্হুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । ভক্তগণ উদ্ভানগৃহন্যো চতুর্দিকে কাঁচা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ।

উজ্জানগৃহমধ্যে প্রধান প্রাকোলে সঙ্কীৰ্ত্তন হইতেছে । ঘরের মেলেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝমাঝে তাকিয়া বহিয়াছে । এই প্রকোষ্ঠে পূৰ্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামবা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বাবাণ্ডা আছে । উজ্জানগৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাধা-ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্কৰিণী । গৃহ ও পুষ্কৰিণীঘাটের মধ্যবর্তী পূৰ্ব-পশ্চিমে উজ্জানপথ । পথের দুইধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ফ্রোটনাদি গাছ । উজ্জান-গৃহের পূৰ্ব্বে ধাব হইতে উত্তরের ফটক পর্য্যন্ত আর একটী বাস্তা গিয়াছে । লাল সুবকির বাস্তা । তাহারও দুই পার্শ্বে নানা-বিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ফ্রোটনাদি গাছ । ফটকের নিকট ও বাস্তার পূৰ্ব্বে ধারে আর একটী বাধাঘাট পুষ্কৰিণী । পল্লীবাসী সাধারণ লোক এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয় । উজ্জানগৃহের পশ্চিম ধারেও উজ্জানপথ, সেই পথের দক্ষিণ পশ্চিমে বন্ধনশালা । আঙ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইতে । সুরেশ ও বাম সৰ্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন ।

উজ্জানগৃহের বাবাণ্ডাতেও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে । কেহ কেহ একাকী বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমে ও পুষ্কৰিণীর ধারে বেড়াইতেছেন । কেহ কেহ বাধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ।

সঙ্কীৰ্ত্তন চলিতেছে । সঙ্কীৰ্ত্তনগৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে । ভবনাথ, নিরঞ্জন, বাখাল, সুবেন্দ্র, বাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকই উপস্থিত । অনেকগুলি ব্রাহ্মণও উপস্থিত ।

মাধুর গান হইতেছে । কীৰ্ত্তনীয়া প্রথমে গোবচন্দ্রিকা গাহিতেছেন । গৌরাজ্জ সন্মাস করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্ৰেমে পাগল হইয়াছেন । তাব অদর্শনে নবদ্বীপের ভক্তেরা কাঁওর হুয়া কাঁদিতেন । তাই কীৰ্ত্তনীয়া গাহিতেছেন ।—গান । গোব একবার চল নদীধাব ।

তৎপরে শ্রীমতীর বিবহ অবস্থাবর্ণন করিয়া আবাব গাহিতেছেন !

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট । হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্ববে, আখব দিতেছেন—“সখি ! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে বেখে আয় ।” ঠাকুরের শ্রীবাধার ভাব

হইয়াছে । কথাগুলি বলিতে বলিতেই নিৰ্বাক হইলেন, দেহ স্পন্দহীন, অৰ্দ্ধনিম্নলিতনেত্র । সম্পূর্ণ বাহ্যশূণ্য ; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন ।

অনেককণ পবে প্রকৃতিস্থ হইলেন । আবাব সেই ককণ শব্দ । বলিতেছেন, “সখি ! তাব কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে ! আমি তোদের দাসী হ’ব । তুই তো কৃষ্ণ প্রেম শিখায়েছিলি ! —প্রাণবল্লভ !”

কীৰ্ত্তনীয়াদিগেব গান চলিতে লাগিল । শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি ! যমুনাৰ জল আ’নতে আমি যাব না । কদম্বতলে প্ৰিয়সখাকে দেখে-ছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই ।”

ঠাকুর আবাব ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । দীৰ্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতব হইয়া বলিতেছেন, ‘আহা’ ‘আহা’ ।”

কীৰ্ত্তন চলিতেছে — শ্রীমতীর উক্তি—

গান । শীতল শুদ্ধ অঙ্গ হোব সঙ্গস্থত লালসে (১৩)

মাঝে মাঝে আখব দিতেছেন — না হব তোদের হ’ব, আমাব এল’ল’ দেখাগো , । (ভূষণেব ভূষণ গেছে আব ভূষণে কান্ত নাহ)

(আমাব শুদিন গিণে দুদিন হ’বে) তদুপাৰাদন কি দেখা হব না ,

ঠাকুর আখব দিতেছেন — ১২ কাল কি আজও হব নাহ

কীৰ্ত্তনীবা আখব দিতেছেন— এত কাণ গেল, সে কাণ কি আজও হব নাহ ,

গান । মবিব মবিব সখি নিশ্চয় মবিব, আমাব , কান্ত হেন গুণানবি কাৰে দিয়ে যাব । না পোডাইও বাবা অঙ্গ না ভাসাইও জলে, (দেখো যেন অঙ্গ পোডাইও না গো) (কৃষ্ণ বিলাসেব অঙ্গ ভাসাইও না গো) রম্য বিলাসেব অঙ্গ জলে না ডাববি, অনলে না দিবি) মবিগে তুলিবে বেথো তমালব ডালে । (বেবে তমালে বাখবি , (তাতে পবণ হবে) । কাণোতে পবণ হবে , (কৃষ্ণ কালো তমাল কালো) (কালো বড় ভালবাসি) (শিশুকাল হ’তে) (আমাব কান্ত অঙ্গগত তহু) (দেখো যেন কান্ত ছাড়া ক’বো না গো) ।

শ্রীমতীর দশম দশা—মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন ।

গান । ধনি ভেল যুবছিত, হবল গেশান, (নাম কবিত্তে কবিত্তে) (হাট কি ভাজলি বাই) তখনি ত প্রাণ সখি বৃদিগ নধান । (ধনি কেন এমন হলো) (এই যে কথা কটতেছিল) কেহ কেহ চন্দন দেব ধনীৰ অঙ্গে, কেহ কেহ বোউত বিদ্যাতবঙ্গে । (সাথেব প্রাণ যাবে ব’লে) কেহ কেহ জল ঢালি বেষ রাইবের বদনে (যদি বাচে) (যে কৃষ্ণ অনুবাণে মবে, সে কি জলে বাচে)

মুচ্ছিতা দেখিয়া সখিবা কৃষ্ণনাম কবিতোছেন । শ্রামমামে তাঁহার সংজ্ঞা হইল । তমাল দেখে ভাবছেন বুঝি সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন ।

গান্ধ । শ্রাম নামে প্রাণ পেয়ে, ধনি উত্তি উত্তি চাষ, না দেখি সে চাঁদমুখ কাদে উভবান । (বলে কট বে শ্রীদাম) (তোবা মাঝ নাম শুনাটলি কট) (একবাব এনে দেখা গো) সম্মুখে তমাল তক দেখিবারে পাষ । (তখন) সেই তমাল তক কবি নিবীক্ষণ (বলে ঐ সে চূড়া) (আমার কক্ষের ঐ যে চূড়া) (চূড়া দেখা মাঝ) (তমাল গাছে ময়ূষ ছাৰ বলে, ঐ সে চূড়া দেখা মাঝ) ।

সখিবা যুক্তি কবিতা মথুবায দত্তী পাঠাইয়াছেন । তিনি একজন মথুবাবাসিনীর সহিত পরিচয় কবিলেন—

গান্ধ । এক বমণী সমবগসিনী, মনঃ পাবিত্য প্রচ ।

শ্রীমতীর সখি দত্তী ব'লছেন -আমায় ডাকতে হবে না, সে আপনি আসবে । দত্তী মথুবাবাসিনীর সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেখানে যাইতেছেন । তৎপরে ব্যাকুল হ'য়ে কোঁদে কোঁদে ডাকছেন—

“কোথায় হবি হে, গোপীজনজীবন ! প্রাণবল্লভ । বাধাবল্লভ ! লজ্জানিবারণ হবি । একবাব দেখা দেও । আমি অনেক গরব করে এদেব বলেছি, তুমি আপনি দেখা দিবে ।”

গান্ধ । মধুপূব নাগব', হাসি কহে দিবি, গাকুলে প্রাপ কোষাবী । (হাস গো) ' কেমন কবে বা মাঝি গো (এমন কা'ডালিনী বেণে) । মধুপূব দাব, পাবে বাজা বৈঠক, তাহা তাহা মাঝি মাঝি । (কেমন ক'বে বা মাঝি (তোবা সাহস দেখি লাগে মবি, বল কেমন ক'বে মাঝি) । হা হা নাগব, গোপীজন-জীবন (কাহা নাগব, দেখা দিবে দাসীর প্রাণ বাধ ।) কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ ।) (হে মধুবানাগ, দেখা দিবে দাসীর মন প্রাণ বাধ হবি) (হা হা বাধাবল্লভ ।) কোথায় আছে, সদয়নাথ হৃদয়বল্লভ, লজ্জা নিবারণ হবি) (দেখা দিবে দাসীর মান বাধ হবি) । হা হা নাগব গোপীজনজীবন, দত্তী ডাকত উভবাম ।

‘কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ ।’ এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন ।

কীর্তনান্তে কীর্তনীয়াবা উচ্চ সঙ্কীৰ্তন কবিতোছেন । প্রভু আবার দণ্ডায়মান । সমাধিস্থ । কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অক্ষুটস্থবে বলিতেছেন, “কিটু, কিটু” (কৃষ্ণ, কৃষ্ণ) । ভাবে নিমগ্ন । নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না ।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কীর্তনীয়ারা ঐ ভাবের গান গাহিতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—“ধনি দাঁড়ালো রে! অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে। শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো বে। তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো বে।”

এইবারে নাম সকীর্তন। তাহারা খোল করতাল সঙ্গে গাইতে লাগিল, “বাধে গোবিন্দ জয়!” ভক্তরা সকলেই উন্মত্ত! ঠাকুর রুতা করিতেছেন। ভক্তরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতেছেন। মধ্যে “বাধে গোবিন্দ জয়, বাধে গোবিন্দ জয়!”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরলতা ও ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের সেবা আর
সংসারের সেবা।

কীর্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময়ে নিবঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিক্ষারিত-লোচনে সম্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, ‘তুই এসেছিস্!’ (মাষ্টারকে)। দেখ, এ ছোকবাটি বড় সবল। সরলতা পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্শ্রা না ক’রলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারি এ সব থাকতে ঈশ্ববকে পাওয়া যায় না।

“দেখ্ছো না, ভগবান যেখানে অবতার হ’য়েছেন সেটখানেকই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সবল। লোকে বলে, “আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দযোষ!”

ভক্তরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হ’য়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)। দেখ্ তোমার মুখে যেন একটা কালো আবরণ প’ড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কি না, তাই প’ড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র ক’রতে হয়,—আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্ব্বদা ভাবতে হয়।

“সংসারী লোকেরা যেমন চাকরী করে, তুইও চাকরি করছিস্, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্ত চাকরি স্বীকার ক’রেছিস্।

আ। গুরুজন, ব্রহ্মাশ্রমীশ্রদ্ধা। যদি মাগ্ হেলের জন্ত
চাকরি ক'রিস্, আমি বল্‌হুম্, থিক্ থিক্ । শত থিক্ ! একশ' ছি !'

(মণিমল্লিকের প্রতি) । দেখ, ছোকরাটা ভারি সরল । তবে
আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ । সে দিন
ব'লে গেল যে আসবে, কিন্তু আর এলো না । (নিরঞ্জনের প্রতি)
তাঁই রাখাল ব'লছিল,—তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস্ নাই
কেন ?

নিরঞ্জন । আমি এঁড়েদয়ে সবে ছুদিন এসেছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি) । ইনি হেড্‌মাষ্টার । তোর
সঙ্গে দেখা ক'রতে গিছিলেন । আমি পাঠিয়েছিলাম । (মাষ্টারের
প্রতি) তুমি সে দিন বাবুরামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম ।]

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত কথাবাণী
কহিতেছেন । সেই ঘবে টেবিল চেয়াব কয়েকখানা জড় করা ছিল ।
ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্ধেক ব'সেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আহা গোপীদের কি অমুরাগ ।
তমাল দেখে একবারে প্রেমোন্মাদ ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে
চক্ষের জল সে আগুনের কাঁখে শুকিয়ে যেতো—জল হ'তে হ'তে
বাম্প হ'য়ে উড়ে যেতো । কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের
পেতো না । সায়ের দিঘিতে হাতী নাম্লে কেউ টের পায় না ।

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ । গৌরাক্ষের ঐ রকম হ'য়েছিল । বন
দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারু হয় ।
কি অমুরাগ ! কি ভালবাসা ! শুধু বোল আনা অমুরাগ নয়, পাঁচ
সিকা পাঁচ আনা ! এরই নাম প্রেমোন্মাদ । কথাটা এই, তাঁকে
ভালবাসতে হবে । তাঁর জন্ত ব্যাকুল হ'তে হবে । তা তুমি যে

পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর ; — ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর ; — তাঁতে অমুরাগ থাকলেই হোল । তখন তিনি যে কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন ।

“যদি পাগল হ'তে হয়, সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে ? যদি পাগল হ'তে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্ত পাগল হও ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ভবনাথ, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে হরিকথা প্রসঙ্গে ।

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিবিলেন । তাঁহাব বসিবাব আসনের কাছে একটি তাকিয়া দেওয়া হইল । ঠাকুর বসিবার সময় “ও তৎ-সৎ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন । বিবয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে . এই জন্ত বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপা-ধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন । ভবনাথ, মাষ্টার পড়তি কাছে বসিলেন ।

বেলা অনেক হইয়াছে , এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই । ঠাকুর বালকস্বভাব । বলিলেন, কৈগো এখনও যে দেয় না । নরেন্দ্র কোথায় ?

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্তে) । মহাশয় ' রামবাবু অধ্যক্ষ । তিনি সব দেখছেন । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) ! রাম অধ্যক্ষ ! তবেই হয়েছে ।

একজন ভক্ত । আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ ,—সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । সুরেন্দ্র কোথায় ? আহা সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হ'য়েছে । বড় স্পষ্ট বক্তা, কারকে ভয় ক'রে কথা কয় না । আর দেখো খুব মুক্তহস্ত । কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্ত গেলে শুধু হাতে ফেবে না । (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, কালনায় গিছিলাম । ভগবান দাস খুব

বুড়ো হ'য়েছেন ।' রাত্রে দেখা হ'য়েছিল, কাঁধার উপর শুয়েছিলেন ।
প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল । চেষ্টায় কথা কইলে
শুন্তে পান । আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন, ভোগাদের
আব ভাবনা কি ?

সেই বাড়ীতে নামভ্রমের পূজা হয় ।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি) । আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে
যান নাই । ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনাব বিষয় জিজ্ঞাসা
ক'নছিলেন, আর বল'ছিলেন, যে মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল ।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন । ঠাকুর উভয়ের কথো-
পকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন । মাষ্টারের প্রতি স্নেহে দৃষ্টি করিয়া
বলিতেছেন, ই্যা গো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি ?

মাষ্টার তো তো কবিত্তে লাগিলেন ।

এমন সময় মহিমাচরণ উপস্থিত । মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী,
ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সবদা দক্ষিণেশ্বর যান ।
ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে । স্বাধীনভাবে থাকেন,
কাহারও চাকরী করেন না । সবদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা
করেন । কিছু পাণ্ডিত্যও আছে । ইংরাজী, সংস্কৃত, অনেক গ্রন্থ
পড়িয়াছেন ।

ঐরামকৃষ্ণ (সহান্না, মহিমার প্রতি) । এ কি ! এখানে জাহাজ
এসে উপস্থিত ! (সকলের হাস্য) । এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি
আসতে পারে ; এ যে একেবারে জাহাজ ! (সকলের হাস্য) । তবে
একটা কথা আছে । এটা আষাঢ় মাস ! (সকলের হাস্য) ।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইতেছে ।

ঐরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । আচ্ছা লোককে খাওয়ান এক
রকম তাঁরই সেবা করা, কি বল ? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নি-
রূপে র'য়েছেন । খাওয়ান কি না, তাঁকে আছতি দেওয়া ।

“কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই । এমন লোক,
যারা ব্যাভিচারাদি মহাপাপক ক'রেছে,—ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—
এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গায় সাত হাত মাটি অপবিত্র হয় ।

“জন্মে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল । তাদের মধ্যে অনেকেই

খারাপ লোক । আমি ব'লুম, 'দেখ্ হুদে, ওদের যদি তুই খাওয়ায়, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চ'লুম ।' (মহিমার প্রতি) । আচ্ছা, মি শুনেছি তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি চা বেড়ে গেছে ? (সকলের হাস্য) ।

— — —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে ।

এইবার পাতা হইতেছে । দক্ষিণের বারাণ্ডায় । ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি ক'রছে । আর, আপনাকে আমি বলতে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন করলে ? মহিমাচরণ বলিতেছেন, “নিয়ে আস্তক না, তারপর দেখা যাবে,” এই বলিয়া ‘জ' হু’ কবিয়া একটু দালানেব দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন ।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন ।

আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন । ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্কণীর বাধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাটিতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন । সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন ।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত । তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত । আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন । ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন । প্রতাপের সহিত অনেক কথা-বার্তা হইতেছে ।

প্রতাপ । মহাশয় ! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম (দার্জিলিং) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু তোমার শরীর ত' তত ভাল হয় নাট । তোমার কি অসুখ হ'য়েছে ?

প্রতাপ । আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ ।

কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল । কেশবের অন্ত্যস্ত কথা হইতে লাগিল । প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছিল । তাঁকে আহ্লাদ আমোদ ক'র্ষে প্রায় দেখা যেত না ! হিন্দু

কলেজে প'ড়তেন , সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয় । আর ঐ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয় । কেশবের দুইই ছিল । যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল । সময়ে সময়ে তাঁর ভক্তির এত উচ্ছাস হ'তো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'ত । গৃহস্থ-দের ভিতর ধর্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার । 'আমি কর্তা' 'আমি গুরু' । দর্শনের লক্ষণ ।]

একটা মহারাষ্ট্রদেশীয় শ্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে ।

প্রতাপ । এদেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে । একটি মহারাষ্ট্রদেশের মেয়ে, খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল । তিনি কিন্তু শ্রীষ্টান হ'য়েছেন । মহাশয়, কি তাঁর নাম শুনেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । না , তবে তোমার মুখে যা শুন্লুম, তাতে বোধ হ'চ্ছে যে, তার লোকমান্য হবার ইচ্ছা । এরূপ অহঙ্কার ভাল নয় । 'আমি কর্তা,' এটি অজ্ঞান থেকে হয় , হে ঈশ্বর তুমি কর্তা—এইটী জ্ঞান । ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা ।

“আমি' 'আমি' কর্তা' যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে । বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা', (আমি আমি) করে । তার দুর্গতি দেখ । হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে , রোদ নাই, বৃষ্টি নাই । হয়ত কষাট কেটে কেলে । মাংসগুলো লোকে খাবে । ছালটা চামড়া হবে , সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে । লোক তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে । তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না । চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয় । আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে । অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে ! যখন ধূনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁছ তুঁছ' বলে । আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না । তুঁছ তুঁছ বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি । কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না ।

“জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা—

‘আমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞী’, তখনই জীবের সংসার-যজ্ঞণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

একজন ভক্ত । জীবের অহঙ্কার কেমন ক’রে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে দর্শন না ক’রলে অহঙ্কার যায় না। যদি কার অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হ’য়েছে।

ভক্ত । মহাশয় । কেমন ক’রে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হয়েছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক’রেছে, তাব চারিটা লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

“যার ঈশ্বর দর্শন হ’য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান। তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত ‘কত্ হাঙ্গে, কত্ কাঁদে’, এট বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপবে গ্যাংটা ;—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের গ্যায় চুপ কবে বসে আছে। জড়বৎ।

ভক্ত । ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একবারে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কখন কখন তিনি অহঙ্কার একবারে পুড়ে কেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক ‘আমি’ ‘আমি’ কবে, কিন্তু কাক অনিষ্ট করতে জানে না।

“পরশমনি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোণার তরোয়াল হ’য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কার অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিলাতে কাকনের পূজা ! জীবনের উদ্দেশ্য কৰ্ম্ম না ঈশ্বরলাভ ? শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি

দেখলে সব বল । প্রতাপ । বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাকন বলেন, তারই পূজা করে । তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে । কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড ! আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম ।

[বিলাত ও কৰ্ম্মযোগ । কলিযুগে কৰ্ম্মযোগ না ভক্তিযোগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে) । বিষয় কৰ্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয় । সব জায়গায় আছে । তবে কি জান ? কৰ্ম্মকাণ্ড হ'চ্ছে আদিকাণ্ড । সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । রজোগুণে কাজের আডম্বর হয় । তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে, পড়ে । বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় । কামিনীকাকনে আসক্তি বাড়ে ।

তবে কৰ্ম্ম একবারে ত্যাগ করবার বো নাট । তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কৰ্ম্ম করাবে ! তা হুমি ইচ্ছা কর আর নাট কর । তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম্ম কর । অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম্ম করা,— কি না, কৰ্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না । যেমন পূজা তপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার কিম্বা পুণ্য কর'বার জন্ম নয় ।

‘এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম্ম করার নাম কৰ্ম্মযোগ । ভারি কঠিন । একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায় । মনে ক'র'ছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি, কিন্তু কোনদিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না ! হয়তো পূজা মহোৎসব কবলুম, কি অনেক গরীব কাঙাল-দের সেবা ক'রলুম—মনে ক'রলুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্য হবাব ইচ্ছা হয়েছে, জানতে দেয় না ।’ তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে ।

একজন ভক্ত । ধারা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁদের উপায় কি ? তাঁরা কি বিষয় কৰ্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কলিতে ভক্তিশ্রোণ । নারদীয় ভক্তি । ঈশ্বরের নাম গুণ গান ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা, ‘হে ঈশ্বর আমার জ্ঞান দাও, ভক্তি দেও, আমার দেখা দাও’ । কৰ্ম্মযোগবড় কঠিন ।

তাই প্রার্থনা কর্তে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কৰ্ম কয়িয়ে দাও । অঁব যে টুকু কৰ্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে কর্তে পারি । আর যেন বেশী কৰ্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয় ।

“কৰ্ম ছাড়বার যো নাই । আমি চিন্তা ক'রছি, আমি ধ্যান ক'রছি এও কৰ্ম ।

ভক্তিলাভ ক'রলে বিষয়কৰ্ম আপনা আপনি কমে যায় । আর ভাল লাগে না । ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায় ?

একজন ভক্ত । বিলেতের লোকেরা কেবল 'কৰ্ম কর' 'কৰ্ম কর' করে । কৰ্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ । কৰ্ম তো আদিকাণ্ড , জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না । তবে নিষ্কাম কৰ্ম একটা উপায়,—উদ্দেশ্য নয় ।

“শম্ভু ব'লে, এখন এই আলীক্সান্দ্র ক'রুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সন্ধ্যায় যায়,—হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সব । আমি বল্লাম, এ সব কৰ্ম অনাসক্ত হ'য়ে ক'রতে পারলে ভাল , কিন্তু তা বড় কঠিন । আর যাই হোক এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মেব উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ , হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারী করা নয় । মনে কর ঈশ্বর তোমার সাম্মুনে এলেন ; এসে বসেন, তুমি বর লও । তা হ'লে তুমি কি ব'লবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী ক'রে দাও , না বলবে হে ভগবন, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সৰ্ব্বদা দেখতে পাই । হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু । তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কৰ্তা আমরা অকৰ্তা । তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি ? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী হ'তে পারে !

“তাই বলছি কৰ্ম আদিকাণ্ড । কৰ্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয় । সাধন করে আরও এগিয়ে পড় । সাধন ক'বতে ক'রতে, আরও

এগিয়ে পড়লে, শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আব সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য । একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছলো । হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'লো । ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো !' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন ?

“এই রকমে কিছু দিন যায় । এক দিন সে ব'সে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো । তখন সে মনে মনে বল্লেন, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো । বনে গিয়ে আবো এগিয়ে দেখে যে অসংখ্য চন্দনের গাছ । তখন আনন্দে গাডি গাডি চন্দনের কাষ্ঠ নিয়ে এলো , আব বাজাবে বেচে খুব বড় মাহুঘ হয়ে গেল ।

“এই রকমে কিছু দিন যায় । আর এক দিন মনে প'ড়লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়' । তখন আবাব বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে কাপোব খনি । এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই । তখন খনি থেকে কেবল কাশা নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'বতে লাগলো । এত টাকা হ'লো যে, আঙুল হ'য়ে গেল ।

“আবাব কিছু দিন যায় । একদিন ব'সে ভাবছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে কাপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে এগিয়ে যেতে বল্লেন । এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোণার খনি ! তখন সে ভাবলে, ওহো ! তাই ব্রহ্মচারী বল্লেন, এগিয়ে পড় ।

“আবার কিছু দিন পবে এগিয়ে দেখে, হীরে মানিক বাসীকৃত পড়ে আছে । তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য্য হ'লো ।

“তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে । একটু জপ ক'বে উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রো না, যা হবার তা হ'য়ে গেছে । কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয় । আরো এগোও, কর্ম্ম নিষ্কাম ক'রতে পারবে । তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন । তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'রতে পারি ।'

“আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে।
ক্রমে তাঁর আলাপ কথাবার্তা হবে।

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়,
এইবার তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতাপের প্রতি)। শুন্হি তোমার সঙ্গে বেদী
নিয়ে নাকি ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রেছে, তারা তো সব
হ'রে, প্যালা, পকা। (সকলের হাস্ত)।

(ভক্তদের প্রতি)। দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে।
আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্ত)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি ব'লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রতাপকে শিক্ষা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখো, তোমাদেব ব্রাহ্ম-
সমাজের লেক্চার শুন্লে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়। এক
হরিসত্য আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন
পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ‘ঈশ্বর নীরস, আমাদের
প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'বে নিতে হ'বে’। এই কথা
শুনে অবাক্! তখন একটা গল্প মনে প'ডলো। একটা ছেলে
বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে,—এক
গোয়াল ঘোঁড়া! এখন গোয়াল যদি হয়, তা হ'লে কখন ঘোঁড়া
থাক্কে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। একপ অসম্বন্ধ কথা শুন্লে
লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নাই।
(সকলের হাস্ত)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নাইই! গরুও নাই (সকলের
হাস্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁকে কিনা
ব'ল্ছে ‘নীরস’! এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিষ,
কখনও অসম্ভব করে নাই।

[‘আমি কর্তা’ ‘অমার ঘর’ অজ্ঞান । জীবনের উদ্দেশ্য ‘ভূষ দাত’ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । দেখ, তোমায় বলি । তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা । কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই ছু ভাই । লেকচার দেওয়া, তর্ক ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ এ’সব অনেক তো হ’লো । আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে ? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও । ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও ।

প্রতাপ । আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাট, তাই করা কর্তব্য । তবে এ সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । তুমি ব’ল্ছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্ত সব ক’ছো ; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাকবে না । একটা গল্প শুন । একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল । কুঁড়ে ঘর । অনেক মেহনত ক’রে ঘরখানি ক’রেছিল । কিছু দিন পরে একদিন তারি ঝড় এলো ! কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ ক’রে লাগলো । তখন ঘর রক্ষার জন্ত সে তারি চিন্তিত হ’ল । বলে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটা ভেঙে না বাবা । পবনদেব কিন্তু শুনছেন না । ঘর মড় মড় ক’রে লাগলো । তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে,—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে । বাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে ব’লে উঠলো—বাবা । ঘর ভেঙে না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার । ঘর তবুও মড় মড় করে । কেবা তার কথা শুনে । অনেকবার ‘হনুমানের ঘর’ ‘হনুমানের ঘর’ করার পর দেখলে যে কিছুই হ’লো না । তখন বলতে লাগলো, বাবা ‘লক্ষ্মণের ঘর’ ‘লক্ষ্মণের ঘর’ । তাতেও হ’লো না । তখন বলে, বাবা, রামের ঘর, রামের । দেখো বাবা ভেঙে না, দোহাই তোমার । তাতেও কিছু হ’লো না, ঘর মড় মড় ক’রে ভাঙতে আরম্ভ হ’লো । তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ব’ল্ছে,—মা শালার ঘর ।

(প্রতাপের প্রতি) । কেশবের নাম তোমায় রক্ষা কর্তে হবে না । যা কিছু হয়েছে, জান্বে ঈশ্বরের ইচ্ছায় । তাঁর ইচ্ছাতে হ’লো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে ; তুমি কি ক’রবে ? তোমার এখন

কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তার প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও ।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতেছেন ।

ডুব্ ডুব ডুব্ রূপসাগরে আমার মন !

তলাতল পাতাল খুঁজল পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ॥

(প্রতাপের প্রতি) । গান শুন্লে ? লেকচার ঝগড়া, ও সব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও । আব এ সমুদ্রে ডুব দিলে মব্বার ভয় নাই , এ যে অমৃতের সাগর । মনে করো না যে এতে মানুষ বেহেড় হয় , মনে কোবো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'লে মানুষ পাগল হ'য়ে যায় । আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—

প্রতাপ । মহাশয়, নরেন্দ্র কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও আছে একটি ছোকরা । আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর । তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এষ্ট রসের সাগরে ডুব দিই ? আচ্ছা, মনে কর্ এক খুলি রস আছে তুই মাছি হয়েছিস্ , তা কোন্ খাসে বসে রস খাবি ? নরেন্দ্র বল্লে আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব । আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম কেন ? কিনারায় ব'স'বি কেন ? সে বল্লে বেশী দূবে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হাবাব । তখন আমি বল্লুম, বাবা ! সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই । এষে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয় । ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড় হয় না ।

(ভক্তদের প্রতি) । 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান । রাসমণি কালী বাড়ী ক'রেছেন এই কথাই লোকে বলে । কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন ! 'ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন' , একথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটা হ'য়েছে । আমি ক'রছি, এইটীর নাম অজ্ঞান । হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা ; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত , এইটীর নাম জ্ঞান । হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার

নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিষ, এ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিষ; এর নাম জ্ঞান । •

“আমার জিনিষ, আমার জিনিষ, বলে—সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম আস্রা । সবাইকে ভালবাসার নাম দাস্রা । শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারের ভালবাসি, এর নাম মায়া । শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটা দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয় ।

“মায়াতে মানুষ বন্ধ হ’য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয় । দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয় । শুকদেব, নাথদ, এঁরা দয়া বেঁধেছিলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

প্রতাপকে শিক্ষা । ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনীকামধেনু ।

প্রতাপ । যীবা মহাশয়ের কাছে আছেন, তাঁদের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে ?

শ্রীবামকৃষ্ণ । আমি বলি যে, সংসার কর্তে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাক ।

গৃহস্থের সাধন ।

“দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে ‘আমাদের বাড়ী’ । কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়ারগায়ে । মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, ‘আমাদের বাড়ী’ । মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়ারগায় । ‘আমার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, ‘হরি আমার বড় ছষ্ট হয়েছে,’ ‘আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না ।’ ‘আমার হরি’ মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে ।

“তাঁই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই ! তবে ঈশ্বরেতে মন বেঁধে কব ; জানো যে বাড়ী

যক-পরিবার আমার নয় ; এ সব ঈশ্বরের । আমার যক ঈশ্বরের কাছে । আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে তক্তির জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে ।”

বিলাতের কথা আবার পড়িল । একজন ভক্ত বলিলেন, মহা-
শয়র আজ কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ কথা
মানেন না ।

প্রতাপ । মুখে যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক
তা আমার বোধ হয় না । এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে
একটা অহাংশিত আছে এ কথা অনেককেই মানতে হ'য়েছে ।

ঐীরামকৃক । তা হ'লেই হলো ; শক্তিতো মান্ছে ? নাস্তিক
কেন হবে ?

প্রতাপ । তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা
moral government (সংকাধ্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি
এই জগতে হয় ' এ কথাও মানেন ।

অনেক কথাবার্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোখান করিলেন ।

ঐীরামকৃক (প্রতাপের প্রতি) । আর কি বলবো তোমায় ?
তবে এই বলি যে আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকে না ।

“আর এক কথা । কামিনীকাকনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ
করে । সে দিকে যেতে দেয় না । এই দেখনা সকলেই নিজের
পরিবারকে সুখ্যাভ করে (সকলের হান্স) । তা ভালই হোক আর
মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর তোমার পরিবারটি কেমন গা,
অমনি বলে, আছে খুব ভাল— প্রতাপ । তবে আমি আসি ।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন । ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনী-
কাকনভ্যাগের কথা, সমাপ্ত হইল না । সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত
পত্রগুলি দক্ষিণবাহু সংঘাতে ছলিতেছিল ও মর্দর শব্দ করিতেছিল ।
কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল । একবার মাত্র ভক্ত-
কের হৃদয়ে আঘাত করিয়া অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত
হইল ।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই ?

কিছুকাল পরে ঐীকৃত মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলিতেছেন—
“বহাশর, এই বেলা দক্ষিণেধরে যাত্রা করুন । আজ সেখানে কেশব

সেনের মা ও বাড়ীর মেয়েরা আপনাকে দর্শন ক'রতে যাবেন । তাঁরা আপনাকে না দেখতে গেলে হয়'ত হুঃখিত হ'য়ে ফিরে আসবেন ।”

কয়মাস হইল কেশব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । তাই তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, পরিবার ও বাড়ীর অজ্ঞাত মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি) । মোঃলা বাপু, একে আমার ঘুম টুম্ হয় নাই ;—তাজাতাডি ক'রতে পাবি না । তারা গেছে তা আব কি ক'রবে । আর সেখানে তারা বাগান বেড়াবে, চ্যাড়াবে—বেশ আনন্দ হ'বে ।

কিয়ৎকণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর যাত্রা করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন । বাইবার সময় সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন । সব ঘরে এক একবাব যাইতেছেন আর বৃহুবুহু নামোচ্চারণ করিতেছেন । কিছু অসম্পূর্ণ বাধিবেন না, তাই দাঁড়াইয়াই দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—‘আমি তখন ছুটি খাই মাই, একটু ছুটি এনে দাও’ । কণিকামাত্র লটয়া খাটিতেছেন । আর বলিতেছেন—‘এর অনেক মানে আছে । ছুটি খাই নাই মনে হ'লে আবার আসবার ইচ্ছা হ'বে’ । (সকলের শাস্ত) । মণি মল্লিক (সহাস্তে) বেশ'ত আমরাও আসতাম ।

ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন ।

প্রথম ভাগ—একাদশ অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিত দর্শন ।

আজ বৃথযাত্রা । বুধবার, ২৫শে জুন, ১৮৮৪ ; আষাঢ় তুলা দ্বিতীয়া । চতুর্জিৎশতবর্ষ অতীত হইল । সকালে ঠাকুর ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন । ঠনঠনিয়ার ঈশানের ড়াসনবাটী ।

আসিয়া ঠাকুর শুনিবেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুয্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল। বেলা প্রায় দশটা।

ঐরামকৃষ্ণ ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঈশানের পরিচিত ভাটপাড়ার দুই একটা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভাগবতের পণ্ডিত, ঠাকুরের সঙ্গে হাজরা ও আরও দুই একটা ভক্ত, আসিয়াছেন। ঈশানের জীশ প্রভৃতি ছেলেরাও উপস্থিত। একজন ভক্ত শক্তির উপাসক আসিয়াছেন। কপালে সিন্দূরের ফোঁটা। ঠাকুর আনন্দময়; সিন্দূরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—‘উনি ত মার্কামারা’।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাষ্টার তাঁহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিয়াছিলেন ‘আমি অমুক দিন ঈশানের বাড়ী যাইতেছি, তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিবে’।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, সে দিন তোমাব বাড়ী যাচ্ছিলাম,—‘তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায়?’

মাষ্টার। আজ্ঞা, এখন শ্রামপুকুর তেলি পাড়ায়, স্কুলের কাছে।

ঐরামকৃষ্ণ। আজ স্কুলে যাও নাই?

মাষ্টার। আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি।

নরেন্দ্রের শিষ্যবিরোগের পক্ষ বাড়ীতে অত্যন্ত কষ্ট। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র—ছোট ছোট ভাই ভগ্নী আছে। পিতা উকীল ছিলেন, কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সংসার প্রতিপালনের জন্ত নরেন্দ্র কাজ কর্ষ চেষ্টা করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের কর্মের জন্ত ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছেন। ঈশান Comptroller General এর আফিসে কর্মচারীদের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। নরেন্দ্রের বাটীর কষ্ট শুনিয়া ঠাকুর সর্বদা চিন্তিত থাকেন।

ঐরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। আমি ঈশানকে তোমার কথা

বলেছি। ঈশান ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে) এক দিন ছিল কি না—তাই বলেছিলাম। তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে।

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কতকগুলি বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গান হইবে। পাকোয়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরা আয়োজন হইয়াছে। বাড়ীর একজন একটা পাত্র করিয়া পাকোয়াজের জন্ত ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে। ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। এখনও ময়দা। তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেবী।

ঈশান (সহাস্ত্রে)। আজ্ঞে না, তত দেবী নাই।

ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটা উদ্ভট শ্লোক বলিতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে, তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল এই সব দর্শন শুদ্ধ বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষণ্ডদ্বয় লোকও গলে যায়; কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বৃদ্ধা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। ইনি রসিক।

পাকোয়াজ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখানা ঘরে বিদ্রাম করিবার জন্ত চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রীশ। বৈঠকখানা ঘর রাস্তার উপর। ঈশানের শ্বশুর ৬ক্ষেত্রনাথ চাটুয্যো মহাশয় এই বৈঠকখানা ঘর করিয়াছিলেন।

মাষ্টার শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—‘ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শাস্ত্রপ্রকৃতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গে বরাবর পড়িয়াছিলেন। ইনি ওকালতি করেন।’

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ রকম লোকের উকিল হওয়া !

মাষ্টার । ভুলে ওঁর ও পথে যাওয়া হয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি গণেশ উকিলকে দেখেছি । ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে) বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায় । পালাও যায়—সুন্দর নয়, তবে গান ভাল । আমায় কিন্তু বড় মানে , সরল ।

(শ্রীশের প্রতি) । আপনি কি সার মনে করেছ ?

শ্রীশ । ঈশ্বর আছেন আর তিনিই সব করছেন । তবে তাঁর গুণ (Attributes) আমরা যা ধারণা করি তা ঠিক নয় । মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা করবে , অনন্ত কাণ্ড !

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি ? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও । তাঁতে ভক্তি, প্রেম হবার জগুই মানুষ জন্ম । তুমি আম খেয়ে চলে যাও ।

“তুমি মদ খেতে এসেছ, গুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ এ খপরে তোমার কাজ কি । এক গেলাস হ’লেই তোমার হ’য়ে যায় । তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার ।

“তাঁর গুণ কোটী বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন । আবার কথা কহিতেছেন । ভাটপাড়ার একটা ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । সংসারে কিছুই নাই । এঁর (ঈশানের) সংসার ভাল তাই,—তা না হ’লে যদি হেলেরা রাড়ি-খোর, গাঁজাখোর, মাতাল, অবাধ্য এঁই সব হ’তো কষ্টের একশেষ হ’তো । সকলের ঈশ্বরের দিকে মন,—বিষ্ণুর সংসার এরূপ প্রায় দেখা যায় না । এরূপ ছ’চারটে বাড়ী দেখলাম । কেবল কগড়া, কোঁদল, হিংসা, ভারপূর রোগ, শোক, দারিদ্র্য । দেখে বললাম—মা, এই বেলা মোড় কিরিয়ে দাও । দেখ না, নরেন্দ্র কি মুকিলেই পড়েছে ! বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না—কাজ কর্ত্তের এত চেষ্টা

ক'রছে, জুটছে না—এখন কি করে বেড়াচ্ছে জাখো । মাষ্টার, তুমি আগে অতো বেতে, এখন তত যাওনা কেন ? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে !

“তা দোষই বা কি ! চারিদিকে কামিনী কাঞ্চন । তাই বলি, ‘মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী কোরো না ।’

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ । কি ! গৃহস্থ ধর্মের সুখ্যাতি আছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, কিন্তু বড় কঠিন ।

ঠাকুর অল্প কথা পাড়িতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমরা কি অন্তায় করলাম ? ওরা গাছে—নরেন্দ্র গাছে—আর আমরা সব পালিয়ে এলাম !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কলিতে ভক্তিশ্রোণ । কর্মশ্রোণ নহে ।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন । অতি কোমলাঙ্গ, অতি সমুপর্ণে তাঁহার দেহ রক্ষা হয় । তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়—প্রায় গাড়ী না হ'লে অল্প দূরও যাইতে পারেন না । গাড়ীতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন । তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে । বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ ; পথে কাদা । ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন । তাঁহারা দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে ।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল । দ্বারদেশে গৃহস্থামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন ।

উপরে যাইবার সিঁড়ি । তৎপরে বৈঠকখানা । উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন । পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বর্ণ উজ্জল গৌর বলিলে বলা যায় । গলায় রুজাকের মালা । তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিতরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন । ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-
নিঃসৃত কথামৃত পান করেন ! নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য
অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন । হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছেন ।

ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাষিষ্ট হইলেন । কিয়ৎক্ষণ
পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া
বলিতেছেন, বেশ ! বেশ ! পরে বলিতেছেন, আচ্ছা তুমি কি রকম
লেকচার দাও ।

শশধর । মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কলিযুগের পক্ষে নানাদোষ ভক্তি ।—

শাস্ত্রে যে সকল কণ্ঠের কথা আছে তার সময় কৈ ? আজকালকার
জরে দশমূল পাঁচন চলে না । দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এ
দিকে হয়ে যায় । আজকাল কিবার মিক্‌চার । কণ্ঠ কর্তে যদি
বল,—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'লবে । আমি লোকদের বলি,
তোমাদের 'আপোখণ্ডা' ও সব অত বলতে হবে না । তোমাদের
গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে । কণ্ঠের কথা যদি একান্ত বল তবে
ঈশানের মত কণ্ঠ দুই এক জনকে ব'লতে পার ।

(বিষয়ী লোক ও লেকচার ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু
ক'র্তে পারবে না । পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায় ?
পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না ।
তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে ? সাধুর কমণ্ডলু (তুষা)
চার খাম করে আসে কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো । তোমার
লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না । তবে তুমি ক্রমে
ক্রমে জানতে পারবে । বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না । মাঝে
মাঝে প'ড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়, তবে তো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে ।

(নবানুরাগ ও বিচার । ঈশ্বরলাভ হ'লে কল্যাণ । যোগ ও সমাধি ।)

“কে ভক্ত কে বিষয়ী চিহ্ন পাব না । তা সে তোমার দোষ
নয় । প্রথম ঝড় উঠলে কোনটা ঠেঁঙল গাছ, কোনটা আম গাছ
বুঝা যায় না ।

ঈশ্বরনিরাতে শব্দস্বর পণ্ডিত প্রকৃতি সজে ।

303

‘ঈশ্বরলাভ না হ’লে কেউ একবারে-কর্মভোগ্য ক’রতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের নামে একটি আরাপুলক হয়। একবার ‘ও ন্যাম!’ র’গতে যদি ঢেকে জল, আত্ম, বিশ্বয় কোনো তোমার কর্ম শেষ হ’য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম কর্তে হবে না।

‘কল হ’লেই কুস পড়ে বায়।’ ভক্তি—কল ; কৰ্ম—কুল ; গৃহস্থের বউ, পেটের ছেলে হ’লে বেশী কৰ্ম কর্তে পারে না। শান্তী দিন দিন তার কৰ্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস পড়লে, শান্তী প্রায় কৰ্ম ক’র্তে দেয় না। ছেলে হ’লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে ; আর কৰ্ম ক’র্তে হয় না।

কর্ম কর্তৃত্বে হয় না । সন্ধা, গায়ত্রীতে লয় হয় । গায়ত্রী
প্রণবে লয় হয় । প্রণব সমাপ্তিতে লয় হয় । যেমন ষষ্ঠ্যে শব্দ ট,—
ঊ অম্ম । যোগী নামভেদ করে পরজন্মে লয় হন । সমাপ্তি মধ্যে
সন্ধাদি কর্মেই লয় হয় ।' এই রকমে জ্ঞানোদ্দেশ্য কর্মত্যাগ হয় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শুধু পাণ্ডিত্য-মিথ্যা । সাধনা ও বিবেক বৈরাগ্য ।

‘সমাধি’ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের আবাস্তর হইল। তাঁহার চক্ষু-মুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটা কথা নাই। নেত্র স্থির! নিশ্চয়ই অগন্তের মাথকে দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বাগানের স্তম্ভে বসিতেছেন, আমি জন খাব। ‘সমাধি’র পর বধন-জল খাইয়া চাতি-ডেম, তখন ভক্তেরা জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি জন্মের বাহ্য জ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর তাবে বলিতে লাগিলেন, মা ! সে দিন ইখর' বিজ্ঞাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বটলহিলাস, 'মা-এ আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখেবো' ; তাই তুই আমার এখানে এনেছিলি । - ১

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বাবা !- আর একটু
বল বাড়াপ। আর কিছুদিন রাখন ভজন কর। গাছে কা-উঠতেই
এক কাঁদি। তবে তুমি গোলের ভালর জন্য এ সব কর।

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছেন ।
আরও বলিতেছেন, “যখন প্রথমে তোমার কথা শুন্‌লুম, জিজ্ঞাসা
করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত না বিবেক-বৈরাগ্য আছে ?

[আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না ।]

“সে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয় ।

“যদি আদেশ হ’য়ে থাকে, তা’হলে লোক শিক্ষায় দোষ নাই ।
আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে
পারে না ।

“বাধ্যদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা’হলে এমন
শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগণের কঁচোর মত হয়ে যায় ।”

“প্রদীপ জ্বাললে বাতুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে
—ডাক্তে হয় না । তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাক্তে
হয় না ; অমুক সময়ে লেকচার হবে ব’লে, খবর পাঠাতে হয় না ।
তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে । তখন
রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে । আর বলতে থাকে, আপনি
কি লবেন ? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি,
আপনি কি লবেন ? আমি সে সকল লোককে বলি, ‘দূর কর—
আমার গুসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না’ ।

“চুষুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস ?
বলতে হয় না,—লোহা আপনি চুষুক পাথরের টানে ছুটে আসে !

“এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে । তা’বোলে মনে করো না যে,
আর জ্ঞানের কিছু কন্মতি হয় । যই প’ড়ে কি জ্ঞান হয় ? যে আদেশ
পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই । সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে
আসে,—কুরায় না ।

ওদেশে খান মাপবার সময়, একজন
মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয় ; তেমনি যে আদেশ পায়, সে
যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকে, মা’ আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ
ঠেলে ঠেলে দেয় ; সে জ্ঞান আর কুরায় না ।

“মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা’হলে কি আর জ্ঞানের অভাব
থাকে ? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চ্চি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না ?

হাজরা । হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন । কেমন মহাশয় ?

পণ্ডিত । না, আদেশ ? তা এমন কিছু পাই নাই ।

গৃহস্বামী ! আদেশ পান নাই বটে, কর্তব্যবোধে লেকচার দিচ্ছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচার কি হবে ?

“একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে ব'লেছিল, ‘তাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্তাম, তেন কর্তাম । এই কথা শুনে, লোক-গুলো বলাবলি করতে লাগলো, ‘শালা, বলে কিরে ?’ ‘মদ খেত !’ এই কথা বলাতে উণ্টো উৎপত্তি হ'ল । তাই ভাল লোক না হ'লে লেকচারে কোন উপকার হয় না ।

“বরিশানে বাড়া একজন সদরওয়ালা বলেছিল, ‘মহাশয় আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন । তা'হলে আমিও কোমর বাঁধি । আমি বঙ্গীশ, ওগো একটা গল্প শোন । ওদেশে হালনার পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে । যত লোক তার পাড়ে বাছে ক'রতো । সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত । কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না , আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাছে ক'রেছে, লোকে দেখতো । কিছুদিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী পুকুরের কাছে একটা ছকুম ঘেরে দিল ; কি আশ্চর্য্য, একবারে বাছে করা বন্ধ হ'য়ে গেল ।

“তাই বঙ্গীছ, হেঁজি পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না । চাপরাস থাকলে তবে লোক মানবে । ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোক-শিক্ষা হয় না । যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই । কলকাতা য় অনেক হনুমানপুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমার লড়তে হবে । এরা তো (যারা চারিদিকে সতায় বসে আছে) পাঠ'ঠা ।

“চৈতন্যদেব অবতার । তিনি যা ক'রে গেলেন তারই কি র'য়েছে বঙ্গ দেশি ? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি উপকার হবে ?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই বঙ্গীছ ঈশ্বরের পানপান্নে মগ্ন হও । এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতেছেন ।

१. १.०. कृक्, कृव्, ड्रव्, कर्ण-गणितेन आशयान्न यत् ।

অসামান্য গাভ্র্যল-খুঁজাচল পাবি রে প্রেম-স্বপ্নধন ।

২২. **কীর্ত্তিমল্লিকা :** এ সাগরে ডুবিলে মরে না ;—এ-বে অমৃতের সাগর ।

• । [ଆବେଦନକେ ସିକା—ଜୀବନ ଅସୁବେଦନ ମାମୁର ।]

“আমি নরেন্দ্রকে বলছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র ; তুই এ সমুদ্রে ডুব’ দিবি কি’ না বল । আচ্ছা, মনে’ কর খুলিতে এক’ খুলি রস র’য়েছে, আর তুই মাছি হ’য়েছিস । কোথা ব’সে রস খাবি বল ? নরেন্দ্র ব’লে, আমি খুলির আড়ায় ধনে মুখ বাড়িয়ে খাবো ; কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব । তখন আমি বললাম, বাবা এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর । যারা অজ্ঞান তারাই বলে’যে, তত্ত্ব প্রেমের বাড়াবাড়ি ক’রতে নাই । ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে ? তাই, তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্ন হও ।

“স্বপ্নরাজ হ'লে ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-
শিক্ষাও হ'বে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ଜୈବ, ଜାତବର ଅନନ୍ତ ପଥ । ଭକ୍ତିଯୋଗই ସୁଗନ୍ଧ ।

৭. **প্রিয়মহৎক** । দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ । যে কোন
প্রকারে এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল । মনে কর অমৃতের একটী
কুন্ত আছে । কোন বকবে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর
হবে ;—তা তুমি নিজে খাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে
নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় খাক।-মেরে কেহেই দিক । একই
কল । একটু অমৃত আশ্বাসন করলেই অমর হবে ।

“অনন্ত পথ ;—তার মধ্যে জ্ঞান, কৰ্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও,
আন্তরিক হ’লে, ঈশ্বরকে পাবে। মোটামুটি যোগ তিন

अर्कोतः—‘आध्यात्मिक,’ ‘कर्मयोग,’ आर ‘उक्तियोग ।’

“জ্ঞানেশ্বরী :—জানী, বরকে জাবতে চার। বেতি বেতি

বিচার করে ! ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে । সদস্য
বিচার করে । বিচারের শেষ যেখানে সেখানে সমাপ্তি হয়, তার ব্রহ্ম-
জ্ঞান লাভ হয় ।

কর্মযোগ,—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা । তুমি বা শিখাজ্জ ।

“অনাসক্ত হয়ে প্রাণারাম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ । সংসারী যদি
অনাসক্ত হ’রে ঈশ্বরে কল সমর্পণ ক’রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের
কর্ম করে, সেও কর্মযোগ । ঈশ্বরে কল সমর্পণ ক’রে পূজা, জপাদি
কর্ম করার নামও কর্মযোগ । ঈশ্বর ব্যতীতই কর্মযোগের উদ্দেশ্য ।

“ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এই সব করে, তাঁতে
মন রাখা । কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ । ভক্তিযোগই
যুগধর্ম ।

“কর্মযোগ বড় কঠিন । প্রথমতঃ, আগেই ব’লেছি,
সময় কৈ ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম ক’রতে ব’লেছে, তার সময় কৈ ?
কলিতে আয়ু কম । তার পর অনাসক্ত হ’য়ে, কলকামনা না ক’রে,
কর্ম করা ভারি কঠিন । ঈশ্বর লাভ না ক’রলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া
যায় না । তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে ।

“জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন । জীবের একে
অন্নগত প্রাণ ; তাতে আয়ু কম । আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না ।
এ দিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না । জ্ঞানী বলে,
আমি সেই ব্রহ্ম ; আমি শরীর নই ; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক,
জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার । যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ
এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক’রে হবে ? এ দিকে কাঁটায়
হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক’রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে,—অথচ
ব’লছে, কৈ হাত তো কাটে নাই ! আমার কি হ’য়েছে ?

[জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যুগধর্ম নহে ।]

“তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ । এতে অন্যান্য পথের চেয়ে
সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় । জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর
অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব
পথ ভারি কঠিন ।

“ভক্তিযোগ যুগধর্ম্য । তার এ মানে নয়, যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে । এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধরেও যান, তা হ’লেও সেই জ্ঞান লাভ ক’রবেন । ভক্তবৎসল মনে ক’রলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন ।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ? ভক্ত কিরূপ কর্ম ও কি প্রার্থনা করে ।]

“ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক’রতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না । তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন । ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন ।

কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তা হ’লে গডের মাঠ, মুসাইটী (Asiatic Society’s Museum) সবই দেখতে পাষ ।

“কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক’রে আসি ।

“জগতের মাকে গেলে, ভক্তিও পাবে জ্ঞানও পাবে । জ্ঞানও পাবে ভক্তিও পাবে । ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না ।

“ভক্ত বলে, ‘মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয় । সে কর্মে কামনা আছে । সে কর্ম ক’রলেই ফল পেতে হবে । আবার অনাসক্ত হ’য়ে কর্ম করা কঠিন । সকাম কর্ম ক’রতে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো । তবে এমন কর্মে কাজ নাই । যত দিন না তোমায় লাভ ক’রতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম কমে যায় । যে টুকু কর্ম থাকবে, সে টুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হ’য়ে ক’রতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয় । আর যত দিন না তোমায় লাভ ক’র্তে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায় । তবে যখন ভূমি আদেশ ক’রবে তখন তোমার কর্ম ক’রবো, নচেৎ নয় ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । আচার্য্যের তিন শ্রেণী ।

পণ্ডিত : মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হ'য়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি । (সহাস্তে) হাজার অনেক দূর গিছল ; আর খুব উচুতে উঠেছিল । হ্রদীকেশ গিছল । (সকলের হাস্য) । আমি অত দূর যাই নাই, অত উচুতেও উঠি নাই ।

“চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে । (সকলের হাস্য) । ভাগাড় কি জান ? কামিনী ও কাকন ।

“যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তীর্থ যাবার কি দরকার ? কানী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ । সেই তেঁতুলপাতা !

“তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিস্নাত না হ'লো, তা হ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না । আর ভক্তিই সার, এক মাত্র প্রয়োজন । চিল শকুনি কি জান ? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয় । আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কন্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক ক'রেছি । এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্মান, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে বাস্ত ।

পণ্ডিত । আজ্ঞা হাঁ । মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি কেলে অণু হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানোও তা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর তুমি এইটা জেনো, হাজার শিকা দাও—সময় না হ'লে ফল হবে না । ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে ব'লে, ‘মা আমার যখন হাঙ্গা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও ।’ মা ব'লে, ‘বাবা, হাঙ্গাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেব না’ (হাস্য) ।

“সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয় ।

(পাত্রাপাত্র দেখে উপদেশ । উত্তর কি দয়াময় ।)

“তিন রকম বৈষ্ণ আছে ।

“এক রকম তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ বাবস্থা ক’রে চলে যায়। রোগীকে কেবল ব’লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈষ্ঠ।

“সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য উপদেশ দ্বিজে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের ভাল হ’ল কি মন্দ হ’ল তা দেখে না। তার জ্ঞান ভাবে না।

“কতকগুলি বৈষ্ঠ আছে, তারা ঔষধ বাবস্থা করে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈষ্ঠ। নেইকণ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, অবার অনেক ক’রে লোকদের বুঝান যা’তে তারা উপদেশ অনুসারে চলে।

“আবার উত্তম বৈষ্ঠ আছে। মিষ্ট কবাজে রোগী না বুকে, তারা জোর পর্য্যন্ত করে। দাকার হয়, রোগীর বুকে হাটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জ্ঞান শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত। মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি, সময় না হ’লে জ্ঞান হয় না, একথা ব’ললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ’লে বৈষ্ঠ কি ক’রবে? উত্তম বৈষ্ঠও কিছু ক’রতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেহ ছোকরা এলে আগে জিজ্ঞাসা করি, ‘তোমার কে আছে?’ মনে কর, বাপ নাই, হয় তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন ক’রে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুনছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এগেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ’ল। একজন ব’ল্লে, ‘ঈশ্বর দয়াময়’। আমি বললাম, ‘বটে? সত্য না কি? কেমন ক’রে জান্লে? তারা বল্ল, ‘কেন মহারাজ, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন,—এত যত্ন ক’চ্ছেন। আমি বললাম, সে কি আশ্চর্য্য?

ঈশ্বরনিষ্ঠাতে পশ্চাদ্গত প্রভৃতি সঙ্গে ।

১৬৯

ঈশ্বর যে সকলের বাপ ! বাপ হেলেকে দেখবে না ত কে দেখবে ?
ওপাড়ার লোক এসে দেখবে না কি ?

নরেন্দ্র । তবে দয়াময় বলবো না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে কি দয়াময় বলতে বারণ করছি ? আমার
বলবার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয় ।

পণ্ডিত । কথা অমূল্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোর গান শুনছিলুম— কিন্তু ভাল লাগলো না ।
তাই উঠে গেলুম । বললুম উমেদারি অবস্থা— ন আলুনি বোধ হলো ।

নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল । তিনি
চুপ করিয়া রছিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিদায় ।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন । তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল
রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস
আনিতে বলিলেন । পরে শুনা গেল কোনও ঘোর ইন্ড্রিয়াক্রান্ত
বান্ধি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল ।

পণ্ডিত (হাজার প্রতি) । আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাত দিন
থাটকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । আজ আমার খুব দিন ! আমি
দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম (সকলের হাস্ত) । দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন
বললুম জান ? সীতা রাবণকে বলিছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর
রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ । রামণ মানে বুঝতে পারে নাও,
তাই ভারি খুসি । সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ
যত দূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের স্থায় হ্রাস পাবে ।
রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে ।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন । বহুবাক্যে সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিতাবে
প্রণাম করিলেন । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর তত্ত্বসঙ্গে ঈশানের বাটীতে কিবিলেন । সন্ধ্যা হয় নাই । ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন । ভক্তেরা কেহ কেহ আছেন । ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ভেলেরা উপস্থিত আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । শশধরকে বল্যাম, গাচে না উঠতে এক কাঁদি—আরও কিছু সাধন ভজন কর, তার পর লোক-শিক্ষা দিও ।

ঈশান । সকলেই মনে করে যে আমি লোক-শিক্ষা দিই । জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি । তা এক জন বলেছিল, ‘হে জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে !—ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) । কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয় ;—একটু বিবেক বৈরাগ্য আছে ।

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতটিও এখনও বসিয়া আছেন । বয়স ৭০।৭৫ হইবে । তিনি ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন ।

ভাগবতপণ্ডিত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনি অহঙ্কায়ী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব এদের ব’লতে পারেন , আমি আপনার সম্বন্ধে ন্যায় ।

“তবে এক হিসাবে ব’লতে পারেন । এগ্নি আছে যে ভগবানের চোয়ে তক্ত বড়—কেন না তক্ত ভগবানকে হৃদয়ে ব’য়ে নিয়ে বেড়ায় । (সকলের আনন্দ) । তক্ত ‘মোরে দেখে হাঁন, আপনাকে দেখে বঁড় ।’ যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিচ্ছিলেন । যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তাকে কে দেখবে ।

কখন ও ভগবান চুষুক, তক্ত ছুঁচ,—ভগবান আকর্ষণ করে তক্তকে টেনে লন । আবার কখনও তক্ত চুষুক পাখর হন, ভগবান ছুঁচ হন, তক্তের এত আকর্ষণ, যে তার প্রেমে মুগ্ধ হ’য়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন ।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন । নীচের বৈঠকখানায়

দক্ষিণদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইশান প্রকৃতি ভক্তরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ইশানকে কথাকহলে অনেক উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইশানের প্রতি) । সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বাবতক্ত । ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে'ত আমার ড কবেই, আমার সেবা ক'রবেই—তার আর বাহ্যদুরী কি ? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছিছি ক'রবে । আব যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকে—বিশ মণ পাথর তেলে যে আমায় দেখে সেইই ধন্য, সেইই বাহ্যদুর—সেইই বাবপুরুষ ।

ভাগবত-পণ্ডিত । শাস্ত্রে ত ঐ কথাই আছে । ধর্ম্মব্যাধের কথা আর পতিব্রতের কথা । তপস্বী মনে ক'রেছিল যে আমি কৃষ্ণ আর বককে ভগ্ন ক'রেছি অতএব আমি খুব উচু হ'য়েছি । সে পতিব্রতের বাড়ী গিচ্ছিলো । তার স্বামীর উপর এত ভক্তি যে দিনরাত স্বামীর সেবা ক'রত । স্বামী বাড়ীতে এলে পা ধোবার জল দিত ; এমন কি মাথার চুল দিয়ে তার পা পুঁছে দিত । তপস্বী অতিথি, দ্রিকা পাওয়ায় দেবী হচ্ছিল তাই চোঁচিয়ে বলেছিল যে, তোমাদের ভাল হ'বে না । পতিব্রতা অমনি দূর থেকে বোললে, এ ভো কাকী বকী ভগ্ন করা নয় । একটু দাঁড়াও ঠাকুর, আমি স্বামীর সেবা ক'রে তোমার পূজা ক'রছি ।

“ধর্ম্মব্যাধের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম গিচ্ছিলো । ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রী করতো কিন্তু রাতদিন ঈশ্বর জ্ঞানে বাগ মার সেবা ক'রতো । যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম তার কাছে গিচ্ছিলো সে দেখে অরোক,—কাবতে লাগলো, ‘এ ব্যাধ মাংস বিক্রী করে, আর সংসারী লোক । এ আবার আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দিবে । কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণ জ্ঞানী ।

ঠাকুর এইবার গাড়ীতে উঠিবেন । পাশের বাড়ীর (ইশানের স্বপ্নের বাড়ীর) দরোজায় দাঁড়াইয়াছেন । ইশান ও ভক্তেরা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—ঐহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন । ঠাকুর আরার কথাকহলে ইশানকে উপদেশ দিতেছেন—“পিপড়ের মত মনোবাস্তব থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিত্রে র'য়েছে । বাস্তব চিনিতে মিশান—পিপড়ে হ'য়ে—চিনিটুকু নেবে ।

“জলেদ্বয়ে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস ! হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ভাগ ক’রবে।

“আর পানকৌটির মত। গারে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। আর পাকাল মাহের মত। পাকৈ থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

“গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতেছেন।

প্রথম ভাগ-দ্বাদশ খণ্ড।

সিঁতিব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-
ভক্তদিগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ‘সমাধি মন্দিরে’।

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৬ কালী পূজার পর দিন, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ১৯এ অক্টোবর ১৮৮৪। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পহঁছিলেন। তাঁহার গাড়ী বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেঁটন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য, ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভূক্ত একজন সদরদুয়ালীও (Sub-judge) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে । কোথাও নানাবর্ণের গাভাকা ; মধো মধো চন্দ্রোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদুপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব । সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছসলিল মধো শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতি-ভাসিত হইতেছে । উদ্যানস্থিত রাজ্য রাজ্য পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্বপরিচিত কল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী । আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আৰ্য্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নরকপথারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতন, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার, চরিত্রেমবিমল, ঈশার মুখে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরঙ্কর মৎস্যজীবীগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদগী-তাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু প্রমুখাৎ যে মেঘ গম্ভীর ধ্বনি মধো বিনয়নত্ৰ, বাকুল ‘শুভাকেশ’ কৌন্তেয় এত কথামৃত পান করিয়াছিলেন, যথা—

কবিং পুরাণম্ অমুশাসিতারম্, অণোরণীয়ান্ সমমুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বশ্চ ধাতারম্ চিন্তারূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
প্রয়াণ-কালে মনসাত্মনেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবদেন চৈব
ভ্রুবোর্ম্মধো প্রাণমাবেশ্য সমাক্ স তং পরং পুরুষমুপতি দিবাম্ ॥
যদঙ্করং বেদবিদো বদন্তি, বিশান্তি যদ্ যতয়ো বীতনাগঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়া সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন । বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্রে পুণ্যক্ষেত্রে । দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্ব-ভীষের সমাগম হইয়াছে । আদালতগৃহ দেখিলে মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটা তোমার বেশ, 'দেখা পাগল কইনা,' ঐটা গাও না । তিনি গাহিতেছেন,—

গান্ধ । আমরা দেখা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী) । আব কাক নাই জান-
বিচারে ॥ তোমার প্রেমের সুখা, পানে কব মা তোমাবা, ওমা ভক্তচিত্ত-হবা
ভুবাও প্রেমসাগরে ॥ তোমাব এ পাগলা-গাবদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ
নাচে আনন্দ ভবে, ঈশা মসী ঐচৈতন্ত, ওমা প্রেমের ভবে অচৈতন্ত, হায় কবে
তব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তাব তিতবে ॥ স্বর্গেতে পাগলেব মেলা, যেমন গুরু
তেমান চেলা, প্রেমের খেলা কে বঝাত পাবে । তুই প্রেম উন্মাদিনী, ওমা
পাগলেব শিবোমণি, প্রেমধনে কব মা ধনী, কাকাল প্রেমদাসাব ॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল । একবারে
সমাধিগ্রস্থ—'উপেক্ষিয়া মহন্তর, তাজি চতুর্বিংশ তর, সর্বতত্ত্বাতীত
তর দেখি আপনি আপনে ।' কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,
অঙ্কার সমস্তই যেন পুঁচিয়া গিয়াছে । দেহমাত্র চিত্রপুস্তলিকাব
ন্যায় বিচ্যমান । একদিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া
যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তবান্ পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন । তখন
আর্যাকুলগৌরব ভীষ্মদেব শবশযায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগ-
বানের ধ্যাননিরত ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়াছে ।
সহজেই কাঁদিবার দিন । শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে
না পারিয়া পাণ্ডবেবা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি
দেহত্যাগ করিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চরিত্রকথাপ্রসঙ্গে । ব্রহ্মসমাজে নিরাকার বাদ ।

কিয়ৎকণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া
ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মতন্ত্রদের উপদেশ দিতেছেন । এই ঈশ্বরীয় জীব খুব
ঘনীভূত ; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন । তাব ক্রমে
ক্রমে কর্মিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্বের ঠিক সহজাবস্থা ।

[‘আমি সিদ্ধি খাব’ । গীতা ও অষ্টসিদ্ধি । ঈশ্বরলাভ কি ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবহ) । মা ! কারণানন্দ চাই না । সিদ্ধি খাব ।

“সিদ্ধি কি না বল্ল ভাত । ‘অষ্টসিদ্ধি’র সিদ্ধি নয় । সে (অগ্নিমা লহিমানি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনের ব’লেছিলেন, ‘ভাই, যদি দেখে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তা’হলে জেনো যে, সে ‘বাস্তি’ আমাকে পাবে না । কেন না, সিদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না ।

“আর এক আছে, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ । যে বাস্তি সব ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক । প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব অ’চার করে । সাধক, আরো এগিয়ে গেছে ; তাব লোক দেখান তাব কমে যায় । সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলাস্তঃকরণে প্রার্থনা করে । সিদ্ধ কে ? ষাঁর নিশ্চ-; যান্ত্রিক বুদ্ধি হয়েছে, যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক’রছেন যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক’রছেন । ‘সিদ্ধের সিদ্ধ’ কে ? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন । শুধু দর্শন নয় ; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্য-ত বে, কেউ মধুর ভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন ।

“কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস ; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক’রে তাত রেঁধে খেয়ে, শাস্তি আর তৃপ্তিলাভ করা ; দুটা ভিন্ন জিনিষ ।

“ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না । তারে বাড়়া, তারে বাড়়া, আছে ।

[বিষ্ণুর ঈশ্বর । ব্যাকুলতার ঈশ্বরলাভ । দৃঢ় হও ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবহ) । এরা ব্রাহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী । তা বেশ ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) । একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে । তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না । দৃঢ় হলে সাকার-বাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে । মিছরীর কুটা মিদে ক’রে খাও, আর আড় ক’রে খাও, মিষ্টি লাগবে । (সক-লের হাস্ত) ।

“কিন্তু দৃঢ় হ’তে হবে ; ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে ডাকতে হইবে । বিব-

গীর ঈশ্বর কিরূপ জান ? যেমন খুড়ী জেটীর কৌদল শুনে হেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, ‘আমার ঈশ্বরের দিব্য।’ আর যেমন কোন ফিট্ বাবু পান ‘চিবুতে চিবুতে, লাতে টিক (tick) ক’রে, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল ভুলে বন্ধুকে বলে ; ‘ঈশ্বর কি ! beautiful ফুল করেছেন !’ কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব কণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

“একটার উপর দৃঢ় হ’তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের তিতর রক্ত পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে—গাইতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রতনন। (১৫ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন ? ‘হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্র লোক, সব করেছো’, এ সব কথা আমাদের অতো কাজ কি ?

“সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন কিং, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার তিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু-কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক’জন ? বাবুকে খোঁজে চুই এক জন। ঈশ্বরকে স্মারকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে মর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে স্মরণ হইল ক’থা-হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক’ছি। সত্যি বলছি মর্শন হইল।

“একথা কাবেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে।

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law of Revelation) ?]

শ্রীবামকৃষ্ণ । শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? শাস্ত্র পড়ে হৃদ অস্তিমাত্র বোধ হয় । কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না । ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয় । বহু হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, বাকুল হ'য়ে তাতে ডুব না দিলে তাকে ন'বতে পাব'বে না । শুধু পাণ্ডিত্য মানুষকে ভোলাতে পাব'বে, কিন্তু তাকে পাব'বে না ।

“শাস্ত্র, বহু, শুধু এ সব তাতে কি হবে ? তাঁর রূপা না হ'লে কিছু হবে না, যাতে তাঁর রূপা হয়, বাকুল হয়ে তাঁর চেষ্টা করো । রূপা হ'লে তাব দর্শন হবে । তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কটাবেন ।

[ব্রাহ্মসমাজ ৫ সামা ‘ঈশ্বরবদনৈ ন দাদি’]

সদনুযালা । মহাশয়, তাব রূপা কি একজনের উপব নেশী আব এক জনের উপব কম ? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষমা-
.দাব হয় ।

শ্রীবামকৃষ্ণ .স কি । ঘোড়াটা ৩ টা আব সবটা ৩ টা । তুমি যা ব'লেছো ঈশ্বর বিজ্ঞাসাগর এই কথা ব'লেছিল । বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি নাককে .বশী শক্তি দিয়েছেন, কাককে কম দিয়েছেন ? আর্নি ব'লান, বিভূত্বপ তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমাব ভিতরেও .যমনি পীণ্ডটাব ভিতরও তেমনি । কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে । যদি সকলেই সমান হ'বে তবে ঈশ্বর বিজ্ঞাসাগর নাম শুনে .তোমাব আমবা কেন দেখ'তে এসেছি । তোমাব কি ছোটো শি, বোবোবো'ছ তা নয়, তুমি দযালু, তুমি পণ্ডিত, এত সব গুণ তোমাব অপবেব .চেয়ে আছে, তাই তোমাব এত নাম । দেখ না, এমন .লাক আছে .ব একলা একশো লোককে হাবাত পাব'বে, আশাব এমন আছে, একজনের ভায়ে পালায় ।

“যদি শক্তিবিশেষ না হয়, .লাকে কেশবকে এতো মানতো কেন ?

“গীতাব আছে, যাকে অনেক গণে মানেন—তা বিজ্ঞাব জ্ঞানট হটক, বা গাওনা বাজনাব জ্ঞানট হটক, বা লেক্চার (Lecture) দেবাব জ্ঞানট হটক, বা আব কিছুব জ্ঞানট হটক—নিশ্চিত ছেন যে, শাস্ত্র ঈশ্বরব বিশেষ শক্তি আ .দে ।

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি) । যা ব'লছেন মেনে নেন না ।

ঐরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি) । তুমি কি রকম লোক ।
কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া । কপটতা । তুমি ঢা-
কাচ দেখছি । ব্রাহ্মভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন ।

— -

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মসমাজ, কেশব ও নির্ঝণ্ড সংসার
সংসার ত্যাগ ।

[পূর্বকথা— কেশবকে শিক্ষা—নির্ঝনে সাধন । জ্ঞানের লক্ষণ]

সদরওয়ালার । মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'রতে হবে ?

ঐরামকৃষ্ণ । না,তোমাদের ত্যাগ কেন ক'রতে হবে ? সংসারে
থেকেই হ'তে পারে । তবে আগে দিন কতক নির্ঝনে থাকতে হয় ।
নির্ঝনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা ক'রতে হয় । বাড়ীতে আছে এমন
একটি আড্ডা ক'রতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি
একবার ভাত খেয়ে যেতে পার । কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব
ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক বাজার মত । আমি বল্লুম,
জনক রাজা অমনি মুখে বলেই হওয়া যায় না । জনক রাজা হেট-
মুণ্ড হ'য়ে আগে নির্ঝনে কত তপস্বী ক'রেছিল ! তোমরা কিছু কব,
তবে তো 'জনক রাজা' হবে । অমুক খুব তব তর ক'রে ইংরাজি
লিখতে পারে ; তা কি একেবারেই লিখতে পেরেছিল ? সে গরিবের
হলে , আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের বেধে দিতো, আর
ছুটি ছুটি খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন
তর তর ক'বে লিখতে পাবে ।

“কেশবসেনকে আরও ব'লেছিলুম, নির্ঝনে না গেলে, শক্ত
রোগ সারবে কেমন ক'রে ? বোগটা হ'লে বিকার । আবার যে
ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা ।
তা রোগ সারবে কেমন ক'বে ? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব'লতে
ব'লতে আমার মুখে জল এসেছে । (সকলের হাস্য) । সম্মুখে

থাকলে কি হয়, সকলেই তো লান। মেয়েমানুষ পুরুষের পাশে এই আচার তেঁতুল। ভোগ-বাসনা জলের জালা, বিষয়-ভৃশ্কার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে !

“এতে কি বিকার রোগ সারে ? দিন কতক ঠাইনাড়া হ’য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হ’য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক’রে সংসারে এসে থাকলে, আর কামিনী-কাঞ্ছনে কিছু করতে পারে না। তখন জনকের মত নিলিগু হ’তে পারবে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বখগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ’লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জনেতে সাধন ক’রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি ক’রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্ছনে তোমার কিছু করতে পারবে না।

“নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তি রূপ মাখন যদি একবার মন রূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নিলিগু হ’য়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, দুধে জলে মিশিয়ে যাবে। তখন আর মন নিলিগু হ’য়ে ভাসতে পারবে না।

“ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ’রে থাকবে, আর এক হাতে কাজ ক’রবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন তুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ’রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক’রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক’রবে।

সদরওয়াল। (আনন্দিত হইয়া) । মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা। নির্জনে সাধন চাই বই কি। ঐটী আমরা ভুলে যাই। মনে করি একবারে জনকরাজা হ’য়ে প’ড়েছি ! (ঈশ্বরামক্কের ও সকলের হাস্য) । সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শাস্তি ও আনন্দ হ’লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে ? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেলা থেকেই যুদ্ধ ভাল । ইঞ্জিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ, ক'রতে হবে । এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল । আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলেন না । তখন ঈশ্বর টীকর সব ঘুরে যাবে । একজন তার মাগকে ব'লেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চল্লম' । মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল । সে বললে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও । তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল ।'

“তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে ? বাড়ীতে বরং সুবিধা । আহাবের জন্য ভাবতে হবে না । সহবাস স্বদারাব সঙ্গে, তাতে দোষ নাট । শরীরেব যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে । বোগ হ'লে সেবা করবাব লোক কাছে পাবে ।

‘জনক, বাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন । এরা দুখনি তরবার ঘুবাতেন । একখান জ্ঞানের, একখান কর্মের ।

সদরওয়ালা । মহাশয় । জ্ঞান হ'য়েছে তা কেনন ক'রে জানবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আব দূরে দেখায় না । তিনি আর তিনি বোপ হয় না । তখন ইনি । হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায় । তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পাষ ।

সদরওয়ালা । মহাশয় ! আমি পাপী, কেনন কবে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন ?

[ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীষ্টেশ্বর ও পাপবাদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ । এ সব বুঝি ঐষ্টোনি মত ? আমায় একজন একখানি বই (Bible) দিলে । একটু পড়া কুন্লায় ; তা তাতে কেবল ঐ এক কথা । পাপ আর পাপ । আমি তাঁর নাম ক'রেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি ব'লেছি—আমার আবার, পাপ ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই । নামমাহাত্ম্যো বিশ্বাস থাকা চাই ।

সদরওয়ালা । মহাশয় ! কেনন ক'রে ঐ বিশ্বাস হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁতে অনুভূতি কর । তোমাদেরই গানে আছে, ‘প্রভু ! বিনে অহুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা !’

যাতে একপ অন্তৰাগ, একপ ঈশ্বৰে ভালবাসা হয়, তার জন্ত তাঁর কাছে গোপনে বাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, আর কঁাদ । মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হ'লে, কি কৰ্ম্মের জন্ত, লোকে এক ঘটা কঁাদে, ঈশ্বরের জন্ত কে কঁাদছে বল দেখি ?

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“আম্মোস্ত্রাবী দাও ।” গৃহস্থের কর্তব্য কত দিন ?

বৈলোকা । মহাশয়, এতদন সময় এষ্ট . ঈশ্বরের কৰ্ম্ম করতে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, তাকে আম্মোস্ত্রাবী দাও । ভাল লোকেব উপর যদি কেউ ভাব দেয়, সে লোক কি তার মন্দ কবে ? তার উপর আনুভবিক সন ভাব দিয়ে ভূমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক । তিনি যা কাজ ক'ৰ্ত্তে দিয়েছেন, তাই ক'ৰো ।

“বিভালভানাব পাটওয়ারি নক্ষি নাই । না না কবে । না যদি হেঁমালে বাখে সেটখানেই প'ড়ে আছে । কেবল মিউ মিউ ক'ৰে ডাকে । না যখন গৃহস্থের বিজানায় রাখে, তখনও সেট ভাব । না না কবে ।

সদব । আমবা গৃহস্থ, কত দিন এ সব কর্তব্য ক'রতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি ? ছেলেদের মানুষ করা । স্ত্রীকে ভবণপোষণ ক'বতে, তোমার অবৰ্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণেব যোগাড় ক'রে রাখতে, হবে । তা যদি না কর, ভূমি নির্দয় । শুকদেবাদি দয়া বেখেঁজিলেন । দয়া যার নাই, সে মানুষই নয় ।

সদরওয়াল । সন্তান প্রতিপালন কত দিন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত । পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে খাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না । (সকলের হাস্য) ।

সদরওয়াল । স্ত্রীর প্রতি কিকর্তব্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভূমি বেঁচে থাকতে- থাকতে যম্মোপদেশ দেবে,

ভরণ পোষণ ক'রবে । যদি সতী হয়, তোমার অবর্ষমানে তার খাবার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে ।

“তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না । তখন কালকার জন্ত তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন । জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তোমার পরিবারদের জন্ত তিনি ভাববেন । যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের তার লয় । এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো ?” সদর । আজ্ঞা হাঁ ।

বিজয় গোস্বামী । আহা ! আহা ! কি কথা ! যিনি অনন্তমন হ'য়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁব ভাব ভগবান্ নিজে বহন করেন । নাবালকের অমনি ‘অছী এসে জোটে ! আহা কবে সেই অবস্থা হবে ? খাঁদের হয় তাঁরা কি ভাগ্যবান !

ত্রৈলোকা । মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয় ? ঈশ্বর লাভ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো । (সকলের হাস্য) । ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো । কেন সংসারে হবে না ? অবশ্য হলেন ।

(সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ , ঈশ্বরলাভের লক্ষণ । স্বীয়মুক্ত ।)

ত্রৈলোকা । সংসারে জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার লক্ষণ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হরিনামে ধারা আর পুলক । তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়বে ।

“যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না । বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায় , আব দেহবুদ্ধি কমে । বিষয়াসক্তি একবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয় । নারিকেলের জল না শুকুলে, দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয় । জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে নড় নড় করে ; শাঁস আলাদা হয়ে যায় । একে বলে খোড়ো নারিকেল ।

“ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যান—দেহাবুদ্ধি চ'লে যায় । দেহের স্থখ দুঃখে তার

সুখ হুঃখ বোধ হয় না । সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না । জীবমুক্ত হ'য়ে বেড়ায় ।

‘কাপীন্ন ভক্ত জীবমুক্ত নিত্যানন্দময় ।’

‘যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম ক’রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাকনে আসক্তি চ’লে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ’য়েছে । দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘসলেই দপ্ ক’রে জ্বলে উঠে । আর যদি ভিজ্ঞে হয়, পঞ্চাশটা ঘসলেও কিছু হয় না । কেবল কাঠি-গুলো ফেলা যায় । বিষয় রসে র’সে থাকলে, কামিনী-কাকন রসে মন ভিজ্ঞে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না । হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ড্রম । বিষয়রস শুকলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয় ।

(উপায় ব্যাকুলতা . — তিনি যে আপনার মা ।)

ত্রৈলোকা । বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মার কাছে ব্যাকুল হ’য়ে ডাকো ! তাঁর দর্শন হ’লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে ; কামিনী কাকনে আসক্তি সব দূরে চ’লে যাবে । আপনান্ন মা বোধ থাকলে এক্ষণই হয় । তিনি তো ধন্য-মা নন । আপনারই মা ! ব্যাকুল হ’য়ে মার কাছে আকার কর । ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্ত মার আঁচল ধ’রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক’রছে । প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না । বলে, না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে ব’লে দিব, এক্ষণই ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড কর্বি ।’ যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোন মতে ছাড়়ে না, মা অণ্ড মেয়েদের বলে, ‘রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শাস্ত ক’বে আসি’ । ব’লে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ ক’রে বাস্ত খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয় । তোমরাও মার কাছে আকার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন । আমি শিখদের (Sikhs) এ কথা বলেছিলাম । তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসেছিল, মা-কালীর মন্দিরের সমুখে ব’সে কথা হ’য়েছিল । তারা ব’লেছিল, ‘ঈশ্বর দয়াময়’ । জিজ্ঞাসা ক’রলুম, কিসে দয়াময় ? তারা ব’লে, ‘কেন মহারাজ ! তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন, আহাং যোগাচ্ছেন । আমি বলুম, যদি কাবো ছেলেপুলে হয়,

তাদের খবর, তাদের খাওয়ার ভাব, বাপে নেবে না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে নেবে ?

সদরওয়াল। মহাশয় । তিনি কি তবে দয়াময় ন'ন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা কেন গো ? ও একটা ব'ল্লুম , তিনি যে বড় আপনার লোক । তাঁর উপর আমাদের জোব চলে । আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে, শালা ?' ...

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[অহঙ্কার ও সদরওয়াল।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি) । আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার, জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয় ? অহঙ্কার তমোগুণ , অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় । এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না । 'আমি ম'লে ঘুচিবে জড়াল' । অহঙ্কার করা বৃথা । এ শরীর, এ ঐশ্বর্য, কিছুই থাক্বে না । একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল । প্রতিমাব মাঝ গোজ দেখে ব'ল্‌ছে, মা যতই সাজো গোজো, দিন দুই তিন পবে তোমা'য় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে । (সকলের হাস্য) । তাই সকলকে ব'ল্‌ছি, জড়ই হও, আর যেই হও, সব ছ দিনেব জল । তাই অভিমান অহঙ্কার ভাগ ক'বতে হয় ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সামা , লোক ভিন্ন প্রকৃতি ।]

'সব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব । তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব । ব্রহ্মোগুণীরা বেশী কাজ জডায় , কাপড় পোষাকে ফিট যাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queenএব ছবি ; যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চলী গরদ পরে , গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণাব রুদ্রাক্ষ , যদি কেউ ঠাকুর বাড়ী দেখ্‌তে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায় আর বলে, এদিকে আশুন আবও আছে, স্বেত পাথুবেন, মার্বেল পাথরের মেজে আছে, মোল ফোঁকব নাট-মন্দির

নাটমন্দির আছে । আবার দান করে, লোককে 'দেখিয়ে' । 'সব্বশ্রী' লোক অতি শিষ্ট শাস্ত্র ; কাপড় যা তা ; রোজগার' পেট 'চল' পর্য্যন্ত ; কখনও লোকের ভোষামোদ ক'রে ধন হয় না ; বাড়ীতে মেরামত নাই , ছেলেদের পোষাকের জন্ত ভাবে না , মান সজ্জামের জন্ত ব্যস্ত হয় না ; ঈশ্বর চিন্তা, দান ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না ; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাইর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন । সব্বশ্রী সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরেই ছাদ । সব্বশ্রী এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেৱী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে । (সদরওয়ালার প্রীতি) ভূমি ব'লেছিলে সব লোক সমান ; এই দেখ, কত ভিন্নপ্রকৃতি !

“আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে,—নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুকুজীব, বদ্ধজীব,—নানা রকম মানুষ । নারদ, শুকদেব নিত্য-জীব , যেমন Steamboat (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্ত হাতী পর্য্যন্ত পারে নিরে যায় । নিত্য জীবেরা নায়েবের স্বরূপ , একটা তালুক শাসন করে—আর একটা শাসন ক'রতে যায় । আবার মুমুকুজীব আছে, তারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে । এদের মধ্যে ছুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা মুক্তজীব । নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত ; কখন জালে পড়ে না !

“কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুস নাই । তারা জালে প'ড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই । এরা হরি-কথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চ'লে যায়,—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন ? আবার মৃত্যুশয্যা গুয়ে পরিবার কিছা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সন্মতে কেন, 'একটা সন্মতে দাও, তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে' ; আর পরিবারও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, 'হার ! আমি হ'লে এদের কি হবে ।' আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে ; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে 'দর্দর্দ' ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়বে না । এদিকে ছেলে 'মারি' গেছে,

শেষে কাতর, তবু আবার বহর বহর ছেলে হবে, মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হ'লো আবার বহর বহর ছেলে মেয়ে হবে, বলে, কি ক'রবে অদৃষ্টে ছিল? যদি ভীষ কল্পে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারের পুটলী বইতে বইতে আশা যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গডাফি দেওয়াতেই, ব্যস্ত। বন্ধজীব নিজের আর পরিবারের পেটের জন্ত লাস্য করে—আর মিথ্যা কথা, প্রমথনা, ভোমামোক, ক'বে ধন উপায় করে। যাহা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধানে মগ্ন হয়, বন্ধজীব ভানের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। যাহা কত রকম দেখে, তুমি সব এক বলছিলে 'কত ভিন্নপ্রকৃতি' কাক বেসী শক্তি, কাক কম।

[বন্ধজীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে নমস্কার করে ন।]

সংসারামৃত বন্ধজীব মৃত্যুকালে লজারের কথাটি বলে বাড়িরে মালা জপলে, গজানান করলে, ভীষ গেলে—কি ছবি? সংসার আনন্দি হিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা দেখা যায়। কত আনন্দ ভাবল বকে, ছয়ছয় বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাচকোডন, ভেঁড় পাচ' বলে চেঁচিয়ে উঠলে। 'সুকপাখী লহজবেল' রাধাকৃষ্ণ বলে বিজি ধল্লে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যা ক্যা করে। পীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পবলোকে তাই হবে। ভবত বাক 'হবিশ, হরিশ' ক'রে লেহভাগ ক'রেছিল, হবিশ 'ভয় হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে লেহভাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

ব্রাহ্মসঙ্ক। মহাশয় অগ্নি সময় ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় ক'রে নাই ব'লে কি আবার এই পৃথকঃসময় সংসারে আসতে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছিল?

ঐশ্বর্যামঙ্গল। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারের আশ্রয় হয়। যেমন এই জাতীকে পান ক'রিয়ে দিলে, আবার ধুলা কাদা মাখে। মন মন্তকরী। তবে জাতীকে নাহিয়েই যদি আস্তাবলে সাধ কবিয়ে দিতে পার, জীব ধুলা কাদা

মাথতে পাৱে না । যদি জীৱ বৃত্তাকালে ইন্দৰ চিন্তা কৰে, তা হলে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনীকাকলে আৰাব আমন্ত হবাব অকসৰ পাৱে না ।

“ঈশবে বিধাস নাট । তাই এতে কৰ্মভোগ । লোকে বলে যে, গঙ্গানান্দেৰ সময় তোমাৰ পাপগুলো তোমাৰ হেণ্ডে গঙ্গাৰ তীৰেব গাছেৰ উপৰ ব’সে থাকে । যাই তুমি গঙ্গানান ক’বে তীৰে উঠে অমনি পাপগুলো .তানাব ঘাড়ে আৰাব চেপে কমে (সকলোব হান্স) । দহত্যাগেৰ সময় ঘাড়ে ঈশৰ চিহ্ন হয়, তাই তাৰ আগে থাকতে উপায় কৰতে হয় । উপায়—অভ্যাসযোগ । ঈশৰ চিহ্ন অভ্যাস ক’বলে .শমেৰ দিনে ও তাকে মনে পড়বে ।

ব্ৰাহ্মভক্ত । বশ কথা হলো অতি সুন্দৰ কথা ।

শ্ৰীৰামকৃষ্ণ । কি এলোমেলো বকলুম । তবে আমার ভাব কি জান ? আমি যত্ব তিনি বস্ত্রী, আমি ধৰ তিনি ঘৰী, আমি গাড়ী তিনি Engineer, আমি বখ তিনি নখী, যেমন চালান, তুমনি চলি, যেমন কবান, তুমনি কবি ।

— — —

মপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[শ্ৰীৰামকৃষ্ণৰ সঙ্গত কলিকাতাৰ লোকে ।]

লোক । আমার গান গাহিতাছেন । সঙ্গে খোল কবতালি বাজিতোছে । শ্ৰীৰামকৃষ্ণ প্ৰেমে উদ্ভট হটেৰা নৃত্য কৰিতেছেন । নৃত্য কৰিতে কৰিতে কতকৰ অস্বাভিহিত কইতেছেন । সমাধিক্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন , স্পন্দনীন দেহ, স্থিৰনেত্র, সহাস্ত বদন, কোন প্ৰিয় ভক্তেৰ স্বক্ৰোধে হাত দিয়া আছেন । আৰাব তাৰান্তে মত্ত মাত্ৰেৰ গায় নৃত্য নৃত্যধৰ্মা প্ৰাপ্ত হইয়া গানেৰ আঁখৰ দিতেছেন,—

‘ন ৫ মা, ভক্তনক এত বেড় , আপন নেচ নাচাও গো মা (আৰাব বালি) আদপে একবাৰ নাচ মা , নাচ গো বন্ধকী সেৱ কৃষ্ণ-মোহনৰূপে ।’

সে অপূৰ্ব দৃষ্ট । মাতৃগত প্ৰাণ, প্ৰেমে মাতোষৰা সেই স্বৰ্গীয় নালকেৰ নৃত্য । ব্ৰাহ্মভক্তবা তাতাকে বেটেন কবিয়া নৃত্য কৰিতে-

ছেন, যেন লোহাকে চুষ্টুক ধরিয়েছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্ম নাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, আ—নাম, করিতেছেন। অনেকে বালকের মত ‘মা মা’ বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীৰ্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সঙ্ক্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীৰ্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রাত্রে বেদীতে বসিবেন একরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখন বাত্রি প্রায় ৮টা।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাস্ত্রভীঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তব্রতা তাঁতাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘবেব ভিতব গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিৎপরে কিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন, “দেখ তোমাব শাস্ত্রভীর কি ভক্তি। বলে, সংসারের কথা আব বলবেন না, এক ঢেউ যাক্কে, আব এক ঢেউ আসতে। আনি ব’ল্লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমাব তো জ্ঞান হ’য়েছে। তোমাব শাস্ত্রভী তাতে ব’লে ‘আমাব আবাব কি জ্ঞান হ’য়েছে। এখনও বিজ্ঞানমায়া আব অবিজ্ঞানমাযার পাব হই নাই, শুধু অবিজ্ঞান পাব হ’লে তো হবে না, বিদ্যার পাব হ’তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে। আপনিই তো ও কথা বলেন।’

এ কথা হইতেছে, শ্রীযুক্ত বেনীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেনীপাল। মহাশয়, তবে গাত্রোথান করুন, অনেক দেরী হ’য়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন। বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনাব কি দরকার। আপনাদের এখানে আগে পায়সেব ব্যবস্থা, তারপর কড়ার দাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সহগুণীভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভক্ত পঞ্চাশ বাজান দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদিতে বসিবেন কি না ভাবিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বিজয়ের প্রতি উপদেশ ।

ব্রাহ্মসমাজে Lecture, আচার্য্যের কার্য্য ।

ঈশ্বরই গুরু ।

বিজয় । আপনি অন্তগ্রহ করুন, তবে আমি বেদী থেকে ব'লবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অভিমান গেলেই হলো । ‘আমি লেক্চার দিচ্ছি, তোমরা শুন’ এ অভিমান না থাকলেই হলো । অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয় ? যে নিবহঙ্কার, তাবই জ্ঞান হয় । নীচ জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায় ।

‘যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আবার মুক্তিও হয় না । এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয় । বাছুর হান্সা হান্সা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা । কষাঘে কাটে, চামডায় জুতা হয় , আবার ঢোল ঢাকেব চামড়া হয় , সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাট ! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুমুরীর যন্ত্র তৈয়াব হয়, আব ধুমুরী তাঁতে হুঁত হুঁত (তুমি তুমি) ব'লতে থাকে, তখন নিস্তার হয় । তখন আর হান্সা হান্সা (আমি আমি) ব'লছে না , ব'লছে হুঁত হুঁত (তুমি তুমি) , অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা , তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র , তুমিই সব ।

“গুরু, বাবা ও কর্তা, এইতিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে । আমি তাঁর ছেলে, চিবকাল বালক, আমি আবাব ‘বাবা’ কি ? ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা . তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র ।

“যদি কেউ আমার গুরু বলে, আমি বলি, ‘হুঁ শালা, গুরু কি রে ?’ এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই । তিনি বিনা কোন উপায় নাই । তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডাবী । (বিজয়ের প্রতি) । আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন । ওতে নিজের হানি হয় । অমনি দশজন মান্ছে দেখে পাষেব উপর পা দিয়ে বলে, ‘আমি ব'লছি আর তোমরা শুন ।’ এই ভাবটা বড় খাবাপ । তার

ঐ পর্য্যন্ত । ঐ একটু মান , লোকে হৃদ বলবে, 'আহা বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী ।' 'আমি ব'লছি', এ জ্ঞান কোরো না । আমি মাকে বলি, 'মা; তুমি যত্নী আমি যত্ন . যেমন করাও তেমনি কবি, যেমন বলাও তেমনি বলি ।'

বিজয় (বিশীলভাবে) । আপনি বলুন, তবে আমি গিরে বোসবো ।

ঐরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । আমি কি ব'লবো . চাঁদা মামা সকলেবই মামা । তুমিই তাঁকে বলা । যদি আশ্চর্য্যিক হয়, কোন ভয় নাই ।

বিজয় আবার অনুনয় কবাত ঐরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যাও, যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি করোগে , আশ্চর্য্যিক তাঁর উপর ভক্তি থাকলেই হোলো ।' বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজেব পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন । বিজয় প্রার্থনার সময় আ আ কবিয়া ডাকিতেছেন । সকলেবই মন দ্রবীভূত হইল ।

উপাসনাস্থে ভক্তদের সেবাব জন্ত ভোজনেব আয়োজন হইতেছে । সতরঞ্চ, গালিচা, সমস্ত উচাটরা পাতা হটতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন । ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণের আসন হইল । তিনি বসিয়া ঐশ্বক বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নামাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, কীব ইত্যাদি সমস্ত ভগবানকে নিবেদন কবিয়া আনন্দে প্রসাদ লইলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

মা । কালী ব্রহ্ম, পূর্ণ জ্ঞানের পর, অভেদ ।

আহাবাস্তে সকলে পান, খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ কবিতেছেন । বাইবার পূর্বে ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণ বিজয়েব সহিত একান্তে বলিয়া কথা কহিতেছেন । সেখানে মাষ্টার আছেন ।

[ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব । Motherhood of God.]

ঐরামকৃষ্ণ । তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা কবছিলে । এ খুব ভাল ! কথায় বলে, মায়ের টান বাপেব চেয়ে বেণী ! মায়ের উপর ছোর চলে, বাপের উপর চলে না । ত্রৈলোক্যেব মায়ের জমিদারী

থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়িওয়ালা লাঠি হাতে দাঁড়ান। হৈলোকা রাস্তায় লোকজননিরে দাড়িয়েছিল, জোর ক'রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নাশিন চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি লাকার না নিরাকার ?

শ্রীমামকৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্ম তিনি কালী (মা, আত্মশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্ଥିতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। শিব হল ব্রহ্মের উপমা। হল হেল্চে চল্চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী। কি না— যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের সহিত) বসণ করেন। কালী 'লাকার আকার নিরাকার'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা ক'রবে। একটা সূচ ক'রে তার চিন্তা ক'রলে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্রামপুকুরে পৌঁছলে তেলী-পাড়াও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিত্বমাত্র) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কয়েন— আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সবহ'বে যাবে। আর একটা কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস তাই বিশ্বাস দট ক'রে করো। কিন্তু মত্বের বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তার সম্বন্ধে এমন কথা জোব কোরে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হ'তে পারেন, তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।' মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায় ? একসের ঘটিতে কি চার সের ছুধ ধরে ? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।

'অর্থাৎ ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

'অসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।

জটা চাতরে কি ভাজবো কাঁড়ি, বোঝনারে মন তারে ঠোরে'।

'আমি তত্ত্ব করি যারে।' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব

ক'রছি। তাঁরেই মা মা ব'লে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বলছে,—‘আমি কালীত্রয় জেনে মর্শ্ব, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।’

“অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কিনা বৈধী কর্ম্ম—এতো দান কবতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা। এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, জ্ঞান পয়ালু আমি চাই নাই। আমি লোকমাণ্ডল চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিকাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আদ্যাশক্তি।)

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলর যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আব একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণ জ্ঞানে অস্মাশ্রি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেনে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙের পব ‘ওঁ ওঁ’ বলি, তখন আমি একণো হাত নেনে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে ‘আমি’ ‘তুমি’ নাই।

“যতক্ষণ ‘আমি’ ‘তুমি’ আছে, যতক্ষণ ‘আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি’ এজ্ঞান আছে, ততক্ষণ ‘তুমি, (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌ছো’ এজ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ :—আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ বোধ তিনিই

করাচ্ছেন । তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্ছে । যতক্ষণ এটি ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে । তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রোধে দিয়েছেন । হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না । আর তিনি ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন ।

“তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, ভেদবুদ্ধি আছে,—ব্রহ্ম নিগুণ বল-
বার যো নাই । ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে । এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, কাল্মী বা আত্মশক্তি ব'লে গেছে ।

বিজয় । এটি আত্মশক্তি দর্শন, আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে
হতে পারে ?

ঐরামকৃষ্ণ । বাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো । আর
কাদো । চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে । নিশ্চয় জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব
দেখতে পারে । তক্তের আমিকপ আসীতে সেই সগুণব্রহ্ম আত্মশক্তি
দর্শন ক'বে । কিন্তু আসী খুব পোঁছা চাই । ময়লা থাকলে ঠিক প্রতি-
বিম্ব পড়বে না ।

“যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখতে হয়, সূর্য্যকে দেখবার আর
কোনরূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে
দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই যোল আনা সত্য ।
যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—যোল আনা সত্য !
সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আত্মশক্তি ।

“ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্য্যের দিকে
যাও । সেই সগুণব্রহ্ম, যিনি প্রার্থন, শুনেন তাঁরেই বল, তিনিই সেই
ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন । কেন না, যিনিই সগুণব্রহ্ম, তিনিই নিগুণ ব্রহ্ম,
যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম । পূর্ণ জ্ঞানদ পর অভেদ ।

‘মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন । কিন্তু শুদ্ধভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না ।

“আর এক পথ, জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ । ব্রাহ্মসমাজের
তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত । যাবা জ্ঞানী, তাঁদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম
সত্য জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ । আমি তুমি, সব স্বপ্নবৎ ।

[ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যেব তার ।]

“তিনি অন্তরামী । তাঁকে পরল মনে, শুদ্ধ মন প্রার্থনা কর ।

তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন । অহঙ্কার ভাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও , সব পাবে ।

গান্ধী । আপনাতে আপনি থেক মন, যেও নাকো কারু ঘর । যা চাৰি তা ব'সে পাবি, খোঁজো নিঃ অন্তঃপুবে । পবন ধন ঐ পরশমণি, যা চাৰি তা দিতে পারে । কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণিও নাচ হুয়ারে ।

“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে , মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাগ হবে না । 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না , ও নিরাকার মানে সাকার মানে না ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান এই ব'লে নাক সিটকে ঘৃণা ক'রো না । তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন । সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যত দূর পার । আর ভাল বাসবে । তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ ক'রবে । 'জ্ঞানদীপ ছেলে ঘরে ব্রহ্মময়ার মুখ দেখো না ।' নিজের ঘরে স্বস্বকপকে দেখতে পাবে । রাখাল যখন গক চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায় । এক পালের গক । যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হ'য়ে যায় । নিজের ঘরে 'আপ নাতে আপনি থাকে ।’

[সন্ধ্যাসে সন্ধ্যা করিতে নাহি শ্রীমুক্ত বর্ণপালেন্দ্র অশ্রব সম্ভাবন ।]

রাত্রি দশটার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালাবাড়ীতে ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন । সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত । গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে । বেণীপাল রামলালের জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন ।

বেণীপাল । মহাশয় । রামলাল আসতে পারেন নাই, তার জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি । আপনি অনুমতি করুন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (বাস্তু হুইয়া) । ও বাবু বেণীপাল । তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না । ওতে আমার দোষ হয় । আমার সঙ্গে কোন জিম্মি সঙ্কল্প ক'রে নিয়ে যেতে নাই । তুমি কিছু মনে করবে না ।

বেণীপাল । যে আজ্ঞা । আপনি আশীর্বাদ করুন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ । আজ খুব আনন্দ হ'লে । দেখ, অর্থ যাব দাস,

দক্ষিণেশ্বরে । মনোমোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৯৫
সেই মানুষ । যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে
মানুষ নয় । আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার । খণ্ড তুমি ।
এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে ।

এমন ভাগ-জন্মোদশ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে মনোমোহন, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

চল ভাই, আবার তাকে দর্শন করতে যাই । সেই মহাপুরুষকে,
সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বউ আব কিছু জানেন না, যিনি
আমাদের জন্য দেহ দান ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি
ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্তা পূরণ ক'রতে হবে । সম্মানীকে ব'লে
দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন । অব্যবহৃত দ্বার । দক্ষিণেশ্বরের কাণী-
বাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন । চল, চল, তাঁকে
দেখা'বো ।

অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমূর্তি, শ্রবণে শাব কথ্য জাঁখি করে ।

চল ভাই, অতঃপূর্বকৃপামিষ্ট, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বর প্রেমে নিশিদিন
মাতোষাল্য মহাস্তনদন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক
করি ।

আজ বনিবাব, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৮ । হেমন্তকাল । কার্তিকের
শুক্লাসপ্তমী তিথি । দু'প্রহর বেলা । ঠাকুরের সেই পূর্ব-পরিচিত
ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন । সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অঙ্কচন্দ্রা-
কার বারাগু । বারাগুর পশ্চিমে উত্তান-পথ, উত্তর দক্ষিণে যাই-
তেছে । পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোত্তান, তাহার পরেই
পোস্তা, তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত । আজ আনন্দের হাট । আনন্দময়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেম ভক্তমুগ্ধদর্পণে মুকুর্বিত হইতেছিল । কি
আশ্চর্য । আনন্দ কেবল ভক্তমুগ্ধ-দর্পণে কেন ? বাহিরের উত্তানে,

বৃক্ষপত্র, নানাবিধ যে কুস্তম্ব ফুটিয়া বহিয়াছে তদ্বাধা, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকরপ্রদীপ্ত নীলনভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত-গঙ্গা-বারিকণবাহী শীতল সমীরণ মধা, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল । কি আশ্চর্য্য ! সত্য সত্যই 'মধুমৎ পাখিবং রজঃ'—উজ্জ্বলধূলি পর্য্যন্ত মধুময় ।—ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই । ইচ্ছা হয়, উজ্জ্বলধূলির এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারি গাঙ্গবাবি দর্শন করি । ইচ্ছা হয়, এই উজ্জ্বলধূলি লতা গুল্ম ও পত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়স্বজনে সদাব সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি । এই ধূলির উপর দিয়া কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন । এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধা দিয়া তিনি কি অহরহঃ যাতায়াত করেন । ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ময় গগন পানে অনন্তদৃষ্টে হইয়া তাকাইয়া থাকি । কেন না দেখিতেছি, ভ্রুলোক ভ্রুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে ।

ঠাকুবাবাড়ীর পূজাবী, দৌবারিক, পরিচাবক, সকলকে কেল পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বর্ত্তদিনান্তে দৃষ্টে জন্মভূমির স্থায় মধুর লাগিতেছে ? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উজ্জ্বলপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিসের ভৈরবী বোধ হইতেছে । যে জিনিসে নির্নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁ'বাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের ভৈরব । যেন একটী মোমেব বাগান, গাছপালা, ফল পাতা, সব মোমেব, বাগানের পথ, বাগানের মালা, বাগানের নিবাসীগণ, বাগানমধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমেব । এখানকার সব আনন্দ দিবে গড়া ।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মতিম চরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন । ক্রমে জ্ঞান, জ্ঞদয় ও ভক্তরা । এঁ'বা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন । বলবাম রাখাল, এঁ'বা তখন শ্রীকৃষ্ণাবনধামে । এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান, নাঁবাগ, পন্ট, ছোট নবেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ । বাবুবাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন । বাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর । লাটু থাকেন । যোগিনের বাড়ী নিকট, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন । নবেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দেব

দক্ষিণেশ্বরে। মনোমোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে। ১২৭
হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবতুল্য কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান
করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটী
যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, ছেলোদের কেহ
তাঁর কাছে বাত্রি দিন থাকেন, কেন না তারা শুদ্ধাত্মা, সংসারে
বিবাহাদিসূত্রে বা বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে
বলেন : তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ বালকের
গায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

[অবাক ও বাক, 'The Indifferentiated and the Differentiated']

শ্রীবামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব স্ভাষ্য দেখছি। তোমরা
সব ব'সে আছ : দেখছি রামই সব এক একটা হ'য়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হ'য়েছেন, তবে আপনি যেমন বলেন,
'আপো নাবায়ণ,' জলই নারায়ণ, কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়
কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীবামকৃষ্ণ। হাঁ, কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি
হ'য়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট পাটটীতে বসিলেন।

শ্রীবামকৃষ্ণের নতুন আঁট ও সঞ্চয়।

শ্রীবামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। ভাগ্য, সত্য কথা কহিতে
তবে বলে কি আমার স্মৃতি বাই হলো নাকি। যদি তঠাৎ বলে
ফেলি পাবনা, তবে খিদে পেলেও আর পাবাব যো নাই। যদি বলি
ঝুঁটলায় আমার গাড়ু নিষে অমুক লোকেব যেতে হবে,—আব
কেউ নিষে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি
হলো বাপু। এব কি কোন উপায় নাই।

“আবাব সঙ্গে করে কিছু আনবার যো নাই। পান, খাবার,—
কোন জিনিষ সঙ্গে ক'রে আনবার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হলো
কি না। হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই।

এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়, হৃদয়ঃ যদুমল্লিকের

• হৃদয় মুখাপাশাখ, সম্পর্ক ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি

বাগানে এসেছে, কটকের কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, হৃদয়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'বে আসি। তোমরা বোসো। এই বলিয়া কালো বাগিন্স করা চটা জুতাটি প'রে পূর্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

লাল সুরকীর উত্তানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্বদিক-ভইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানেব ফটক রহিল, সেখানে শ্মশানবিশিষ্ট দোবাঝিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠি—বাবুদের বৈঠকখানা, আগে এখানে নীল কুঠী ছিল, তাই কুঠী বলে। তৎপরে পথের দুই দিকে কুম্ভম বৃক্ষ—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজিতলা ও মা কালীর পুষ্কণীস সোপানাবলি-শোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্বদিক, ব.মদিকে দ্বারবানদেব ঘর ও দক্ষিণে তুলসী মঞ্চ। উঠানের বাহিরে আসিয়া দেগেন, যদুমল্লিকের বাগানেব ফটকেব কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেবক সন্নিকটে। হৃদয় দণ্ডায়মান।

হৃদয় কৃতান্তলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শনমাত্র রাজপথেব উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন। হৃদয় আবার হাত জোড করিয়া বালকের মত কাঁদিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন। চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। তিনি অশ্রুবাবি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যত্ননা দিয়াছিল, তাঁর জন্ম ছুটে এসেছেন। আর কাঁদছেন।

৬কানাবপুকুরের নিকট সিওডে হৃদয়েব বাড়ী। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরবন মন্দির মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানেব কর্ণপক্ষীয়দেব অসম্ভ্রামভাজন হওয়াতে তাঁহাব বাগানে প্রবেশ কনিবাব তকুন ছিল না। অদ্যেব মা ভামতী ঠাকুরের পিসী।

দক্ষিণেশ্বরে । মাগ্নোতন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৯৯

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখন যে এলি ?

হৃদয় (কাঁদিত কাঁদিত) । তোমাব সঙ্গে দেখা ক'র্তে এলাম ।
আমার দুঃখ আর কার কাছে ব'লবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনাথ, মহাস্তো) । সংসারের এইরূপ দুঃখ আছে ।
সংসার ক'র্তে গেলেনই সুখ দুঃখ আছে । (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা
এক এক বার তাই আসে , এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুন্লে মনে
শান্তি হয় । তোর কিসের দুঃখ ?

হৃদয় । (কাঁদিত কাঁদিত) আপনার সঙ্গে ছাড়া, তাই দুঃখ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুই তো বলেছিলি, 'তোমার ভাব, তোমাতে থাক্,
আমার ভাব আমাতে থাক্ '

হৃদয় । হা তাতে ব'লেছিলাম—আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ এখন তবে আয়, আর এক দিন তখন ব'সে
কথা কাহিব । আজ ব'ব্বার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে
এবার দেশে খান টান কেমন হ'য়েছে ?

হৃদয় । হা, তা এক রকম মন্দ হয় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ তবে আয় আবার এক দিন আসিস্ ।

হৃদয় আবার মাষ্টার হইয়া প্রণাম করিল । ঠাবুব সেট পথ দিয়া
ফিবিয়া আসিতে লাগিলেন । সঙ্গে মাষ্টার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমার সেবাও যত ক'রেছে
যত্নগাও তেমনি দিয়েছে । আমি যখন পেটের ব্যারামে
তুপান। হাড হ'য়ে গেছি—কিছু গোতে 'পারতুম না তখন আমায়
বলে, "এই দেখ, আমি কেমন খাট। তোমার মনের গুণে খেতে
পারেন না ।" আবার ব'লতে "বোকা—আমি না থাকলে তোমাব
সামুগিরি বেরিয়ে যেতো ।" এক দিন এ রকম ক'বে যত্নগা দিলে
যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোবারের ডলে দেহ ত্যাগ ক'রতে
গিয়েছিলুম ।

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্ । বোধ হয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য ।
এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, অত সেবা করত,—তবে
কেন এত এমন হ'লো ? তেলেকে যেমন মানুষ করে সেট রকম করে

আমাকে দেখেছে । আমি তো রাত দিন বেহুঁস হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধরে বামোষ ভুগেছি । ও যে রকম ক'রে আমায় রাখতো, সেই রকম আমি থাকতুম ।

মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন । হয় ত ভাবিতেছিলেন হৃদয় বুঝি নিকাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই ।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজেই ঘরে পঁহুছিলেন । ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । ঠাকুর আবার ছোট খাটটোতে বসিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে—নানা প্রসঙ্গে । ভাব, মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব ।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ছাড়া কয়েকটা কোমলগরের ভক্ত আসিয়া-
ছেন, একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার ক'রেছিলেন ।

কোমলগরের ভক্ত । মহাশয় । শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সন্মোহিত হয় । কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো, সখারা কেহ ছুঁতে গেলে অণু সখী বোলতো, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁ'স্নি—এ র দেহ মধ্যে এমন কৃষ্ণ বিলাস ক'ব্ছেন । ঈশ্বর অমুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না । গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে,—তেমনি মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে । তাই 'ভাবে হাসে কাদে, নাচে গায় ।'

“অনেকক্ষণ ভাবে থাক। যায় না । আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে ক'ববে ।

কোমলগরের ভক্ত । শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন ।

[কন্ড বা সাধন না করিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সবই ঈশ্বরাদান—মানুষে কি কববে ? তাঁর নাম

দক্ষিণেশ্বরে । মন্মোহন, শ্রদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১০১
করতে করতে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না । তার ধান
ক'রতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয় -- আবার এক দিন কিছুই
হ'লো না ।

'কশ্ম চাউ, তবে দর্শন হয় । এক দিন ভাবে হালদার পুকুর *
দেখলুম । দেখি, একজন ভাটিলোক পান্না সেলে জল নিচ্ছে, আর
হাতে তুলে এক একবার দেখছে । যেন দেখালে, পান্না না সেলে
জল দেখা যায় না' - কশ্ম না কবলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন
হয় না । পান্না, জপ এষ্ট সব কশ্ম, তার নামগুণকীর্তনও কশ্ম,
আবার দান, যজ্ঞ এ সবও কশ্ম ।

"মাখন যদি চাও, তবে তুমকে দই পাতেও হয় । তার পর নির্জনে
বাখতে হয় । তার পর দই ব'সলে পবিত্রম করে মন্ডন ক'বাত হয় ।
তবে মাখন হোল' হয়

মহিমাচরণ । আচ্ছা হা, কশ্ম চাউ বই কি । অনেক খাটতে হয়,
তবে লাভ হয় । পড়তেই কত হয় । অনন্ত শাস্ত্র ।

[আগ্নে পিতা জ্ঞান বিচার) - না আগে ঈশ্বর লাভ ?]

শ্রীবামকৃষ্ণ মহিমাচরণ প্রতি । শাস্ত্র কত পড়বে ? শুধু
বিচার কবলে কি হবে ? আগে তাকে লাভ কববার চেষ্টা কব,
গুরুলাটেকা লিঙ্গাজ ক'বে কিছু কশ্ম কব । গুরু না থাকেন,
তাকে বাকুল হয়ে প্রাথনা কব, তিনি কখন - তিনিই জানিয়ে
দিবেন ।

'বই পড়ে কি জানবে : যতক্ষণ না হাতে পলছান যায় দূর হ'তে
কেবল হা হা শব্দ । হাতে পলছিলে আর এক নকম । তখন স্পষ্ট
দেখতে পাবে, শুনতে পাবে । 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' শুনতে পাবে ।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ কবুড়ে । কাছে গলে কহ জাহাজ
যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হ'চ্ছে দেখতে পাবে ।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না । অনেক তথ্য । তাঁকে দর্শনের
পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়্‌কুটো বোধ হয় ।

"বউ বাবুব সঙ্গে আলোচন দরকার । তাঁর কথানা বাড়ী, কটা

ভগ্নি, দেলাব অন্তঃপাতী ক'মাবপুকুর গ্রাম । হাবুব শ্রীবামকৃষ্ণের বাড়ী ।
সহ বাড়ী'ব সমুদ্রে হা, দাবপুকুর , একটা দিনী বিষয় ।

বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জান্‌বার জ্ঞান অত বাস্তব কেন ? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না। --কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে ! কিন্তু যোঁ সোঁ কবে বড় বাবুব সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাকা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিজিয়েট হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন । বাবুব সঙ্গে আলাপ হ'লে অব্যব চাকর দ্বারবান্‌ সব সেলাম ক'র্বে । (সকলের হাস্য) । *

ভক্ত । এখন বড় বাবুব সঙ্গে আলাপ কিসে হয় ? (হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই কষ্ট চাই । ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না । যোঁ সোঁ ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে । নিঃস্বপ্নে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও', ব'লে । ব্যাকুল হ'য়ে বোঁদো । কামিনী-কাঞ্চনের জন্ম পাগল হ'য়ে বেড়াতে পাবো । তবে তাঁর জন্ম একটু পাগল হও । লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্ম অমূল্য পাগল হ'য়ে গেছে । দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো !

"শুধু তিনি 'আছেন' ব'লে বসে থাকলে কি হবে ? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে । পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায় ? চাব করো, চাবা ফেলো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে । তখন আনন্দ হয় । হয়তো মাছটাব খানিকটা একবার দেখা গেলো —মাছটা বপাও ক'রে উঠলো । যখন দেখা গেল, তখন আনন্দ ।

"তুধকে দই পেতে মগ্ন ক'রলে তবে তো মাখন পাবে (মহিমা প্রতি ।) এ তো ভাল বালাই হ'লে ।" ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আব উনি চুপ করে বসে থাকবেন । মাখন ভুলে মুখের কাছে ধরো । (সকলের হাস্য) । ভাল বালাই —মাছ ধ'রে হাতে দাও ।

"একজন রাজাকে দেখতে চায় । রাজা আছেন সাত দেউড়ীর

* "Seek ye first the Kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you."

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২০৩
পারে । প্রথম দেউড়ী পার না হ'তে হ'তে বলে, 'রাজা কই ?' যেমন
আছে, এক একটা দেউড়ী তো পাব হ'তে হবে ।

(ঈশ্বরলাভের উপায় ব্যাকুলতা)

মহিমাচরণ । কি কষ্টের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । এই কষ্টে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কষ্টের
দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয় । তাঁর রূপাব উপর নির্ভর । তবে
ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কষ্ট ক'রে যেতে হয় । ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর
রূপা হয় ।

"একটা সুযোগ হ'য়ে, চাই । সাধসঙ্গ, বিবেক, সদগুরু লাভ ,
হয় তো একজন বড় ভাই স'সাবেব তার নিলে , হয় তো স্বীটী
নিদ্রাশক্তি, বড় ধার্মিক , কি বিবাহ আদর্শেই হ'লো না, সংসাবে
বন্ধ হ'তে হ'লো না , — এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায় ।

"এক জনের বাড়ীতে ভাবি অশুখ ,—যায় যায় । কেউ ব'লে,
সাত্তী নক্ষত্রে রুষ্টি প'ড়লে, সেই রুষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে
থাকলে আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল
মারবাব সময় ব্যাঙটা যাই লাক্ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের
বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে , সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার
ক'বে যদি খাওয়াতে পাব, তবে নাচে । তখন যাব বাড়ীতে অশুখ,
সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরলো, আর ব্যাকুল
হ'য়ে ঐ সব খুঁজতে লাগলো । মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, 'ঠাকুর !
তুমি যদি জোটপাট করে দাও, তবেই হয় ।' এইরূপে যেতে যেতে
সত্য সত্যই দেখতে পেলো, একটা মড়ার খুলি পড়ে র'য়েছে ।
দেখতে দেখতে এক পসলা রুষ্টিও হ'ল । তখন সে ব্যক্তি ব'লছে,
'হে গুরুদেব । মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, স্বাতীক্ষত্রে রুষ্টিও
হ'লো, সেই রুষ্টির জলও ঐ খুলিতে প'ড়েছে , এখন রূপা করে
আব কষটীর যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর ।'

"ব্যাকুল হ'য়ে ভাবছে । এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ
আসছে । তখন লোকটীও ভাবি আহ্লাদ , সে এত ব্যাকুল হ'লো
যে বক ছড়্ ছড়্ ক'ব্তে লাগলো , আর সে বলতে লাগলো, 'হে
গুরুদেব । এবাব সাপও এসেছে , অনেকগুলিও যোগাযোগও হ'ল ।

রূপা ক'রে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও ।' বলতে বলতে বাঙও এলো, সাপটা বাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো । মডার মাথার খুলিব কাছে এসে যাঁই হোবল দিতে যাবে, বাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো, আর বিষ অমনি খুলিব ভিতর প'ড়ে গেল । তখন লোকটী আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো ।

“তাঁই বলছি বাবুসত! থাক'ল সব চ'র্য মায ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ .

সম্মান প্রাপ্ত হইল । ঈশ্বরলাভ প্রাপ্তি ।

টিক সম্মান কে .

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন থেকে সব ভাণ্ড না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না । সাধু সঙ্কল্প ক'বেতে পাবে না । সঙ্কল্প না ক'র 'পঞ্জী আট্টব দবাবশ' । পাখী আর সাধু সঙ্কল্প ক'বে না । এখানকার ভাব,—তাঁতে মাটী দেবার জন্ত মাটী নিয়ে যেতে পারি না । বেটুঘাটা ক'র পান আনবার যা নাও । জুড়ে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চ'লে যাবো মংলব হ'ল । ভাবলুম, কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন ক'বে লব ? আব কাশী যাওয়া হল না । (সঙ্কলব হাশ্ব) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মহিমাব প্রতি) । তোমবা সংসারী, তোমবা এও বাখ, অও রাখ । সংসারও বাখ, ধর্মও রাখ ।

মহিমা । 'এও' কি আব থাক ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গাব ধাবে 'টাকা' মাটী, মাটীট টাকা, টাকাই মাটী এই বিচার ক'বেতে ক'বেতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেল দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল । ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম । মা লক্ষ্মী যদি খ্যাট বন্ধ ক'বে দেন, তা হ'লে কি হবে । তখন গাঙ্গরার মত পাটোয়ারী করলুম । বল্লুম, মা । তুমি যেন হৃদয়ে থেকো । একজন উপস্থাপনা করাত্ত ভগবতী সন্তুষ্ট হ'য়ে বসেন, তুমি বব লও । সে বলে, মা যদি বব দিবেন, তবে এটি কব,

দক্ষিণেশ্বৰে । নম্ৰোহন, জদয়, মহিমাচৰণ প্ৰভৃতি সঙ্গ । ২০৫
যেন আমি নাতিব সঙ্গ সোণাব খালে ভাত খাটে । এক বৰেতে
নাতি, ঐশ্বৰ্য্য, সোণাব খাল, সব হ'ল । (সকলোৰ হাস্য) ।

“মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বৰে মন যায়, মন
গিয়ে লিপ্ত হয় । যিনি বন, তিনিই মুক্ত হ'তে পাবেন । ঈশ্বৰ
থেকে বিমুক্ত হ'লেই বন্ধ —নিক্তিৰ নীচের কাটা উপরের কাটা
থেকে তফাৎ হয় কখন ? যখন নিক্তিৰ বাটীতে কামিনী-কাঞ্চনের
ভাব পড়ে ।

“ভেলে ভূমিষ্টে হ'য়ে কেন কা'দে ? গৰ্ভে ছিলাম, সোণে ছিলাম ।
ভূমিষ্টে হ'য়ে এটে বাল কা'দে —কাঁচা এ, কাঁচা এ, এ কাণায় এলুম,
ঈশ্বৰেৰ পাদপদ্ম চিন্তা ক'ৰিছিলাম, এ আৰাধ কোথায় এলাম ।”

তানাদেব পক্ষে অনেক ভাগি স সাব অনাসক্ত হয়ে কব ।”

[সংসার ত্যাগ কৰকাৰ ।]

মহিমা । তাৰ উপৰ মন গৈলে আৰ কি স সাব থাকে ?

শ্ৰীবামচন্দ্ৰ । “স কি ? সংসার থাকবে না তো কোথায় যাব ?
আমি দেখছি যেখানে থাকি, বামেব অযোধ্যায় আছি । এটি জগৎ
সংসার বামেব অযোধ্যা । বামচন্দ্ৰ হুকব কা'ছে জ্ঞান লাভ কৰবাব
পৰ ব'ল্লেন, আমি স সাব ত্যাগ ক'বল । দশবথ তাঁকে বুঝাবাব
জ্ঞান বশিষ্ঠক পাতালেন । বশিষ্ঠ দেখলেন বামেব তীব্র বৈবাগ ।
তখন বল্লেন, ‘বাম’ আগে আমাব সঙ্গ বিচাৰ কৰ, তাৰপৰ
সংসার ত্যাগ কৰো । আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কৰি, সংসার কি ঈশ্বৰ
ছাড়া । তা যদি হয়, তুমি ত্যাগ কৰ । বাম দেখলেন, ঈশ্বৰই জীব
জগৎ সব হয়েছেন । তাৰ সত্ত্বতে সমস্ত সত্তা বলে বোধ হ'ছে ।
তখন বামচন্দ্ৰ চুপ কৰে বঠলেন ।

“সংসারে কাম ক্ৰোধ এই সবেব সঙ্গ যুদ্ধ কৰতে হয়, নানা
বাসনাব সঙ্গ যুদ্ধ কৰতে হয় আসক্তিব সঙ্গ যুদ্ধ কৰতে হয় । যুদ্ধ
কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা । গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল, —খাওয়া
মেলে, —ধন্যপত্নী অনেক বকম সাহায্য কৰে । কলিতে অন্নগত
প্ৰাণ —অন্নৰ জন্তু সাত জায়গায় ঘূৰাব চেয়ে এক জায়গাই ভাল ।
গৃহে, কেল্লাৰ ভিতৰ থেকে যেন যুদ্ধ কৰা ।

“আব সংসারে থাকো, ঝড়েব এঁটো পাত হ'য়ে । ঝড়ের এঁটো

পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখন গাঙ্গাকুড়ে । হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেটিকে যায় । কখনও ভাল জায়গায় কখনও মন্দ জায়গায় । তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেটী স্থানেই থাক —আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওব চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে ।

[সংসার আত্মসমর্পণ Resignation), স্বামীর ইচ্ছা]

“সংসারে বেখেছেন, তা কি করবে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর —তাকে আত্মসমর্পণ কর । তা হ'লে আর কোন গোল থাকবে না । তখন দেখান, তিনিই সব করবেন । সবই ‘বামের ইচ্ছা’ ।

একজন ভক্ত । ‘বামের ইচ্ছা’ গল্পটী কি :

শ্রীবামনকথ । কোন এক গ্রামে একটী ভাতী থাকে, বড় ধান্মিক । সকলকে তাকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে । ভাতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে । খরিকর দান জিজ্ঞাসা করলে বলে, —বামের ইচ্ছা, সুতরাং দান ১ টাকা, মঙ্গলভব দান ১০ আনা, বামের ইচ্ছা মনকা ৮ আনা, কপড়ের দান বামের ইচ্ছা ১৮/০ । লোকের এত বিশ্বাস যে হুংকাং দান কেবল দিয়ে কাপড় নিত । লোকটী ভাবি ভক্ত, বাহিরে পাওয়া দওয়া সব অনেক । চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে । একদিন অনেক রাত হ'য়েছে, লোকটী বসে হুংকাং না, বসে আচ্ছ, এক একবার তামাক খাচ্ছে, এমন সময় সেটী পদ দিয়ে একদল ডাকাতি ডাকাতি করতে যায় ।

তাদের ঘুটের অভাব হওয়াতে ঐ ভাতীকে এসে বলে, ‘আমাদের সঙ্গে’ । —এই বলে তাত ধরে টেনে নিয়ে চললো । তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করলে । কতকগুলো জিনিষ ভাতীর মাথায় দিলে । এমন সময় পুলিশ এসে পড়ল । ডাকাতেবা পালাল, কেবল ভাতীটী, মাথায় মোটা, ধরা পড়লো । সে বাহিরে তাকে হাজতে রাখা হল । পরদিন মাজিষ্টার সাত্তের কাছ নিচাব । গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত । তাবা সকলে বলে,

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহর, শস্য, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২০৭
 হজুব । এ লোক কখনও ডাকাতি কব্বে পাৰে না । সাহেব তখন
 তাঁতীকে জিজ্ঞাসা কব্লে, 'কিগো, তোমাব কি হায়েছে বল ?'

'তাঁতী বলে, হজুব । বামেব ইচ্ছা আমি বাগিচা ভাঙ খেলম ।
 তারপর বামেব ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপ বসে আছি, বামেব ইচ্ছা,
 অনেক বাত হ'ল । আমি, বামেব ইচ্ছা, তাব চিন্তা কব্ছিলাম
 আব তার নাম গুণ গান কব্ছিলাম । এমন সময়ে, বামেব ইচ্ছা,
 এক দল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল । বামেব ইচ্ছা, তারা
 আমায় ধ'ব টেনে ল'য়ে গেল । বামেব ইচ্ছা, তারা এক গুহাশ্রম
 বাড়ী ডাকাতী কলে । বামেব ইচ্ছা আমায় মাথায় মাট দিল ।
 এমন সময় বামেব ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল । বামেব ইচ্ছা, আমি
 বলা পড়লম । তখন, বামেব ইচ্ছা, পুলিশন লোকেরা হাজত
 দিল । আজ সকালে, বামেব ইচ্ছা, হজুবের কাছে এনেছে ।'

"অমন বাস্তবিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার
 ভূম দিলেন । তাঁতী বাগ্ৰায় বন্ধনব বলেব বামেব ইচ্ছা আমাকে
 ছেড়ে দিয়েছে ।

স সাব কবা, নগাস কবা, সব
 বামেব ইচ্ছা । তাই তাব উপর সব ফলে দিয়ে স সাব কাঙ কব

"তা না হলে আব কিই বা ক ববে ?

একজন কবাণী জল গাভল । জল গাভ এব হ'লে স
 জল থেকে বেধিয়ে এল এখন জল থেকে এসে, স কি কেবল
 ধই ধই ক'বে নাচবে । না কবাণীগাভই ক ববে ?

"স সানী যদি জানাত্ত হয, স মন কবলে সন'বাস স সাব
 থাক্বে পাৰে । সব জন লাভ হ'বে তাব এখন সেখান নাট ।
 তাব সব সমান । য'ব সেখানে আছে, তাব এখনও আছে ।

[পুষ্কর । বেশব সেনেব সঙ্গে কথা স'বাবে জানহুত ।]

'যখন কেশবসেনান বাগানে প্রথম দখলম, ব'লেছিলাম -- 'একট
 লাজ খসেছে ।' সভাশুদ্ধলোক হেসে উঠলো । কেশব বলে, তোমরা
 হেসো না, এব কিছু মানে আছে এক জিজ্ঞাসা করি' । আমি
 বলাম, যতদিন বেড়াচিব লাজ না খ'স, তাব কেবল জল থাকবে

হয়, আড়ায় উঠে ডাকায় বেড়াতে পারে না। যেই লাজ খসে, অমনি লাক দিয়ে ডাকায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাকায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিচার লাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিচার লাজ খসলে—জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারে থাকতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থশ্রমকথাপ্রসঙ্গে । নির্লিপ্ত সংসার ।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোচড় পরিপূর্ণ হ'য়েছে, এত ভাব বোধ হ'লে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আব ধাবণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্তা উদয় হ'য়েছে—সব সমস্তা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গোবী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সবস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক হ'য়েছেন। দয়ানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমবা এত বেন বদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষ তাহার ফল দেখিতেছি, একে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্ডন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও দেখে অবাক হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য্য, নিরঙ্কর বাক্তি এ সব কথা কিরূপে বলছেন। এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা 'সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ভেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু, Father (পিতা) করে পাগল হ'য়েছিলেন, ইনি আঁ আঁ করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে,—ঈশ্বর প্রেম 'কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়?' ইনিও যীশুব মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহারও অলঙ্ঘ্য বিশ্বাস! তাই

দক্ষিণেশ্বরে । মশ্মোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২০৯
কথাগুলির এত জোর । সংসারী লোক বলে তো এত জোর হয় না ;
তারা ত্যাগী নয়, তাদের অগস্ত বিশ্বাস কই ? কেশব সেনাদি
পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব
কেমন ক’রে হ’ল । কি আশ্চর্য্য । কোন রূপ বিবেচনার
নাট । সব ধর্ম্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত বগড়া
নাই !

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্তা শুনিয়া কোন ভক্ত
ভাব্ছেন, ‘ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ কর্তে বলেন না—বরং বল্ছেন,
সংসার কেলা স্বরূপ, এই কেলায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সহিত
যুদ্ধ করিতে পারা যায় । আবার বল্ছেন, সংসারে থাকবে না তো
কোথায় যাবে ? কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরাণীর কাজই
করে । অতএব এক রকম বলা হ’লো, জীবন্ত সংসারেও থাকতে
পারে । আদর্শ—কেশব সেন ? তাঁকে ব’লেছিলেন, ‘তোমারই লাজ
খসেছে—আর কা’র হয় নাই ।’ কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল
বল্ছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হবে । চারা গাছে বেড়া দিতে
হবে—নচেৎ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলবে । গাছের গুঁড়ী হয়ে গেলে,
চারিদিকের বেড়া ভেঙ্গে দাও আর না দাও ; এমন কি, হাতী বেঁধে
দিলেও গাছের কিছু হবে না । নির্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক’রে
—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক’রে, সংসারে এসে থাকলে, কিছু ভয় নাই ।
তাই নির্জনবাস কথাটা কেবল বল্ছেন ।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কথার
পর, আর দু একটা সংসারী ভক্তের কথা, বলিতেছেন ।

(জীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শোপ ও ভোগ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি) । আবার সেজো বাবুর *
সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গি’ছলাম । সেজো বাবুকে বহু’ম,
‘আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে
দেখবার ইচ্ছা হয় ।’ সেজো বাবু ব’লে, ‘আচ্ছা বাবা, আমি

* সেজো বাবু—রাণী রাগমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস । ঠাকুরকে
প্রথমাধি স্নাতিকের ভক্তি, ও শিষ্যের জায় সেবা, করিতেন ।

তোমায় নিয়ে যাব ; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে প'ড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে । সেজো বাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল । দেখে দেবেশ্বর ব'লে, তোমার একটু বদলেছে—তোমাব ভুঁড়ি হয়েছে ! সেজো বাবু আমার কথা ব'লে, ইনি তোমার দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল ।' আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেশ্বরকে বল্লুম, 'দেখি গা তোমার গা ।' দেবেশ্বর গায়ের জামা তুললে, দেখলাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিন্দুর ছডান ? তখন দেবেশ্বরের চুল পাকে নাই ।

“প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম । তা হবে না গা ? অত ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, মান, সম্মান ? অভিমান দেখে সেজো-বাবুকে বল্লুম, 'আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয় ? যার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তার কি 'আমি পণ্ডিত,' 'আমি জ্ঞানী,' 'আমি ধনা,' ব'লে অভিমান থাকতে পারে ?

“দেবেশ্বরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হাঠাৎ সেট অবস্থাটি হ'ল । সেই অবস্থাটি হ'লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই । আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠল । যখন ঐ অবস্থাটি হয়, তখন পণ্ডিত কণ্ডিত ভূণ জ্ঞান হয় । যদি দেগি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তখন খড় কুটোর মত বোধ হয় । তখন দেখি, যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠ'ছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর ।

“দেখলাম,স্বোপা ভোগ দুইই আছে , অনেক ছেলে পুলে ছোট ছোট ; ডাক্তার এসেছে ;—তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয় । ব'ল্লুম, তুমি কলির জনক । জনক 'এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে, তোমায় দেখতে এসেছি , আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও ।

তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনাগে । ব'লে, এই জগৎ যেন একটা ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটা ঝাড়ের দীপ । আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম । দেবেশ্বরের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলুম তবে তো খুব বড় লোক । ব্যাখ্যা করতে বললাম,— তা ব'লে. “এ জগৎ

দক্ষিণেশ্বরে । মন্মোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২১১
কে জানতো ?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার
জন্তু । ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা
যায় না !”

[ব্রাহ্মসমাজে ‘অসত্যতা’ । কাপ্তেন তরু গৃহস্থ ।]

“অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হয়ে বলে, আপনাকে
উৎসবে (ব্রাহ্মেৎসবে) আসতে হবে । আমি ব’ললাম সে ঈশ্বরের
ইচ্ছা, আমার তো এই অবস্থা দেখুছো ।—কখন কি ভাবে তিনি
রাখেন । দেবেন্দ্র বলে, ‘না, আসতে হবে ; তবে খুতি আর উড়ানি
পরে এসো ,—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব’লে, আমার
কষ্ট হবে ।’ আমি ব’ললাম, তা পারবো না । আমি বাবু হ’তে পারবো
না । দেবেন্দ্র, সেজো বাবু, সব হাসতে লাগলো ।

“তার পর দিনই সেজো বাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—
আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে । বলে—অসত্যতা হবে,
গায়ে উড়ানি থাকবে না । (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমা প্রতি) । আর একটি আছে—কাপ্তেন ।*
সংসারী বটে, কিন্তু ভারি ভক্ত । তুমি আলাপ কোরো ।

“কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব
কণ্ঠস্থ । তুমি আলাপ ক’রে দেখো ।

“খুব ভক্তি । আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমার
ছাতা ধরে । ওর বাড়ীতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন ।—বাতাস
করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারি ক’রে খাওয়ায় । আমি
এক দিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহুঁস হ’য়ে গেছি । ও তো অত
আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা কাঁক করে বসিয়ে
দেয় । অত আচারী যুগা করলে না ।

“কাপ্তেনের অনেক খরচা । কান্দীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে

* শ্রীবিষ্ণুনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী, নেপালের রাজার উকিল, রাজ-
প্রতিনিধি, কলিকাতায় থাকিতেন । অতি সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরম ভক্ত ।

হয় । মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হ'য়েছে যে, সব রকম খরচ ক'রতে পারে না ।

“কাপ্তেনের পরিবার আমায় ব'লে যে, সংসার ঠ'র ভাল লাগে না । তাই মাঝে ব'লেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো । মাঝে মাঝে, ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো ক'রতো ।

“ওদের বংশই ভক্ত । বাপ লডায়ে যেতো । শুনেছি লডায়েব সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক'রতো ।

“লোকটা ভারি আচাৰী । আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে এক মাস আসে নাই । বলে কেশব সেন ভট্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই । আমি বলুম, আমার সে সবে দরকার কি ? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুন্তে যাই—আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ ?' তবুও আমায় ছাড়ে না ; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও ? তখন আমি বলুম, একটু বিরক্ত হ'য়ে, আমি তো টাকার জন্ত যাই না—আমি হরিনাম শুন্তে যাই—আর তুমি লাটে সাহেবের বাড়ীতে যাও কেমন করে ? তারা য়েচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে ? এই সব বলার পর তবে একটু থামে ।

কিন্তু খুব ভক্তি । যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে । আজ পূজা ক'রতে ক'রতে আসনে বসে স্তব কবে । তখন আব একটা মানুষ । যেন তন্ময় হয়ে যায় ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বেদান্তবিচারে । মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।

শ্রীবামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) । বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা । যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ । এ সব, তোমার

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২১ত
 ভাবের কথা । স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য । একটা গল্প
 বলি শুনো । তোমার ভাবের ।

“এক দেশে একটা চাষা থাকে । ভারী জ্ঞানী । চাষ বাস করে—
 পরিবার আছে, একটা ছেলে অনেক দিন পরে হ’য়েছে ; নাম—হারু ।
 ছেলেটার উপর বাপ মা দু’জনেরই ভালবাসা ; কেন না, সবে ঘন
 নীলমণি । চাষাটা ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে । এক
 দিন মাঠে কাজ করছে, এক জন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা
 হ’য়েছে । চাষাটা বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু
 ছেলেটা মারা গেল । বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হ’লো কিন্তু
 চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই । উণ্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক
 ক’রে কি হবে ? তার পর আবার চাষ করতে গেল । বাড়ী ফিরে
 এসে দেখে, পরিবার আরো কাঁদছে । ব’লে, ‘তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার
 জন্ম একবার কাঁদলেও না ?’ চাষা তখন স্থির হয়ে ব’লে, ‘কেন কাঁদছি
 না, বলবো ? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি । দেখলাম যে
 রাজা হ’য়েছি আর আট ছেলের বাপ হ’য়েছি—খুব সুখে
 আছি । তার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল । এখন মহা ভাবনায় প’ড়েছি—
 আমার সেই আট ছেলের জন্ম শোক ক’রবো, না তোমার এই এক
 ছেলে হারুর জন্ম শোক ক’রবো ?’

“চাষা জ্ঞানী, তাই দেখ’ছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ
 অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, এক নিত্যবস্তু, সেই আত্মা ।

“আমি সবই লই । ভুল্লীশ্বর আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি । আমি
 তিন অবস্থাই লই । ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই ।
 সব না নিলে ওজনে কম পড়ে ।”

একজন ভক্ত । ওজনে কেন কম পড়ে ? (সকলের হান্ত ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্ম—জীবজগৎবিশিষ্ট । প্রথম নেতি নেতি
 করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয় । অহং বুদ্ধি যতক্ষণ,
 ততক্ষণ তিনিই সব হ’য়েছেন, এই বোধ হয় ;—তিনিই চতুর্বিংশতি
 তত্ত্ব হ’য়েছেন ।

বেলের সার বলতে গেলে সাঁসই বুঝায়, তখন বাঁচি আর
 খোলা ফেলে দিতে হয় । কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল ব’লতে

সেলে শুধু সাঁস-ওজন করলে হবে না । ওজনের সময় সাঁস বীচি, খোলা সব নিতে হবে । যারই সাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা । শাঁসই নিত্য, তাঁসই লীলা ।

“তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই । মায়া বোলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না । তা হ’লে যে ওজনে কম প’ড়বে ।

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাধৈতবাদ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ।]

মহিমাচরণ । এ বেশ সামঞ্জস্য,— নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ । ভক্তেরা সব অবস্থা লয় । জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে । (সকলের হাস্ত) । এক একটা গরু আছে—বেছে বেছে খায় ; তাই ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ । যারা অতো বাছে না আব সব খায়, তারা হুড়্ হুড়্ ক’রে দুধ দেয় । উত্তম ভক্ত—নিত্য, লীলা, দুই লয়, তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সন্তোষ করতে পায় । উত্তম ভক্ত * হুড়্ হুড়্ করে দুধ দেয় । (সকলের হাস্ত) ।

মহিমা । তবে দুধ একটু গন্ধ হয় । (হাস্ত) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হয় বাটে, তবে একটু আওটাতে হয় । একটু আগুনে আউটে নিতে হয় । জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হ’লে আর গন্ধটা থাকবে না । (সকলের হাস্ত) ।

[ঔংকার ও নিত্যলীলাযোগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । ঔংকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল, ‘অকার উকার মকার ।’

মহিমাচরণ । অকার, উকার, মকার—কি না সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ । ট-অ-অ-অ-অ-অ । লীলা থেকে নিত্যে লয় ;—স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহা-কারণে লয় । জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয় । আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ

* উত্তম ভক্ত—যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ যস্মি পশুতি ।

তত্বাহং ন প্রণতামি স চ মে ন প্রণততি ।

দক্ষিণেগরে । মনোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২১৫
 হ'ল । মিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকাব্য থেকে মূল সূক্ষ্ম,
 কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুম্বীক্স থেকেই জাগ্রৎ স্বপ্ন, জুর্বাণ্ড
 সব অবস্থা এসে পড়লো । আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয়
 হ'ল । নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য ।
 আমি টং শব্দ উপমা দিই । আমি ঠিক এই সব দেখেছি । আমায়
 দেখিয়ে দিয়েছে চিত্রসমুদ্র, অন্ত নাট । তাই থেকে এই সব লীলা
 উঠলো, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল । চিত্রাকাশে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের
 উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি
 জানি না ।

মহিমা । ধাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই । তাঁরা
 নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন, কখন । লিখতে গেলেই একটু
 হিসাবী বুদ্ধির দরকার । তাঁদের কাছে শুনে অস্ত্র লোকে লিখেছে ।

(সংসারাসক্তি কত দিন । ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি
 যায় না ? তাঁকে লাভ ক'রলে আসক্তি যায় ।। যদি একবার ব্রহ্মা-
 নন্দ পায়, তা হ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে, বা অর্থ, মান, সম্মানের
 জন্তু, আর মন দৌড়ায় না ।

বাদুলে পোকা যদি একবার আঁলো দেখে, তা হ'লে আর
 অন্ধকারে যায় না ।

“রাবণকে ব'লেছিল, তুমি সীতার জন্তু মায়ায় নানা রূপ ধর'ছো,
 এক বার ক্লাম রূপ ধ'রে সীতার কাছে যাও না কেন । রাবণ বলে,
 তুচ্ছ ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ—যখন রানকে চিন্তা করি, তখন
 ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা ! তা রামরূপ কি ধ'রবো ।”

(যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে । চৈতন্যভক্ত নিলিখা ।

“তাই জন্তুই মাধন ভজন । তাঁকে চিন্তা যত কর'বে, ততই
 সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি ক'মবে । তাঁর পাদপদ্মে

* নিত্য ধ'রে লীলা &—From the Absolute to the Relative,
 from the Infinite to the Finite—from the Undifferentiated
 to the Differentiated—from the Unconditioned to the Con-
 ditioned ; and again from the Relative to the Absolute &

+ বসবর্জ্য ব্রহ্মোপাস্ত পরং দৃষ্ট্য নিবর্ততে ।

যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের স্থলের দিকে নজর কমবে, পরশ্রীকে লাভবৎ বোধ হবে, নিজের শ্রীকে ধর্ম্মের সহায় বহু বোধ হবে, পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে । তখন সংসারে যদিও থাকে, জীবগ্নস্ত হ'য়ে বেডাবে । চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল ।

[জানী ও ভক্তের গুণ রহস্ত ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাকে) । যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর 'স্বপ্নবৎ' বল, তার ভক্তি যাবার নয় । ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই । একটা মুষল বানান বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্' ।

শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয় ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায় । বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয় । জ্ঞান-বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু ক'রে বেড়ে যায় ; যদুবংশ ধ্বংস ক'রেছিল মুষল, তারই মত ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

মাড়সেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ । হাজরা মহাশয় ।*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব্ববারাণ্ডায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন । ইংরিস ৪৬।৪৭ হইবে । ঠাকুরের দেশের লোক । অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে,—বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়ীতে গিয়া থাকেন । বাড়ীতে কিছু জমি টমি আছে, তাহাতেই শ্রীপুস্তকাদির ভরণপোষণ হয় । তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়, সর্ব্বদা চেষ্টা করেন ।

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের সন্নিকট খড়াগোড় গ্রাম ইহার জন্মভূমি । সম্ভ্রুতি (১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে) স্বদেশে থাকিয়া ইহার পর-লোক প্রাপ্তি হইয়াছে । বৃত্তাকালে ঠাকুরের প্রতি ইহার অদ্বুত বিখ্যাত ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । ইহার বয়ঃক্রম ৬৩, ৬৪ বৎসব হইয়াছিল ।

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহন, কদম্ব, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২১৭
কলিকাতায় সর্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠনঠনেনিবাসী শ্রীযুক্ত
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় বস্ত্র করেন ও
সাদুর গায় সেবা করেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বস্ত্র ক'রে
রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্বদা সংবাদ
লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্বদা হ'য়ে থাকে । হাজরা
মহাশয় বড় তार्কিক । প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তবঙ্গে
ভেসে এক দিকে চলে যেতেন । বারাগায় আসন ক'রে সর্বদা
জপের মালা লয়ে জপ করতেন ।

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর অনুখ সংবাদ আসিয়াছে ।
রামলালকে দেশ থেকে আসবার সময় তিনি হাতে ধ'রে অনেক
ক'বে বলেছিলেন, 'খুড়ো মহাশয়কে আমার কাকুতি জানিয়ে
বোলো, তিনি যেন প্রতাপকে ব'লে ক'য়ে দেশে পাঠিয়ে দেন ।
এক বার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয় । ঠাকুর তাই হাজরাকে
বলেছিলেন, 'একবার বাড়ীতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো ,
তিনি রামলালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন । মাকে কষ্ট দিয়ে
কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয় ? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো ।'

ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে
করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন । মাষ্টারও আছেন ।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্তে) । মহাশয় । আপ-
নার কাছে দরবার আছে । আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে
ব'লেছেন ? আবার সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ ক'রেছে ;
তাই বল্লুম, তিন দিনের জন্ত না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো ।
মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয় ? আমি বৃন্দাবনে র'য়ে যাজ্জি-
লাম, তখন মাকে মনে পড়লো , ভাবলুম—মা যে কঁাদবে , আবার
সেজো বাবু'র সঙ্গে এখানে চলে এলুম ! আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর
ভয় কি ?

মহিমাচরণ (সহাস্তে) । মহাশয়, জ্ঞান হ'লে ভো !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাজরার সবটাই হ'য়েছে, একটু সংসারে মন
আছে—ছেলেবা র'য়েছে, কিছু টাকা ধার ব'য়েছে । মামীর সব অনুখ

সেরে গেছে, একট কশুর আছে ! (মহিমাচরণ প্রভৃতি সকলের হাস্য) ।

মহিমা । কোথায় জ্ঞান হ'য়েছে, মহাশয় ?

ঐরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । না—গো, তুমি জ্ঞান না । সন্ধ্যাই বলে, হাজরা একটা লোক, রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে আছে । হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে ? (সকলের হাস্য) ।

হাজরা । আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না ।

ঐরামকৃষ্ণ । তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না , তা এখানকার নাম কেউ ক'রবে কেন ? মহিমা । মহাশয় । ও কি জানে ? আপনি যেসব উপদেশ দেবেন ও তাই করবে ।

ঐরামকৃষ্ণ । কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর , ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা নাই ।

মহিমা । তারি তর্ক করে ।

ঐরামকৃষ্ণ । ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয় (সকলের হাস্য) । তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বস্গুম । তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি , আবার কি বলেছি মনে ক'রে বেরিয়ে এসে, হাজরাকে প্রশ্নাম করে যাউ,—তবে হয় ।

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা ।]

ঐরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন ? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিয়রূপ । যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য ভাবি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি । শুদ্ধাত্মা কিরূপ, যেমন চুস্ক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুস্ক-পাথর চুপ ক'রে আছে—নিষ্ক্রিয় ।

— — —

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[সন্ধ্যা-সঙ্গীত ও ঈশান-সংবাদ ।

সন্ধ্যা আগন্তপ্রায় । ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন । মণি একাকী বসিয়া আছেন ও চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১১৯
সম্বোধন করিয়া সন্তোষে বলিতেছেন, “গোটা দু-এক মার্কিসের জামা
দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বোল্‌বো মনে করে-
ছিলাম, তা তুমিই দিও ।” মণি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন,
‘যে আজ্ঞা’ ।

সন্ধ্যা হইল । শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দেওয়া হইল । তিনি
ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজ মন্ত্র জপিয়া, নাম গান করিতেছেন ।
ঘরের বাহিরে অপূৰ্ব্ব শোভা । কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী
তিথি । বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, আর
একদিকে ভাগীরথীবক্ষ মুণ্ডশিশুর বক্ষের জ্বায় ঈষৎ বিকম্পিত
হইতেছে । জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল । আরতির শব্দ গঙ্গার
স্নিগ্ধোজ্জলপ্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর
পর্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল ! ঠাকুরবাড়ীতে এককালে
তিন মন্দিরে আরতি—ফালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে ।
দ্বাদশ শিবমন্দিরে এক একটা করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি । পুরো-
হিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন, বাম হস্তে
ঘণ্টা, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ, সঙ্গে পরিচারক—তাহার হস্তে কঁাসর ।
আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে
রসনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে ! সেখানে নহবৎখানা,
সন্ধ্যাকালীন রাগ রাগিণী বাজিতেছে । আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব
—যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ‘কেহ নিরানন্দ হইও না ।
ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই, থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন,
আমাদের মা আছেন । আনন্দ কর ’ দাসীপুত্র ভাল খেতে পায়
না, ভাল পরতে পায় না, বাড়ী নাই, ঘর নাই,—তবু বুকে জোর
আছে, তার যে মা আছে । মার কোলে নির্ভর । পাতানো মা
নয়, সত্যকার মা । আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কি
হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন । কে অত ভাবে '
আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে
আমায় গ’ড়েছেন । আমি জানতেও চাই না । যদি জানবার দর-
কার হয়, তিনি জানিয়ে দিবেন । অত কে ভাবে ! মায়ের ছেলেরা
সব আনন্দ কর ।”

সাহিরে কোমলীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে ;—কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হরি-শ্রোমানন্দে বসিয়া আছেন । ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে । ঈশানের ভাবি বিশ্বাস । বলেন, একবার যিনি দুর্গা নাম ক'রে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান । নিপদে তবু কি ৭ শিশু নিজের রক্ষা করেন ।

[বিশ্বাসে ঈশ্বরলাভ । ঈশানকে কক্ষযোগ উপদেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) । তোমার খুব বিশ্বাস—আমাদের কিছু অতো নাই । (সকলের হাস্য) বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায় । ঈশান । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি জপ, আত্মিক, উপবাস, পূরস্চরণ এই সব কর্ম করছ । তা বেশ । যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি, এই সব কর্ম করিয়ে লন । ফলকামনা 'না' ক'বে এই সব কর্ম ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয় ।

[বৈদী ভক্তি ও রাগভক্তি : কর্মত্যাগ কখন ?]

শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে—তাই ক'রছি ; একগ ভক্তিকে বৈদীভক্তি বলে । আর এক আছে, রাগভক্তি । সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রজ্ঞাদের । সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈদী কর্মের প্রয়োজন হয় না ।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

[সেবক হৃদয়ে ।]

সঙ্ঘার পূর্বের মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন - রামের ইচ্ছা এটি তো বেশ কথা ! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর Necessity, এ সব কণ্ডা গিটে যাচ্ছে । আমরা ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়' ; আবার আমি ডাকাক খাচ্ছি 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি ডাকাতি ক'রছি 'রামের ইচ্ছায়' ; আমরা পুলিশে ধরলে 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি সাধু হয়েছি 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি প্রার্থনা ক'রেছি 'হে প্রভু আমায় অসম্বুদ্ধি দিও না—

দক্ষিণেশ্বরে । মন্মোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২২১
আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না—এও রামের ইচ্ছা । সং ইচ্ছা
অসং ইচ্ছা তিনি দিচ্ছেন । তবে একটা কথা আছে, অসং ইচ্ছা
তিনি কেন দিবেন—ডাকাতি করাবাব ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন ?
তার উত্তর ঠাকুর বলেন এট,—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন
বাঘ, সিংহ, সাপ ক'রেছেন, গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছও
ক'রেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতরে চোর ডাকাতও ক'রেছেন ।
কেন ক'রেছেন তা কে বলবে ? ঈশ্বরকে কে বুঝবে ?

“কিন্তু তিনি যদি সব ক'রেছেন Sense of responsibility
তো যায় । তা কেন যাবে ? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর না দর্শন
হলে ‘বামের ইচ্ছা, উটী যোল আনা বোধই হবে না । তাঁকে লাভ
না ক'লে এটা একবার বোধ হয়, আবার ভুল হয়ে যাবে । যত-
ক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয় ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, responsibility
বোধ, থাকবেই থাকবে । ঠাকুর বুঝালেন, ‘রামের ইচ্ছা’ । তোতা-
পাখীর মত ‘রামের ইচ্ছা’ মুখে বললে হয় না । যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা
না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমাব ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না ‘আমি
যন্ত্র’ ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ পুণ্য বোধ, স্তম্ভ ছঃম্ভ বোধ শুচি
অশুচি বোধ, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsibility
বেখে দেন . তা না হ'লে তাঁর মায়ায় সংসার কেমন
কোবে চলবে ?

“ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক হইতেছি ।
কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে
দেখতে ছুটেছেন,—অমনি কেশব আপনার লোক হ'লেন । তখন
কাপ্তেনের কথা আর শুনলেন না । তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন,
সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কণ্ঠকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়াছেন,
এ সব কথা ভেসে গেল । কুলটা খাই, কাঁটার আমার কি কাজ ?
ভক্তিশূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়, হিন্দু, মুসলমান,
খৃষ্টান, এক হয় : চারি বর্ণ এক হয় । ভক্তিশূত্রেই ভাস্কর । ধনু
শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমাবই জয় । তুমি সনাতন ধর্মের এট বিশ্বজনীন
ভাব আবার মূর্তিমান কবিলে । তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ !
সকল ধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়নির্বিশেষে আলিঙ্গন

করিতেছ ! তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি । তুমি কেবল দাখো—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না । যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়—হিন্দুর যদি ভক্তি দাখো, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয় । তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে । সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র ।

“ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব’লছেন না । বলেন, ‘তা হ’লে ওজনে কম পড়ে ।’ মাযাবাদ নয় । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । কেন না, জীব-জগৎ অলীক ব’লছেন না, মনের ভুল ব’লছেন না । ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য । জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না !

“শুনিলাম এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে । আনন্দসিদ্ধনীরে অনন্ত-লীলালহরী । এ লীলাব আদি কোথায় ? অন্ত কোথায় ? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই । মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধি বা কতটুকু ! শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ’য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন ক’রেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার ক’রেছেন । অবশ্য ক’রেছেন, কেন না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন । তবে এ চক্ষু চক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্য চক্ষু বাহ্যকে বলে, তাহার দ্বারা । যে চক্ষু পাইয়া অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক’রেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক’রেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন ! সে চক্ষু কিসে হয় ? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয় । এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক’রে ? সংসার কি ত্যাগ ক’রতে হবে ? কৈ, তাও তো আজ ব’লেন না ।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ-চতুর্দশ অঙ্ক ।

~~~~~

শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামের গৃহে আগমন ও  
তাঁহার সহিত নরেন্দ্র, গিরীশ, বলরাম,  
চুণিলাল, লাটু, মাষ্টার, নারায়ণ  
প্রভৃতি ভক্তের কথোপ  
কথন ও আনন্দ ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কাল্কন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র । ১৯শে কাল্কন,  
বুধবার, ইংরাজী ১১ মার্চ, ১৮৮৫ । আজ আন্দাজ বেলা দশটার  
সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসু বলরামমন্দিরে  
শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন । সঙ্গে লাটু প্রভৃতি ভক্ত ।

ধন্য বলরাম ! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র  
হইয়াছে ! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রগাড়ে'রে  
বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন ! যেন শ্রীগৌরাজ  
শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসান্ধেন !

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটিতে ব'সে ব'সে কাঁদেন ; নিজের অন্তরঙ্গ  
দেখিযেন ব'লে ব্যাকুল ! রাত্রে ঘুম নাই ! যাকে বলেন 'মা ওর বড়  
ভক্তি, ওকে টেনে নাও , মা ওকে এখানে এনে দাও ; যদি সৈ না  
আসতে পারে, তা হ'লে মা আমার সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে  
আসি ।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আগেন । লোকের কাছে  
কেবল বলেন, 'বলরামের ৬জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন ।'  
বলন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান । বলেন,  
'যাও —নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এ.স। । এদের  
খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয় ! এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরংশে  
জন্মেছে এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে' ।

বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে

আলাপ । এইখানেই রথের সময় কীৰ্ত্তনানন্দ । এইখানেই কঁতবার শ্রেণের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে ।

[ ‘পশ্চতি তব পদানম্’ । ছোট নরেন । ]

মাষ্টার নিকটে বিছালয়ে পড়ান । শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন । মাঝে অধ্যাপনার কিকিৎ অবসর পাওয়া বেলা দুই প্রহরের সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত । আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন । ঠাকুর আহারাশুে বৈঠকখানায় একটু বিশ্রাম করিতেছেন । মাঝে মাঝে থলী পেকে কিছু মসুণা বা কাবাব চিনি খাচ্ছেন , অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সন্নেহে ) । ভূমি যে এখন এল ? স্কুল নাই ?

মাষ্টার । স্কুল থেকে আসছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই ।

ভক্ত । না মহাশয় ! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন ! ( সকলের হাস্য ) ।

মাষ্টার ( স্বগতঃ ) । হায়, কে, টেনে আনলে !

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন । পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন । আর বলিলেন, ‘আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো গা , আর জামাটা শুকোতে দাও ; আর পাটা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার ? মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন । মাষ্টার লম্বব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতেছেন । তিনি পায়ে হাত বুলাইতেছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলো কত উপদেশ দিতে লাগিলেন ।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐকথ্যভাগের পথকাঠা , ঠিক সন্ধ্যাসী । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । ই্যাগা, এটা আমার কদিন ধ’রে হ’চ্ছে কেন বল দেখি ? হাতের কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই । একবার একটা বাটীতে হাত দি’ছিলুম,—তা, হাতে শিকীমাছের কাঁটা কোটা মত হলো । হাত কন্ কন্ কন্ কন্ ক’রতে লাগলো । গাডু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি তুলতে পারি কি না : বাই হাত দিয়েছি, অমনি হাতটা কন্ কন্ কন্ কন্ ক’রতে লাগল , খুব বেদনা ! শেষে নাকে প্রার্থনা ক’রলুম, ‘মা আর অমন



ক'র'বো না, মা এবার মাপ করো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । হাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়ীতে কিছু বলবে ? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই ।

মাষ্টার ! আর খোলটা বড় । শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, আবার বলে যে ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্লে আমার মনে থাকে । বলে—ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে ।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল । এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টার মহাশয় । আপনি ধূলে যাবেন না ?'

ঠাকুর । ক'টা বেজেছে ? ভক্ত । একটা বাজতে দশ মিনিট ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । তুমি এস, তোমার দেবী হচ্ছে । একে কাজ ফেলে এসেছো । ( লাটুর প্রতি ) রাখাল কোথায় ?

লাটু । চলে গেছে,—বাড়ী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার সঙ্গে না দেখা করে ?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অপরাহে—ভক্তসঙ্গে । অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।

স্কুলের ছুটির পর মাষ্টার আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর, বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন । ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে । মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রশংসা করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুণিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি ) । তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে ।

গিরীশ ( সহাস্তে ) । নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত । যা কিছু আমরা

দেখি, শুনি—জিনিসটা, কি ব্যক্তিটা—সব তাঁর অংশ, এ পর্য্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ) তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,— তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মাথা শিংটা যদি ছোঁয় গরুকেই ছোঁয়া হ'লো, পাটা বা লাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইকপে প্রেম ভক্তি শিখাবান জগৎ ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতারণ হন।

গিরীশ । নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা হয়। তিনি অনন্ত

#### [ PERCEPTION OF THE INFINITE \* ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি ) । ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পাবে না। আর সব ধারণা কবা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'লো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো।

যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা স্পর্শন স্পর্শন ক'বে এলুম। সব গঙ্গাটা, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পয্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (হাস্ত)।

“তোমার পাটা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। (হাস্ত)।

“যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, সাগর স্পর্শ করাই হ'লো। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাছে বেশী।—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে) । যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার।

\* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Müller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

বসু বলরামমন্দিরে গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২২৭

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে ) । অগ্নি তব্ব কাঠে বেশী । ঈশ্বর-  
তত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে । মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন ।  
যে মানুষে দেখবে উজ্জ্বিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের  
জগৎ পাগল—তঁাব প্রেমে মাতোয়াবা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো,  
তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন ।

( মাষ্টার দৃষ্টে ) “তিনি তো যাচ্ছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও  
বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ । অবতাবের ভিতর তাঁর  
শক্তি বেশী প্রকাশ, সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে ।  
শক্তিরই অবতাব ।

গিরীশ । নরেন্দ্র বলে, তিনি অবস্থান সাগোচরম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, এ মনেব গোচর নয় বাটে—কিন্তু শুদ্ধমনেব  
গোচর । এ বুদ্ধিব গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর । কামিনী-  
কাঞ্চনে অসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয় । তখন শুদ্ধমন  
শুদ্ধবুদ্ধি এক । শুদ্ধমনেব গোচর । পার্থ মুনিরা কি তাঁকে দেখেন  
নাই ? তাঁরা চৈতন্যেব দ্বারা চৈতন্যেব সাক্ষাৎকার করেছিলেন ।

গিরীশ ( সহাস্তে ) । নরেন্দ্র আমাব কাছে তর্কে হেরেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, আমায় বলেছে, গিরীশ ঘোষের মানুষকে  
অবতাব বলে অত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি বলবো । অমন  
বিশ্বাসেব উপর কিছু বলতে নাই ।

গিরীশ ( সহাস্তে ) । মহাশয় ! আমাব সব হল হল ক’বে কথা কচ্ছি,  
কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে । কি ভাবে ? মহাশয় । কি বলুন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে ) । “মুখহলসা, ভেতববুঁদে, কান-  
তুলসে, দাঁঘল ঘোমটা নারী, পান্না পুকুবেব লীতল জল, বড মন্দকারী ।”  
( সকলের হাস্য ) । ( সহাস্তে ) । কিন্তু ইনি তা নন,—ইনি ‘গম্ভীরাঙ্গা’ ।  
( সকলের হাস্য ) ।

গিরীশ । মহাশয় ! শোলোকটী কি বল্লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই ক’টা লোকেব কাছে সাবধান হবে,—প্রথম  
মুখহলসা, হল হল কবে কথা কয়, তার পর ভেতববুঁদে—মনের  
ভিতর ডুবুবি নামালেও অন্ত পাবে না ; তার পর কানতুলসে, কানে  
তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জগৎ, দাঁঘল ঘোমটা নারী—লম্বা

ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয় ; আর পানাপুকুরের জল —নাইলে সান্নিপাতিক হয় । ( হাস্ত ) ।

চুনিলাল । এর ( মাষ্টারের ) নামে কথা উঠেছে । ছোট নরেন, বাবুরাম ঔর পোডো , নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র—এরা সব ঔর পোডো । কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়া শুনা খারাপ হ'বে যাচ্ছে । এঁর নামে দোষ দিচ্ছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাদের কথা কে বিশ্বাস কর'বে ?

এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারায়ণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল । নারায়ণ গোবর্ধন, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন । তাকে দেখ'বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য বাকুল । তা'ব জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'নে বাঁদেন । নারায়ণকে তিনি সাক্ষাৎ নান্নাস্ত্রাণ দেখেন ।

গিরীশ ( নারায়ণ দৃষ্টে ) । কে পবন দিলে ? মাষ্টারই দেখ'ছি সব সারলে । ( সকলের হাস্ত ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে ) । বোসো ! চুপ চাপ ক'রে থাকো । এঁর ( মাষ্টারের ) নামে একে বদ'নাম উঠেছে ।

[ অন্নচিন্তা চমৎকারা । ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ কবার ফল । ]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল ।

একজন ভক্ত । এখন তত আসেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ‘অন্নচিন্তা চমৎকারা,

কার্লিদাস হয় বুদ্ধিহারা ।’ ( সকলের হাস্ত ) ।

বলরাম । শিবগুহোর বাড়ীর ছেলে অন্নদাগুহোর কাছে খুব আনাগোনা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা, এরা সব যায় । সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে ।

একজন ভক্ত । তাঁর ( আফিসওয়ালার ) নাম তারাপদ ।

বলরাম ( হাসিতে হাসিতে ) । বামুনরা বলে, ‘অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহকার ।

বন বনরামমন্দিরে গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২২৯

শ্রীরামকৃষ্ণ । বামুনদের ওসব কথা শুনো না । তাদের তো জানো , না দিলেই খাবাপ লোক, দিলেই ভাল । ( সকলের হাশু ) ।  
অন্নদাকে আমি জানি, ভাল লোক ।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে ।

ঠাকুর গান শুনিয়েন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বলরামের বৈঠক-  
খানায় এক ঘর লোক । সকলেই তাঁজাব পানে চাহিয়া আছেন, কি  
বলেন শুনিয়েন, কি কবেন দেখিয়েন ।

তারাপদ গাতিতেছেন ,

গান । বেশব কুহু করণা দানে কুঞ্জ কাননচাঁদী । নাথব মনোমোহন  
মোহনমুখাধারী ॥ ( হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আয়ার । ) বজ্রকিশোর  
বালাগড়ব কাতক-ভগতঙ্গন, নগনবাঁবা বীকাদিখিপাখা, বামিকাহুদিবঙ্গন—  
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুমুদভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম বাসবসবিহারী ।  
( হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আয়ার ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি ) । আচ্ছা বেশ গানটা ? তুমিই কি  
সব গান বেঁধেছ ?

ভক্ত । হাঁ, উনিই চৈতন্যলালার সব গান বেঁধেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গরীশের প্রতি ) । এ গানটা খুব উত্তবেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গায়কের প্রতি ) । নিতাইয়ের গান গাইতে পাবো ?  
আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন,—

গান । কিশোরীব প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়াব ব'য়ে যায় । বইছে  
বে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায় ॥ প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলাস সাধ  
করি, রাধার প্রেমে বল বে করি ; প্রেমে প্রাণ মত্ত কবে, প্রেম তবঙ্গে প্রাণ  
নাচায় । রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় ॥

শ্রীগৌরাজের গান হইল,—

গান । কাব ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ । প্রেম সাগরে উঠলো

তুফান, থাকবে না আর কুলমান (মন মজ্জালে গৌব হে) ॥ ব্রজমাঝে রাখাল  
সাজে, চরালে গোধন, ধ'রলে কবে মোহন বাঁশী মজ্জলো গোপীৱ নন, ধ'রে  
গোবর্দ্ধন, বাখলে বৃন্দাবন, মানবে দাঁধ, ধ'বে গোপীৱ পার, ভেসে গেল  
চাঁদবরান ! (মন মজ্জালে গৌব হে) ।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি একটা গান গাও ।  
মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস্ ফিস্ ক'রে মাপ চাহিতেছেন ।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্তে) । মহাশয় । মাষ্টার কোন  
মতে গান গাইছে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । ও ফুলে দাঁত বাব কব্বে, গান গাইতেই  
যত লজ্জা ।

মাষ্টার মুখটা চূণ ক'বে খানিকক্ষণ বসিয়া বহিলেন ।

শ্রীযুত সুরেশ মিত্র একটু দূরে ব'সেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ  
তাঁহাব দিকে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুত গিৰাশ ঘোষকে দেখাইয়া  
সহাস্তবদনে কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি তো কি ? ইনি (গিরীশ)  
তোমার চেয়ে । সুরেশ (হাসিতে হাসিতে) । আচ্ছা ঠা.  
আমার বড় দাদা । (সকলের হাস্য) ।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি) । আচ্ছা, মহাশয় । আমি ছেলেবেলায়  
কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু বোকে বলে বিদ্বান্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মহিমচক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র টান্ন দেখেছে শুনেছে,—  
খুব আশ্চর্য । (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?

মাষ্টার । আজ্ঞে হাঁ ।

গিরীশ । কি ? বিত্তা ? ও অনেক দেখেছি । ওতে আব ভুলি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । এখানকার ভাব কি জান ?  
বই, শাস্ত্র, এ সব কেবল ঈশ্বরকে কাছে  
পাঁছছিবার পথ ব'লে দেয় । পথ, উপায়, জেনে লবার  
পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার ? তখন নিজে কাজ ক'রতে হয় ।

“একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তদ্ব ক'রতে হবে,  
কি কি জিনিষ লেখা ছিল । জিনিষ কিন্তে দেবার সময়, চিঠিখানি  
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । কর্তাটা তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি গোঁজ

আরম্ভ করলেন । অনেকক্ষণ ধরে অনেক জন মিলে খুঁজলে । শেষে পাওয়া গেল । তখন আর আনন্দের সীমা নাই । কর্তা বাস্তু হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন ; আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে । লেখা এই, পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখান কাপড় পাঠাইবে, আবও কত কি । তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আন অগ্ন্যান্ত জিনিষের চেষ্টায় বেকলেন । চিঠির দরকার কতক্ষণ ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায় । তারপরই পাবার চেষ্টা ।

“শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে । কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয় । তবে তো বস্তুলাভ ।

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে, কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া । পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না । এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না ( সকলের হাস্য ) ।

গিরীশ ( সহাস্তে ) । মহাশয় । পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না ? ( সকলের হাস্য ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে ) । পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায় ? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায় ।

“শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে । ( হাস্য ) । কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি ) । নরেন্দ্র খুব ভাল ; গাইতে, বাজাতে, পড়ায়, শুনায়, বিছায় ;—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী । অনেক গুণ ।

( মাষ্টারের প্রতি ) কেমন রে ? কেমন গা, খুব ভাল নয় ?

মাষ্টার । আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ভাল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি ) । দেখ, ওর ( গিরীশের ) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস ।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরীশ ঠাকুরের কাছে কয়েক দিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাখ্যায়—যেন একসূত্রে গাঁথা, মণিগণের একটী মণি।

নারা'ণ বলিলেন, মহাশয়। আপনার গান হবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মাযের নাম গুণ গান করিতেছেন—

গান—যতনে হৃদয়ে রেখে আদর্শিণী গ্রামা মাঝে। মাঝে তুমি দেখো আব আমি দেখি, আব যেন কেউ নাহি দেখে ॥ কামাদিবে দিবে ফাঁকি, আশ্র মন বিবলে দেখি, বসনাবে সঙ্গে বাধি, সে যেন না বলে ডাকে ( মাঝে মাঝে ) ॥ কুকটি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনা কো, জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতেছেন—

গান।—গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিবানন্দ কোনো না। ( ওমা ) ছুটী চরণ, বিনে আমাব মন, অস্ত কিছু আপ জানে না। তপনতপন আমায় মন্দ কর, কি বলিব তার বল না। ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চণে, মনে ছিল এই বাসনা, অকুল পাথারে ডুবাবি আমায় ( ওমা ) স্বপনেও তাভো জানি না। অহবহনিশি, হুর্গানামে ভাসি, তব চঃখবাশি গেল না। এবাব যদি মবি ও হরহৃন্দবী, তোব হুর্গানাম আর কেউ নবে না।

আর নিত্যানন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দের কথা গাইতেছেন—

গান। শিব সজে সদা রঞ্জে আনন্দে অগনা, স্রধা পানে চল চল চলে কিন্তু পড়ে না ( মা )। বিপরীত রতাতুবা, পদভরে কাঁপে ধরা, উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না। ( মা )

ভক্তেরা নিস্তদ্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতেছেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সদি হয়েছে।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

( সন্ধ্যাসন্ধ্যাগমে ) ।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল । সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরম্পর্শী পর্বতশিখরে, বাহুবিকম্পিত নদীব তীরে, দিগ্দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবাস্তব হইল । এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন ? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন—বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ । সন্ধ্যা হইল ! কি অশ্রুচর্য্য ! কে একুপ কবিল ? পাখীবা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া, রব করিতেছে । মাছুষের মধ্যে যাহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কাল, কালগণের কালগণ পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন ।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল । ভক্তেরা যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া বহিলেন । জীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ষ হইয়া শুনিতেছেন । এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনে নাই—যেন সুধা বর্ষণ হইতেছে । এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে ডাকা, তাঁরা কখন শুনে নাই, দেখেন নাই ! আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন, আব দেখবার প্রয়োজন কি ? গকর শব্দ, পদাদি ও শবীরের অগ্ন্যাগ্ন অংশ আব দেখিবার কি প্রয়োজন ? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহ মধ্যে কি তাই দেখিতেছি ? সকলেব অশাস্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল ? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল ? কেন ভক্তদের দেখিতেছি, শান্ত ও আনন্দময় ? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর ? এইখানেই কি তৃষ্ণাপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে ? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহারই চরণপ্রাপ্তে মন বিকাইয়াছে, আর ঘাইবার যো নাই ! ইঁহারই করিয়াছি জীবনের ক্রবতারা । দেখি, ইঁহাব হৃদয়-সবোববে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন ।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম, আর মায়েব নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন । নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন । 'যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় । বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরুণাগত, শরুণাগত । দেহমুখ চাই না মা ! লোকমান্য চাই না, (অনিমাদি) অষ্ট লিঙ্গি চাই না, কেবল এই কোন্সো, যেন তোমার শ্রীপাদপদে শুদ্ধাভক্তি হয় । নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুক্য, ভক্তি । আর যেন, মা, তোমার ভুবন-মোহিনী মাস্তান মুগ্ধ না হয় তোমার মাস্তান সংসারের, কামিনী কাঞ্চনের, উপর ভালবাসা যেন কখন না হয় ! মা । তোমা বই আমার আর কেউ নাই । আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—রূপা ক'রে শ্রীপাদপদে আমায় ভক্তি দাও ।'

মণি ভাবিতেছেন,—“ত্রিসঙ্ক্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাব শ্রীমুখবিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধাবাব জ্বায় নিরবচ্ছিন্না, তাঁর আবাব সঙ্ক্যা কি ?” মণি পরে বুঝিলেন, লোক শিক্ষার জন্ত ঠাকুর মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন—“হরি আপনি এসে যোগিবোধে, করিলে নাম সঙ্কীর্তন ।”

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই রাত্রেই যেতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রাত হবে না ?

গিরীশ । না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমায় আজ ধিয়ে টারে ( Theatre ) যেতে হবে—তাদের ঝগড়া মেটাতো হবে ।

—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

স্বাস্থ্যপথে । শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃকৃত দীর্ঘরাত্রিবেশ ।

গিরীশের নিমন্ত্রণ । রাত্রেই যেতে হবে । এখন রাত ৯টা ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রেই খাবাব বলবামত প্রস্তুত ক'বেছেন । পাছে

পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী বাইবার সময় তাই বৃষ্টি বলিতেছেন,—“বলরাম ! তুমিও খামার পাঠিয়ে দিও ।”

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্বাবে বিভোর ! যেন মাতাল । সঙ্কে—নারা'ণ, মাষ্টার । পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেক । একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্কে কে যাবে ? ঠাকুর বলিলেন, একজন হ'লেই হলো । নামিতে নামিতেই বিভোর ! নারা'ণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান । ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন । কিয়ৎ পরে নারা'ণকে সন্নেহে বলিলেন, হাত ধ'রলে লোকে মাতাল মনে ক'রবে, আমি আপনি চ'লে যাব ।

বোসপাড়ার তেমাখা পার হ'চ্ছেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশের বাড়ী । এত শীঘ্র চ'লছেন কেন ? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাকছে । না জানি মদ্যমাধো কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে ! বেদে বাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন ? এইমাত্র বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন ; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ-আত্মার গোচর । তবে বৃষ্টি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'রছেন ! এই কি দেখছেন—“যো কুচ ছায়, সো তু'হি ছায় ” ?

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন । নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল ! কৈ নরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিতেছেন না । লোক বলে এর নাম ভাব , এইরূপ কি শ্রীগৌরাক্ষের হইত ?

কে এ ভাব বুঝিবে ? গিরীশের ? বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সঙ্কে ভক্তগণ । এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন ।

নরেন্দ্রকে ব'লছেন, “ভাল আছ, বাবা ? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই !”—কথার প্রতি অঙ্কর করুণা-মাখা ! তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই । এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন ।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা ;—এই একটা ( দেহী ? ) ও একটা ( জগৎ ) ।

জীব-জগৎ ' ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন ! তিনিই জানেন ।  
অবাক্ হয়ে কি দেখ্ছিলেন । হু একটা কথা উচ্চারিত হইল, যেন  
বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে  
গিয়াছি ও অবাক্ হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি ; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালো-  
বিত্ত অনাহত শব্দের একটা দুটা ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল !

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর ভক্ত-মন্দিবে । সংবাদপত্র । নিত্যগোপাল ।

দ্বারদেশে গিরীশ , ঠাকুর ঐরাংকৃষ্ণকে গৃহমাধো লইয়া যাইতে  
আসিয়াছেন । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ  
দণ্ডের জায় সম্মুখে পড়িলেন । আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের  
পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে কবিতা ছ-তলায় বৈঠকপানার ঘরে  
লইয়া বসাইলেন । ভক্তেরা শশবাস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ কবিলেন  
—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান  
করেন ।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের  
কাগজ রহিয়াছে । খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা ; বিষয়কথা,  
পরচর্চা, পরনিন্দা ; তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে । তিনি ইসারা  
করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয় ।

কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন ।

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন ।

ঐরাংকৃষ্ণ ( নিত্যগোপালের প্রতি ) । ওখানে ?—

নিত্য । আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেথরে বাই নাই । শরীর খারাপ । ব্যথা ।

ঐরাংকৃষ্ণ । কেমন আছিস ? নিত্য । ভাল নয় ।

ঐরাংকৃষ্ণ । হুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্ । নিত্য । লোক  
ভাল লাগে না । কত কি বলে—ভয় হয় । এক একবার খুব  
সাহস হয় ।

ঐরাংকৃষ্ণ । তা হবে বৈকি । তোর সঙ্গে কে থাকে ?

নিত্য । তারক । ও সর্বদা সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না । [ ত্রীতারকনাথ ঘোষাল—ত্রীশিবানন্দ ।

ত্রীরামকৃষ্ণ । ন্যাঙটা ব'লুতো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল । সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো , গণেশগর্জী ,—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হ'য়ে গিছলো ।

বলিতে বলিতে ত্রীবামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল । কি ভাবে অবাক হ'য়ে রহিলেন । কিয়ৎ পরে বলিতেছেন, “তুই এসেছিস্ । আমিও এসেছি ।”

এ কথা কে বুঝিবে ? এই কি দেব-ভাষা ?

— — —

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পাসদ সঙ্গে । অবতার সম্বন্ধে বিচার ।

ভক্তবা অনেকই উপস্থিত , ত্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া । নরেন্দ্র, গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার—অনেকে আছেন ।

নবেন্দ্র মানেন না যে, মানুষ দেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন । এদিকে গিবীশের জলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'বে মর্তলোকে আসেন ! ঠাকুরের ভাঁরি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয় । ত্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে বলিতেছেন, একটু ইংরাজীতে দুজনে বিচার করো আমি দেখবো ।

বিচার আরম্ভ হইল । ইংরাজিতে হইল না—বাক্সালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা । নরেন্দ্র, বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত । তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি ? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয় ।

ত্রীরামকৃষ্ণ ( স্নেহে ) । ওরও যা মত আমারও তাই মত । তিনি সর্বত্র আছেন । তবে একটা কথা আছে শক্তিশিশিষ্ট । কোনখানে অবিজ্ঞাশক্তির প্রকাশ, কোন স্থানে বিজ্ঞাশক্তির । কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম । তাই সব মানুষ সমান নয় ।

রাম । এ সব মিছে তর্কে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিরক্তভাবে ) । না, না, ওর একটা মানে আছে ।

গিরীশ । তুমি কেমন ক'রে জানলে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না ? নরেন্দ্র । তিনি অবাঞ্ছনগোগোচরম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোগোচর । শুদ্ধ-বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা একই, অধির । শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন ।

গিরীশ ( নরেন্দ্রের প্রতি ) । মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে ? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন । না হ'লে কে শিক্ষা দেবে ?

নরেন্দ্র । কেন ? তিনি অস্ত্রবে থেকে বুঝিয়ে দেবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( স্নেহে ) । হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাইবেন ।

তারপর ঘোরতর তর্ক । Infinity—তার কি অংশ হয় ? আবাব Hamilton কি বলেন ? Herbert Spencer কি বলেন ? Tyndal, Huxley, বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । দেখ ইগুণো আমার ভাল লাগছে না । আমি তাই সব দেখছি । বিচার আর কি ক'রবো ? দেখছি—তিনিই সব । তিনিই সব হ'য়েছেন । তাও বটে, আবার তাও বটে । এক অবস্থায়, অথগে মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায় । নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অথগে লীন হয় । ( গিরীশকে ) তার কি ক'লে বল দেখি ?

গিরীশ ( হাসিতে হাসিতে ) । ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না । ( সকলের হাস্য ) ।

[ স্বামানুজ ও বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আবার তুমি না নামূলে কথা কইতে পারি না ।

“বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে ; আবার রামানুজের বিশিষ্টাষ্টৈতবাদও আছে । নরেন্দ্র । বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রকে ) । বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ আছে—রামানুজের মত । কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । সব জড়িয়ে একটা ।

“যেমন একটা বেলা । একজন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর

শাঁস আলাদা ক'রেছিল । বেলটা কত ওজনের, জানবার দরকার হ'য়েছিল । এখন শুধু শাঁস ওজন ক'রলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায় ? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে । প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয় । তার পর বিচার ক'রে দেখে, - যেই বস্তুর শাঁস সেই বস্তুর খোলা আর বীচি । আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়, জীব নেতী, জগৎ নেতী, এইরূপ বিচার ক'রতে হয় ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু ! তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বল'ছে তাই থেকে জীব জগৎ । যারই নিত্য তারই লীলা । তাই রামানুজ বল'তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরদর্শন - God-vision অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । আমি তাই দেখছি আক্ষাৎ, আর কি বিচার করবো ? আমি দেখছি, তিনিই এ সব হয়েছেন । তিনিই জীব ও জগৎ হ'য়েছেন ।

“তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না । বিচার কতক্ষণ । যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়, শুধু মুখে বলে হবে না, এই আমি দেখছি তিনি সব হ'য়েছেন । তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই । চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনীকাকনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা চাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্লে কষ্ট হয় ।

[প্রত্যক্ষ Revelation নরেন্দ্রকে শিক্ষা; কালীই ব্রহ্ম । \* ]

“চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায় ।

বিচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন -

কালী - God in his relations to the conditioned.

ব্রহ্ম - The Unconditioned, the Absolute.

“নেখিছি, বিচার ক’রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক’রে এক রকম জানা যায় । আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক । তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মাহুয লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ’লে আর বিচার ক’রতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না । কি রকম জান ? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ ক’রে আলো হয় । সেই রকম দপ্ ক’রে আলো যদি তিনি দেন, তাহ’লে সব সন্দেহ মিটে যায় । এরূপ বিচার ক’রে কি তাঁকে জানা যায় ?” [ ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিতেছেন । ]

নরেন্দ্র ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) । কৈ কালীর ধ্যান তিন চার দিন ক’রলুম, কিছুই তো হ’লো না !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ক্রমে হবে । কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী । কালী আদ্যাশক্তি । যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বোলে কই । যখন সৃষ্টি স্তিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি বোলে কই, কালী বোলে কই । থাকে তুমি ব্রহ্ম বলচো, তাঁকেই কালী বলছি ।

“ব্রহ্ম আর কালী অভেদ । যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি । অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয় । কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয় ।

“ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ । ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি ।”

এ দিকে রাত ৩’য়ে গেছে । গিরীশ হরিপদকে বলিতেছেন ভাই, একখানা গাড়ী যদি ডেকে দিস্—থিয়েটারে যেতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । দেখিস্ যেন আনিস্ ! ( সকলের হাস্ত )

হরিপদ (সহাস্তে) । আমি আনতে যাচ্ছি—আর আনবো না ?

[ ঈশ্বরলাভ ও কয় । বাম ও কাম । ]

গিরীশ । আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, ইদিক্ উদিক্ ছদিক্ রাখতে হবে, ‘জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ ছদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী !’ ( সকলের হাস্ত ) ।

গিরীশ । থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেই ছেড়ে দিই মনে করছি ।



শ্রীরামকৃষ্ণ । না না ও বেশ আছে ; অনেকের উপকার হ'চ্ছে ।  
নরেন্দ্র ( মুহূষ্মরে ) । এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে !  
আবার থিয়েটার টানে ।

## নবম পরিচ্ছেদ ।

সমাধিমন্দিরে । গর্গরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ  
ঠাণ্ডার সন্নিগটে আরও সরিয়া গিয়া বসিলেন । নরেন্দ্র অবতার  
মানেন নাই—তাহ কি এসে যায় ? ঠাণ্ডারের ভালবাসা যেন আরও  
উথলিয়া পড়িল । গায়ে হাত দিয়া নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, ‘মান  
কয়লি তো কয়লি, আমবাও তোব মানে আছি ( রাই ) ।’

[ বিচার উদ্ভবলাভ পয্যন্ত । ]

( নরেন্দ্রের প্রতি ) । “যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই ।  
তোমরা বিচার ক'ব্ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই ।

“নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায় ? যতক্ষণ লোকে খেতে  
না বসে । যাই লুচি তরকারী পড়ে, বার আনা শব্দ ক'মে যায় ।  
( সকলের হাস্য ) । অতঃপাশ্চাত্য প'ড়লে ধাবো ক'মতে থাকে ।  
দই পাতে পাতে প'ড়লে কেবল সুপ্-সাপ্ । ক্রমে খাওয়া হ'য়ে  
গেলেই নিজা ।

“ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার ক'মবে । তাঁকে লাভ  
হ'লে আর শব্দ—বিচার—থাকে না । তখন নিজা—সম্মাধি ।”

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর  
করিতেছেন, ও বলিতেছেন, ‘হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ ।’

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরে-  
ন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন ? এরই নাম কি  
মাহুখে ঈশ্বর দর্শন ? কি আশ্চর্য্য ! দেখিতে দেখিতে ঠাণ্ডারের সংজ্ঞা  
যাইতেছে ! ঐ দেখ, বহিঃগতের হুস চলিয়া যাইতেছে । এরই  
নাম বুঝি অর্দ্ধ বাহুদশা—যাহা শ্রীগোবিন্দের হইয়াছিল । এখনও

নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন চল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন । অ্যাভো গা টেপা, পা টেপা কেন ? একি নারায়ণের সেবা ক’রছেন, না শক্তি সঞ্চার ক’রছেন ?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইতেছে । এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় ক’রে কি ব’লছেন ! ব’লছেন,—‘একটা গান ( গা )—তা’হলে ভাল হ’ব,—উঠতে পারবো কেমন ক’রে ।—গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা ( নিতাই আমার )—’

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্, চিত্রপুস্তলিকার মত চুপ ক’রে রহিয়াছেন । আবার ভাবে মাতোয়ারা হ’য়ে ব’লছেন—

“দেখিস রাই—যমুনায় যে প’ড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ।  
আবার ভাবে বিভোর । বলিতেছেন,—

“সখি ! সে বন কত দূর ! ( যে বনে আমার শ্রামস্বন্দর । )

( ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায় । ) ( আমি চলিতে যে নাবি । )”

এখন জগৎ ভুল হ’য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় ব’সে আছেন, কিছুই হ’স নাই । এখন যেন প্রাণ ঈশ্বরে গত হ’য়েছে !  
অদগত-অন্তরাশ্রয় ।

গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা । এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান । আবার বসিতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন ;—

“ঐ একটা আলো আসুছে দেখতে পাচ্ছি,—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আসুছে এখনও বুঝতে পাচ্ছি না ।”

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান । সব হুঃখ দূর করিলে দবশন দিগে - মোহিলে প্রাণ ।

সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমাবে পাইয়ে—কোথার আমি অতি দীন হীন ॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসি-  
তেছে ! আবার নিমীলিত নেত্র । স্পন্দহীন দেহ । সম্মাশ্রিত ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, “আমাকে কে লয়ে যাবে ?”  
বালক বেমন সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ !

অনেক রাত হইয়াছে । কান্তন কৃষ্ণাদশমী ;—অন্ধকার রাত্রি ।  
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে বাইবেন । গাড়ীতে উঠিবেন ।

ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া । তিনি উঠিতেছেন—অনেক  
সম্বর্পণে তাঁহাকে উঠানো হইতেছে ; এখনো ‘গর্গর মাতোয়ারা’ ।

গাড়ী চলিয়া গেল । ভক্তেরা—যে যার বাড়ী বাইতেছেন ।

## দশম পরিচ্ছেদ ।

সেবকসঙ্গমে ।

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অঙ্কিত  
শ্রীরামকৃষ্ণছবি, স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের স্তায় নয়ন-  
পথে সেই প্রেমের ছাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা  
বাইতেছেন । কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে আবার  
গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,—‘সব ছুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—  
মোহিলে প্রাণ ।’

মণি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, “সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষ-  
দেহ ধারণ ক’বে আসেন ? অনন্ত কি সান্ত্ব হয় ? বিচাব তো  
অনেক হ’ল । কি বুঝলাম, বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না !

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ বলেন, ‘যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ  
বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই ।’ তাও বটে !  
এইতো এক ছটাক বুদ্ধি , এর দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা !  
এক সের বাটীতে কি চার সের ছুখ ধরে ? তবে অবতার বিশ্বাস  
কিরাপে হয় ? ঠাকুর ব’লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ ক’রে,  
তা হ’লে এক দণ্ডেই বুঝা যায় । Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন,  
“Light ! More Light !” তিনি যদি দপ্ ক’রে আলো জ্বলে  
দেখিয়ে দেন ! তবে -

“হিষ্টান্তে সর্বসংশয়াঃ”

“যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে, অথবা যেমন  
শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাককে, পূর্ণাবতার দেখেছিলেন ।

“যদি দপ্ ক’রে তিনি না দেখান্ তা হ’লে উপায় কি ? কেন

যে কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লছেন ও কথা, সে কালে অবতার বিশ্বাস ক'রবো । তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস ! গুরুবাক্যে বিশ্বাস ! আর

“তোমাবেষ্ট করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।

এ সমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা ॥”

“আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বরকৃপায়—বিশ্বাস হ'য়েছে,—  
আমি বিশ্বাস ক'রবো . অশ্রু যা কবে করুক—আমি এই দেব-  
চুল্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো ? বিচার থাক্ । জ্ঞান চচ্চডি ক'বে  
কি আর একটা Faust হতে হবে ? আবার কি গভীর রজনী মধ্যে  
বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, ও আর একজন Faust একাকী  
ঘরের মধ্যে 'হায, কিছু জানিতে পারিলাম না Science, Philo-  
sophy বুঝা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্' । এই বলিয়া  
বিষেব শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিবে ? না আর একজন  
Alastor অজ্ঞানের বোঝা বহিতে না পেরে শিলাখণ্ডেব উপর মাথা  
রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে ? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিত  
দেব মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা বহস্য ভেদ ক'ব্বেতে যাবার  
প্রয়োজন নাই । আর এক সের বাটীতে চার সেব দুধ ধ'রুলো  
না ব'লে, মরিতে যাবারও দরকার নাই । বেশ কথা—গুরু-  
বাক্যে বিশ্বাস । হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর  
মিছামিছি ঘুরাইও না । যা হবার নয়, তা খুঁজ্বে যাওয়াইও না ।  
আর ঠাকুর যা শিখিয়াছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি  
হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী  
মায়ায় মুগ্ধ না হই ! কৃপা ক'রে এই আশীর্বাদ কর ।’

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে  
মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া  
যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন, “কি ভালবাসা গিরীশকে ! খিয়েটারে  
চ'লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে ! শুধু তা নয় ।  
এমনও ব'লছেন না যে, 'সব ত্যাগ কব—আমার জন্ম গৃহ,  
পরিজন, বিষয়কর্ষ সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর' ।

বুঝেছি এর মানে এই যে সময় না হ'লে, তীব্র বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে ; ঠাকুর যেমন নিজেকে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ী, যা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু যা শুকিয়ে গেলে মাম্‌ড়ী আপনি খসে প'ড়ে যায় । সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই তাবা বলে, এখনি সংসার ত্যাগ কর । ইনি সদগুরু, অহেতুক কৃপাসিদ্ধ, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন কবিতোছেন

“আর গিরীশেব কি বিশ্বাস । ছ দিন দর্শনের পরই ব'লে-  
ছিলেন, ‘প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার  
পরিব্রাণের জন্ত ।’ গিবীশ ঠিক তো ব'লেছেন, ঈশ্বর মানুষ-দেহ  
ধারণ না ক'লে, ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে  
দেবে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধবায় পতিত দুর্বল সন্তানকে  
হাত ধ'বে তুলবে, কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত  
মানুষকে আবাব পৃথিবীতে অমৃতের অধিকারী ক'রবে ? আর তিনি  
মানুষরূপে সঙ্গ সঙ্গ না বেড়ালে, যাঁবা তদুত্তমাত্মা, যাদের  
ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাঁরা কি ক'রে দিন কাটা-  
বেন । তাই ‘পরিব্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্মসংস্থাপ-  
নার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ।’

“কি ভালবাসা । নবোজ্জ্বল জন্তু পাগল, নাবায়ণেব জন্তু ক্রন্দন ।  
বলেন এবা ও অন্ত্যাত্ম ছেলেরা—বাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম  
ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ আমার জন্তু দেহ ধারণ করে এসেছে' !  
এ প্রেম তো মানুষ জানে নয়, এ প্রেম দেখছি ঈশ্বরপ্রেম । ছেলেরা  
শুদ্ধ-আত্মা, দ্বীলোক অন্তভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়কর্ম কোরে  
এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাই ছেলে-  
দের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ । কিন্তু এ দৃষ্টি কার কাছে ?  
ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি, সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল,  
উদার, ঈশ্বর ভক্ত । তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ আনন্দ  
ব'লে সেবা করেন । তাদের নাওয়ান, শোয়ান, তাদের দেখিবার  
জন্তু কাদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান, লোকেব খোসামোদ

ক'রে বেডান, কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আনতে ; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বনা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইও তাহ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ ? না, বিমুক্ত ঈশ্বর প্রেম ? মাটির প্রতিমাতে এতো বোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয় ; আর শুদ্ধনরদেহে কি হয় না ? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়। জন্ম জন্ম সাক্ষেপাক্ষ !

“নরেন্দ্রকে দেখতে দেখতে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন , ক্রমে দেহী-নবেন্দ্রকে ভুলে গেলেন ; (Apparent man) বাহ্যিক মনুষ্যকে ভুলে গেলেন , (Real man ) প্রকৃত মনুষ্যকে দর্শন ক'রতে লাগিলেন ; অথগু সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাকে দর্শন ক'রে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ ক'রে থাকেন, কখনও বা ‘ওঁ ওঁ’ বলেন, কখন বা ‘আ আ’ ক'রে বালকের মত ডাকেন, নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল !

“নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আব কি হ'য়েছে ! ঠাকুরের দিব্য চক্ষু , তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হ'তে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা ত নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ ক রে আলো জ্বলে দেখিয়ে দেন না ! তাই বুঝি ঠাকুর ব'ল্লেন—

‘মান কয়লি ত কয়লি, আমবা ও তোব মানে আছি !’

“আত্মীয় হ'তে যিনি পবমাত্মীয় তাঁর উপর অভিমান ক'রবে না, ত কার উপর ক'রবে। শ্রদ্ধা নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরু-বোস্তমের এত ভালবাসা ! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন !”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ-পঞ্চদশ অঙ্ক ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরীশ  
প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে শ্রামপুকুরে আনন্দ ও  
কথোপকথন ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

গৃহস্থাত্মকথাপ্রসঙ্গে ।

আশ্বিন শুক্লাচতুর্দশী । সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন মহামায়ার  
পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে । দশমীতে বিজয়া, তদুপলক্ষে  
পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীরাম-  
কৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্তী সেই শ্রামপুকুর নামক  
পল্লীতে বাস করিতেছেন । শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার ।  
বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন করিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে  
আসিয়াছিলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য  
না অসাধ্য । কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া  
ছিলেন । ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত  
করিয়াছিলেন । এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন ।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২ শে অক্টোবর, ১৮৮৫ । শ্রামপুকুরস্থিত  
একটি দ্বিতল গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, ছতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা  
হইয়াছে—তাহাতে উপবিষ্ট । ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশান-  
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা, সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন ।  
ঈশান বড দানী, পেলন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান  
করেন, আর সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন । পীড়া শুনিয়া তিনি  
দেখিতে আসিয়াছেন । ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আদিয়া  
ছয় সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা  
করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের স্থায় ব্যবহার করেন ।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে । বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব  
নিশানাথ যেন চারিদিকে সুখা ঢালিয়াছেন । ভিতরে দীপালোক,  
ঘরে অনেক লোক । অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়া-

ছেন । সকলেই একদৃষ্টে তাঁহাব দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । শুনি-  
বেন, তিনি কি বলেন । দেখিবেন, তিনি কি করেন ।  
ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

[ নির্লিপ্ত সংসারী । নির্লিপ্ত হবার উপায় । ]

“যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে  
শুণ্য, সে বীরপুরুষ । যেমন কারু মাথায় ছু মৌণ বোঝা আছে,  
আর বর যাচ্ছে । মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে । খুব  
শক্তি না থাকলে হয় না । যেমন পাকাল মাছ পাকি থাকে,  
কিন্তু গায়ে একটুও পাক নাই । পানকোটী জলে সর্বদা ডুব মারে,  
কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আব গায়ে জল থাকে না ।

“কিন্তু সংসাবে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে, কিছু সাধন করা চাই ।  
দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক,  
তিন মাস হোক বা এক মাস হোক । সেই নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে  
হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ’য়ে ভক্তির জন্ত প্রার্থনা করতে হয় ।  
আর মনে মনে ব’লতে হয়, ‘আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের  
আপনার বলি, তারা ছুদিনের জন্ত । ভগবান আমার একমাত্র আপ-  
নার লোক তিনিই আমাব সর্বস্ব, হায় । কেমন ক’বে তাঁকে পাব ।’

“ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায় । যেমন হাতে তৈল  
মেখে কাঁটাল ভাজলে হাতে আর আঠা লাগে না । সংসার জলের  
স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ । জলে যদি দুধ রাখতে যাও,  
দুধে জলে এক হ’য়ে যাবে । তাই নির্জন স্থানে দই পাতে হয় । দই  
পেতে মাখন তুলতে হয় । মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ’লে  
জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হ’য়ে ভাসতে থাকবে ।

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব’লেছিল ‘মহাশয় ! আমাদের জনক বাজার  
মত । তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কোরবো’ । আমি  
বলুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন । মুখে বললেই জনকরাজা  
হওয়া যায় না । জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হ’য়ে, উদ্ধ’পদ করে কত তপস্যা  
করেছিলেন ! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উদ্ধ’পদ হতে হবে না, কিন্তু  
সাধন চাই, নির্জনে বাস চাই ! নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক’রে,



শ্রীমদ্রামায়ণ বাণী । ঈশান, ভাস্কর সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৪৯  
তবে গিয়ে সংসার ক'রতে হয় । দই নির্জনে পাণ্ডে হয় । ঠেলাঠেলি  
নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না ।

“জনক নিলিপ্ত ব'লে তাঁর একটা নাম নিদেহ,—কি না, দেহে  
দেহবুদ্ধি নাই । সংসারে থেকেও জীবন্ত হ'য়ে বেড়াতেন । কিন্তু  
দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরেব কথা । খুব সাধন চাই ।

“জনক ভারী বীর পুরুষ । দুখানা তরবার ঘুরতেন । একখানা  
জ্ঞান, একখানা কৰ্ম ।

[ সংসার-আশ্রমেব জ্ঞান ও সম্মাস আশ্রমেব জ্ঞান । ]

“যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সম্মাস আশ্রমের জ্ঞানী,  
এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না । তাব উত্তর এই, যে দুইই এক  
জিনিস । এটাও জ্ঞানী উটাও জ্ঞানী—এক জিনিস । তবে সংসারে  
জ্ঞানীরও ভয় আছে । কামিনীকাঞ্চনব ভিত্তব থাকতে গেলেই একটু  
না একটু ভয় আছে । কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই  
হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই ।

“মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা  
থাকে না । যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয় । (সকলের হাস্য) ।

“গই যখন ভাজা হয় দুচারাটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে  
লাফিয়ে পড়ে । সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ  
থাকে না । খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে  
অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে । সংসারভাগী সম্মাসী  
যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয় ।  
আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাগতে দাগ  
হোতে পারে । (সকলের হাস্য) ।

“জনকরাজার সভায় একটা ভৈরবী এসেছিল । ত্রালোক দেখে  
জনকরাজা হেঁটমুখ হ'য়ে, চোখ নীচু ক'রে ছিলেন । ভৈরবী তাই দেখে  
ব'লেছিলেন, ‘হে জনক । তোমার এখনও ত্রালোক দেখে ভয় !’  
পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়,—তখন ত্রাপুরুষ ব'লে  
ভেদবুদ্ধি থাকে না ।

“যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে

নাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চম্পে কলক আছে বাটে, কিন্তু আলোর  
ব্যাঘাত হয় না।

[ জ্ঞানের পর কল্প—লোকসংগ্রহার্থ । ]

“কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কন্ম্ব করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য বাস্তু ছিলেন। নাবদাদি আচাৰ্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ ক’রে বেড়াতেন। তারা বারপুরুষ।

“হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটা বস্লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat আপনিও পারবে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

“নারদাদি আচার্য্য বাহাড়ুরি কাঠের মত, Steam Boat এর মত।

“কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুড়ে ব'সে থাকে, পাছে কেউ টেন পায়। (সকলের হাস্য)। আবার কেউ কেউ একটা আম পেলো, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

“নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পথ ভক্তি  
নিয়ে ছিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ যুগধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । )

ডাক্তার : জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চৈতন্য  
হল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অস্ত্রঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে । জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায় । ( সকলের হাস্য ) ।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে থাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না  
বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্যামপুকুর বাটী । ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৫১

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে । এক জন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'রতে বেরিয়ে-ছিল ; পুরীর কোন পথ সে জানতো না,—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিচ্ছিল । পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোক-দের জিজ্ঞাসা ক'রত । তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয় ঐ পথে যাও ।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে । দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয় ।

ডাক্তার । সে ভুলে তো গিচ্ছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায় ।

একজন জিজ্ঞাসা কবিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি সাকার আবার নিরাকার । একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গিচ্ছিল । জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার । হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠাকেকে কি না । একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—ছাথে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই । আবার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধার লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল । তখন সন্ন্যাসী বুঝল যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার ।

“কিন্তু এটা ধারণা করা বড় শক্ত । যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন ? এ সন্দেহ মনে উঠে । আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন ?

ডাক্তার । যিনি আকার কবে'ছেন, তিনি সাকার । তিনি আবার মন ক'রেছেন, তাই তিনি নিরাকার । তিনি সবই হ'তে পারেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না । সাধকের জন্ত তিনি নানাতাবে নানারূপে দেখা দেন । একজনের এক গাম্ভীরা রঙ ছিল । অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো । সে লোকটী জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও । এক জন হয়তো বলে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই । অমনি

সেই লোকটি গাম্ভীর্য রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড় ।' আর এক জন হয়ত বলে, আমার হলুদে রঙে ছোপান চাই ।' অমনি সেই লোকটি সেই গাম্ভীর্য কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার হলুদে রঙ ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গাম্ভীর্য ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড় ।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তাব কাপড় সেই রঙে সেই একই গাম্ভীর্য হ'তে ছোপান হ'ত । এক জন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল । যার গাম্ভীর্য, সে জিজ্ঞাসা ক'বলে, কেমন হে । তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে ? তখন সে ব'লে, তাই । তুমি যে বড় রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও । ( সকলের হাস্য ) ।

“এক জন বাহ্যে গিছিল—দেখলে, গাছেব উপর একটা সুন্দর জানোয়ার র'বেছে । সে ক্রমে আর একজনকে ব'লে, 'তাই । অমুক গাছে আমি একটা লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম ।' সে লোকটি ব'লে, 'আমিও দেখেছি, তা সে লাল বড় হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ ।' আবার এক জন ব'লে, 'না, না, সে সবুজ হ'তে যাবে কেন, সে যে হলুদে ।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'লে,—বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি । শেষে ঝগড়া । তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে । জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'লে আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি । তোমরা যা যা ব'লছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলুদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয় । আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই ।

“যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পাবে, তাঁর স্বরূপ কি ? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন । নানা ভাবে দেখা দেন । তিনি সগুণ আবার নিগুণ । গাছ তলায় যে থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না । অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায় ।

“তিনি সাকার, তিনি নিরাকার । কি রকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ

শ্যামপুকুর বাটী। ইশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৫৩ সমুদ্র। কুল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গ'লে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠলে বরফ গ'লে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'লবে? যিনি ব'লবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নিগুণ (Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown, Unknowable)

“তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র, জ্ঞান—সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তবে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের টাই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দসাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হ'য়েছে। যদি আরও বিচার ক'রতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্য্যেই বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দসাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি। ভক্তের আমি। বালকের আমি।]

“জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

“গরু হান্ধা হান্ধা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাজল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিন্না তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী ভূড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুসুরির

হাতে প'ড়ে যখন তুঁত তুঁহ ( তুমি, তুমি ) করে, তখন নিস্তার হয় ।

“যখন জীব বলে, ‘নাহঃ’ ‘নাহঃ’ ‘নাহঃ’ আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর । তুমি কর্তা, আমি দাস তুমি প্রভু,—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি ।

ডাক্তার । কিন্তু ধুমুরির জাতে পড়া চাট । ( সকলের হাস্য ) ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । যদি একান্ত ‘আমি’ না যাস্ থাক্ শালা ‘দাস আমি’ হয়ে । ( সকলের হাস্য ) ।

“সমাধিন পর কাহারও কাহারও ‘আমি’ থাকে—দাস আমি’ ভক্তের আমি । শঙ্করাচাৰ্য্য ‘বিজ্ঞার আমি’ লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন । ‘দাস আমি,’ বিজ্ঞার আমি’ ‘ভক্তের আমি’ এরই নাম ‘পাকা আমি ।’

“কাঁচা আমি’ কি জান ? আমি কর্তা, আমি এত বড় লোকেব ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে ।—এই সব ভাব । যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধ'ব্তে পারে, প্রথমে সব জিনিস পত্র কোড়ে লয়, তার পর উত্তম মধ্যম মাঝে, তার পর পুলিশে দেয় । বলে, ‘কি ! জানে না, কার চুরি করেছে ।’

“ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকেব সম্ভাব হয় । ‘বালকের আমি’ আর ‘পাকা আমি ।’ বালক কোন গুণের বশ নয় । ত্রিগুণাভীত । সহ রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয় । দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয় । এই মাত্র ঝগড়া মারামারি ক'রলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধবে কত ভাব, কত খেলা । রজোগুণেরও বশ নয় । এই খেলা-ঘর পাত্লে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো, মার কাছে ছুটেছে । হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে । খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে । হয় কাপড়ের কথা একবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্ছে । ( হাস্য ) ।

“যদি ছেলেটাকে বল, ‘বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে ?’ সে বলে, ‘আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে ! যদি বল, ‘লক্ষ্মী ছেলে আমার কাপড়খানি দাও না ।’ সে বলে, ‘না আমার কাপড় আমার বাবা দিয়েছে ; না, আমি দেব না ।’ তার পর ভুলিয়ে একটা পুঁতুল কি

শ্যামপুকুর বাটী। ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৫৫  
 একটি বাঁশি যদি হাতে দাও তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা  
 তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সবুগুণেরও  
 অঁটি নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড  
 না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অণ্ড  
 জায়গায় চ'লে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন  
 সব ভালবাসা প'ড়লো, পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে  
 ভুলে গেল। তা'র পর জাত অভিমান নাই। মা ব'লে দিয়েছে ও  
 তো'ব দাদা হয়, তা' সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা।  
 তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামারের  
 ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই,  
 হেগো পৌদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে  
 তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে  
 কি না?

“আবার ‘বুড়োর আমি’ আছে। ডাক্তারের হাত্ত)। বুড়োর  
 অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। বিষয় বুদ্ধি,  
 পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কাকর উপর আকোছ হয়, তো সহজে  
 মা'ষ না,—হয়তো যত দিন বাঁচে তত দিন মা'ষ না। তার পর  
 পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। ‘বুড়োর আমি’ কাঁচা আমি।

[ জ্ঞান কাহাদের হয় না। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয়  
 না। যার বিজ্ঞার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের  
 অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে,  
 অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা  
 অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি  
 এত বড় লোক, আমি যাব?

[ তিনগুণ। সঙ্কোপে ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়সংযমের উপায়। ]

“তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান তমোগুণ থেকে হয়।

“পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুস্তকর্ণের তমোগুণ, বিভীষ-  
 ণের সঙ্কোপ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের

আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ । ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না ; হনুমান লক্ষা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে ।

“আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ, কাম । পাখুরেঘাটার, গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও । ঈশ্বরের কামনা কর । সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর । ক্রোধ যদি না যায়, ভক্তির তমঃ আন । কি । আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হবে না ? আমার আবার পাপ কি ? বন্ধন কি ? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর । ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও । আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার কর্তে হয়, তো এই অহঙ্কার কর । এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয় ।

ডাক্তার । ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত । ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও । কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ কর্তে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর যদি একবার কুপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু কর্তে পারবে না ।

“নারদ, প্রজ্ঞাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না । যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হ'য়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে । কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না ।

ডাক্তার । কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা নয় । মহাপুরুষদের বালক স্বভাব । ঈশ্বরের কাছে তারা সর্বদাই বালক । তাদের অহঙ্কার থাকে না । তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয় । এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

[ বিচারপথ ও আনন্দপথ , জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । ]

ডাক্তার । আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায় ? রিপু বশ না হ'লে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি যা ব'লছো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞানযোগ



শ্রামপুত্র বাটী । ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৫৭ বলে । ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্ত-শুদ্ধি হওয়া দরকার । আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে ।

“ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায় । যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা ক’বে ক’রতে হয় না । রিপুবশ আপনি আপনি হ’য়ে যায় ।

“যদি কাবও পূজাশোক হয়, সে দিন সে কি আব লোকের সঙ্গে বগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার ক’রে বেড়াতে পারে, না সুখ-সন্তোষ ক’রতে পারে ?

“বাড়লে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ’লে কি সে আব অন্ধকারে থাকে ?

ডাক্তার ( সহাস্যে ) । তা পুড়েই মকক সেও স্বীকার !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না গো । ভক্ত কিন্তু বাড়লে পোকাব মত পুড়ে মরে না । ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো । মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল । এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শাস্তি হয়, আনন্দ হয় !

। জ্ঞানলোভ লড় কঠিন । ]

“বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায় । কিন্তু এ পথ বড় কঠিন । আমি শবীর নই, মন নই, বন্ধি নই, আমার বোগ নাই, শোক নাই অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ চুখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা । কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন । কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দর্দর্ ক’রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কষ্ট কাটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি । এসব বলা সাজে না । আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো !

[ বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী । ]

“অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিজ্ঞা হয় না । কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুন্যের চেয়ে দেখা ভাল । কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আব কাশী দর্শন অনেক তফাৎ ।

“আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না , কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল ব’লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব’লে দিতে পারে।

ডাক্তার ( ভক্তদিগকে )। বই পড়লে এ ব্যক্তির ( পরমহংস-দেবের) এত জ্ঞান হ’তো না। Faraday communed with Nature প্রকৃতিকে কার্যাণ্ডে নিজে দর্শন কর্তো, তাই অতো Scientific truth discover কর্তে পেরেছিল। বই পড়ে বিজ্ঞা হ’লে অত হ’ত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion ,—Original inquiryর পথে বড় বিশ্ব এনে দেয় !

[ ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান (Divine wisdom and Book learning ) ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারকে )। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে প’ড়ে প’ড়ে মাকে ডাক্তুম, আমি মাকে ব’লেছিলাম, মা। আমায় দেখিয়ে দাও কন্মীর কন্ম করে যা পেয়েছে, যোগীবা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীর বিচার করে যা জেনেছে। আরও কত কি তা কি বলবো।

“আহা ! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়। এট বলিবা পরমহংস-দেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন ,—

গান্ধ । ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাট, যোগে — যাগে জেগে আছি ।

এখন যোগনিদ্রা তোর দিবে মা, ঘুমরে ঘুম পাড়ায়েছি ।

“আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি ব’লে আমায় সবাই মানে। শঙ্কুমল্লিক আমায় ব’লেছিল, চাল নাই তরোয়াল নাই, শাস্তিরাম সিং । ( সকলের হাস্য )।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়া-ছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রামপুত্র বাটী। ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২৫২  
ডাক্তার ( গিরীশের প্রতি )। তুমি বড় বদলোক ! আমায় রোজ  
খিয়েটার যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)। কি বলছে, আমি বুঝতে পারছি না।  
মাষ্টার। ওঁর খিয়েটাব বড় ভাল লেগেছে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবতারকথা প্রসঙ্গে। অবতার ও জীব।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈশানের প্রতি )। তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার)  
অবতার মান্ছে না। ঈশান। আচ্ছা, কি  
আর বিচার ক'ব্বো। বিচার আব ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিরক্ত হইয়া )। কেন ? সঙ্গত কথা ব'ল্বে না ?

ঈশান ( ডাক্তারের প্রতি )। অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস  
কম। কাকভূষণী রামচন্দ্রকে প্রথম অবতার ব'লে মানেন নাই ! শেষে  
যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস, ভ্রমণ করে দেখলে যে রামের  
হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিলে, রামের  
শরণাগত হ'লো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে  
ফেলেন। ভূষণী তখন দেখে যে, সে তার গাছে ব'সে রয়েছে !  
অহঙ্কার চূর্ণ হ'লে কাকভূষণী জানতে পারলে যে, রামচন্দ্র  
দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড।  
তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত,  
জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

[জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। Limited powers of the Conditioned,]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ঐ টুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট,  
তিনিই বিরাট। যারই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে  
পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ব'ল্বে  
পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে  
পারে ? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ?

“তাই সাধু মহাত্মা যারা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কথা

বিশ্বাস ক'রে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকীলরা মোকদমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভূষণীর কথা কি বিশ্বাস হয় ?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল বিশ্বাস ক'ল্পুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি ? প্রথমে দেখ বালী-বধ। লুকিয়ে চোবেব মত নাগ মেবে তাকে মেবে ফেলা হ'লো। এতো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরীশ ঘোষ। মহাশয় এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার। তাব পর দেখ, সীতাবর্জ্জন।

গিরীশ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[ Science, না মহাপুরুষের বাক্য ? ]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি অবতার মানছেন না কেন ? এই বলেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি ব'লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )। ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ ( ইংবাজী বিজ্ঞান শাস্ত্রে ) নাই ! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয় ? ( সকলের হাস্য )।

“একটা গল্প শোন। একজন এসে ব'লে, ওহে ! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অম্বকের বাড়ী ভড়ম্ভড় ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে। যাকে ও কথা বলে, সে ইংবাজী লেখা পড়া জানে। সে বলে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বলে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখা নাই ! ও সব মিছে কথা। ( সকলের হাস্য )।

গিরীশ ( ডাক্তারের প্রতি )। আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মান্তে হবে। আপনাকে মানুষ মান্তে দেব না। বলতে হবে Demon or God ( হয় সয়তান নয় ঈশ্বর )।

( সবলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস )

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ ক'বে বিশ্বাস হয় না।

শ্রামপুকুর বাটী। ঈশান, ডাক্তার সবকাব প্রভৃতি সঙ্গে। ২৬১  
বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা  
সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—  
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। ইনি (ডাক্তার)  
কিন্তু সরল।

গিরীশ (ডাক্তারকে)। মহাশয়, কি বলেন ? কুরুটের কি  
জ্ঞান হয় ?

ডাক্তার। বাম বলে। তাও কখন হয়।

শ্রীবামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সবল ছিল। এক দিন এখানে  
(রাসমণির কালীবাড়ীতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা  
চারটেব সময় বলে, হ্যাঁগা অতিথ-কাজালদেব কখন খাওয়া হবে ?  
বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে  
খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ ক'রে দুধ দেয়। যে গরু শাক পাতা,  
খোসা, ভূষী, যা দাও, গব্ গব্ ক'রে খায়, সে গরু ভড়্ ভড়্ ক'বে  
দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

“বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা  
ব'লেছেন, 'ও তোব দাদা,' বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার  
ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন, জুজু আছে, তো ষোল আনা,  
বিশ্বাস যে, ও ঘবে জুজু আছে। এইরূপ বালকের জ্ঞান বিশ্বাস  
দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি)। গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ  
হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত।  
শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাবলুম, এর কারণ কি ?  
অনেক অনুসন্ধান ক'বে টেব পেলুম, গরু খুদ, আবো কি কি, খেয়ে-  
ছিল। তখন মহা মুগ্ধিল ! লক্ষ্মী যেতে হোলো ! শেনে বার হাজার  
টাকা খবচ ! (সকলের হো হো করিয়া হাস্য)।

“কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ায় বাবুদের বাড়ীতে সাত  
মাসের মেয়ের অসুখ ক'রেছিল—ঘুড়ী কাশী Whooping cough  
—আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক ক'তে  
পারি নাই। শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজ়েছিল ; যে গাধার দুধ  
সে মেয়েটি খেতো। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলে গো । তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো,  
তাই আমার অস্থল হ'য়েছে ! ( ডাক্তারের ও সকলের হাস্য ) ।

ডাক্তার ( হাসিতে হাসিতে ) । জাহাজের কাণ্ডের বড মাথা  
ধরেছিল । তা ডাক্তারেরা পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেল-  
স্তারা blister লাগিয়ে দিল । ( সকলের হাস্য ) ।

( সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাসভাগ )

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারকে ) । সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার । বোগ  
লেগেই আছে । সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ ক'ন্ডে হয় । শুধু শুন্লে  
কি হবে ? ঔষধ খেতে হবে, আবার আচারের কটকেনা ক'ন্ডে  
হবে । পথ্যের দরকার ।

ডাক্তার । পথ্যতেই সারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম  
বৈদ্য । যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে  
চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয়  
না । আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়,  
যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ! ঔষধ না খেলে, কেমন ক'রে ভাল  
হবে ? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেডে দিচ্ছি খাও',-সে মধ্যম  
বৈদ্য । আর যে বৈদ্য, রোগী কোনমতে খেলে না দেখে, বুকে  
হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য ।

ডাক্তার । আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে  
হয় না । যেমন হোমিওপ্যাথিক্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই ।

“বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার । যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে  
শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, তিনি অধম আচার্য্য । যিনি  
শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি  
ধারণা ক'ন্ডে পারে, অনেক অহুন্নয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান  
—তিনি মধ্যম আচার্য্য । আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্ছেননা  
দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম  
আচার্য্য ।

শ্রামপুত্র বাটা। ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রতি ভক্ত সঙ্গে। ২৬৩

( শ্রীলোক ও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। )

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-  
কাঞ্চনত্যাগ। শ্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। শ্রীলোক  
কিরূপ জ্ঞান? যেমন আচার তেঁতুল। মনে ক'লে, মুখে জল সরে।  
আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না।

“কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়,—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে।  
আপনারা যতদূর পার শ্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাকবে।  
মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা ক'রবে। সেখানে যেন ওরা  
কেউ না থাকে। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত  
হ'য়ে থাকতে পারবে। দুই একটি ছেলে হ'লে শ্রীপুরুষ দুই জনে  
ভাই বোনের মত থাকবে, গাব ঈশ্বকে সর্বদা প্রার্থনা ক'বে,  
যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়,—ছেলে পুত্র আর না হয়।

গিরীশ ( মহাশয়, ডাক্তারের প্রতি )। আপনি এখানে তিন  
চার ঘণ্টা র'য়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা ক'ন্তে যাবেন না।

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী। যে পরমহংস হ'য়েছে,  
আমার সব গেল! ( সকলের হাস্য )।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, কৰ্ম্মনাশা ব'লে একটি নদী আছে। সে  
নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। কৰ্ম্মনাশ হ'য়ে যায়,—সে ব্যক্তি  
আর কোন কৰ্ম্ম ক'ন্তে পাবে না। ডাক্তারের ও সকলের হাস্য। )

ডাক্তার ( মাষ্টার, গিরীশ ও অগ্ণাত ভক্তদের প্রতি )। দেখ,  
আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্ত যদি মনে কর, তা হ'লে  
নয়! তবে আপনার লোক ব'লে যদি মনে কর, তাহ'লে আমি  
তোমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )। একটি আচ্ছ অহৈতুকী  
ভক্তি। এটি যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রজ্ঞাদের অহৈতুকী  
ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর। আমি ধন, মান,  
দেহমুখ, এ সব কিছুই চাই না! এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে  
আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় নোবে প্রণাম ক'বে থাকে দেখিছি,

ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল ক'রে দাও,—এই সব ।

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) । যে অশ্লুক তোমার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না । তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে । ( সকলের হাস্য ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই অশ্লুকটা ভাল ক'রে দাও, তাঁর নাম-গুণ ক'ন্তে পাঠি না । ডাক্তার । ধ্যান ক'ল্লেই হলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি কথা । আমি এক ঘোষে কেন হবো ? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই । কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অস্থলে, কখন বা ভাজায় । আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান কবি, কখন তাঁর নাম ক'বে নাচি ।

ডাক্তার । আমিও একঘোষে নই ।

[ অবতাব না মানলে কি দোষ আছে ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার ছেলে অশ্লুক অবতার মানে না । তাতে দোষ কি ? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়, আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায় । তাতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটী দবকার । মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে । এক সেব ঘণ্টিতে কি চাব সেব দুধ ধরে ? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক চাট । তিনি ত অশ্রুধামী—সে আশ্রুতিক ডাক শুনবেনই শুনবেন । ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই ( ঈশ্বরকেই ) পাবে ।

মিছরীর রুটি সিঁধে ক'রেই খাও, আর আড ক'রেই খাও, মিষ্ট লাগবে । তোমার ছেলে অশ্লুকটা বেশ ।

ডাক্তার । সে তোমার চেলা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে, ডাক্তারের প্রতি), আমার কোনো শালা চেলা নাই ! আমিই সকলের চেলা । সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস ।

'চাঁদা নামা সকলেবই নামা' । (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য)



# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ-ষোড়শ অঙ্ক ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্র, মাষ্টার,  
ডাক্তার সরকার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তের  
কথোপকথন ও আনন্দ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্তিক, কৃষ্ণদ্বিতীয়া, ২৫শে অক্টোবর,  
১৮৮৫ । শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান  
করিতেছেন । গলার পীড়া ( Cancer ) চিকিৎসা করাইতে আসিয়া-  
হেন । আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন ।

ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জ্ঞা  
মাষ্টারকে প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে , আজ সকালে বেলা ৬।০টার  
সময় প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন  
আছেন ?” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “ডাক্তারকে ব’লবে, শেষরাত্রে এক  
মুখ জল হয় , কাশি আছে” ইত্যাদি । “জিজ্ঞাসা করবে নাইবো  
কি না ?”

মাষ্টার সাতটার পব ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও  
সমস্ত অবস্থা বলিলেন । ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও ৬ই একজন বন্ধু  
উপস্থিত ছিলেন । ডাক্তার বৃদ্ধ শিক্ষককে বলিতেছেন, মহাশয়,  
রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হইছে ,—ঘুম নাই ।  
এখনও পরমহংস চলছে ( সকলের হাস্য ) ।

ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারকে বলিতেছেন, মহাশয়, শুন্তে  
পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে । আপনি তো রোজ  
দেখছেন, আপনার কি বোধ হয় ? ডাক্তার বলিলেন,  
as man, I have the greatest regard for him

মাষ্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি) । ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ  
ক’রে অনেক দেখছেন । ডাক্তার । অনুগ্রহ !

মাষ্টার । আমাদের উপর , পরমহংসদেবের উপর বলছি না ।

ডাক্তার । তা নয় হে! তোমরা জানো না, আমার actual loss

হ'চ্ছে, রোজ রোজ দুই তিনটে call এ যাওয়াই হ'চ্ছে না । তার পর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর ফি লই না,—আপনি গিয়ে fee নেবো কেমন কোরে ?

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তীর কথা হইল । শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্তী উপস্থিত । ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবাব জন্য রোগ ক'রেছেন ।'

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি) । মহিমা চক্রবর্তী আপনার এখানে আগে আসতেন । আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী science এর lecture দিতেন, তিনি শুন্তে আসিতেন ।

ডাক্তার । বটে । লোকটার কি তমো ! দেখলে,—আমি নমস্কার করলুম as God's Lower Third । আর ঈশ্বরের ভিতর তো (স্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে । ও কথাটা mark ক'রেছিলে 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য বোগ করে ব'সেছেন' ?

মাষ্টার । মহিমা চক্রবর্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে ক'বলে নিজে ব্যারাম আরাম ক'তে পারেন ।

ডাক্তার । ওঃ । তা কি হয় । আপনি ব্যারাম ভাল করা । আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancer এর ভিতর কি আছে । —আমরাই আরাম কর্তে পারি না । —উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম ক'রবেন । বন্ধুদের প্রতি দেখুন, রোগ হুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devotee ব'লে সেবা ক'রছে ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সঙ্গে ।

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন । খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন । বলিলেন, ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ ক'রেছেন ।

শ্রামপুত্র বাটী। সরকাব, বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে। ২৬৭

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হ'য়েছে ?

মাষ্টার। 'আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন,'—এ কথা কাল শুনে গিছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ব'লেছিল ? মাষ্টার। মহিমা চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর ?

মাষ্টার। তা মহিমা চক্রবর্তীকে বলে, 'তমোগুণী ঈশ্বর', (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার ব'লছেন, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে। (পবনহংসদেবের হাশ্ব)। আবার আমায় বলেন, বাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা আটটার সময় বলেন, 'এখনো পরমহংস চ'লছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )। ও ঈশ্বরজী প'ড়েছে, ওকে বলবার যো নাই আমাকে চিহ্ন কব। তা আপনিই ক'রছে।

মাষ্টার। আবার বলে—As much I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো ?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার বলেন, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ড, আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত।' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাশ্ব)। আরো ব'লেন, "তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা রোজ লোকমান হচ্ছে,—তুই তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।"

—

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়াদিত্যসঙ্গে প্রেমানন্দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর

সবে কলিকাতায় পঁহুঁছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

মহিমচক্রবর্তী (বিজয়কে)। মহাশয় তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয়। কি ব'ল'বো। দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এ'রই এক জানা কি ছুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পয্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি!

ম-চক্রবর্তী। ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্ ইনিই বসান্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবেস্ত্রের প্রতি)। দেখ বিজয়ের অবস্থা কি হ'য়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পবমহৎসেব ঘাড ও কপাল দেখে চিন্তে পারি। বলতে পারি পবমহৎস কি না।

ম-চক্রবর্তী। মহাশয় আপনার আশার কামে গেছে?

বিজয়। হা, বোধ হয় গিয়েছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানে ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার \* বল্ল, অণু জায়গায় খেতে পাই না,—এখানে এসে পেট ভরা পেলুম।

ম-চক্রবর্তী। পেটভরা কি? উপচে পড়ছে!

বিজয় (হাত জোড করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বুঝছি আপনি কে। আর ব'ল'তে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয় বলিলেন, বুঝছি। এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদযূলে

\* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্গো অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার চক্ষু আঁধা হইত। একজন পবম ভক্ত। বাটী হালিসড়।

শ্যামপুকুর বাটী । সরকার, বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৬৯  
পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন ।  
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্তার্পিতের আয় বসিয়া  
আছেন ।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, উপস্থিত ভক্তেরা কেহ  
কাদিতেছেন, কেহ স্তব কবিতেছেন । যাহার যে মনের ভাব, তিনি  
সেই ভাবে এক দৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন । কেহ  
তাহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী  
ঈশ্বরাতাব দেখিতেছেন, যাহার যেমন ভাব ।

মহিমাচরণ সা গ্রন্থনয়নে গাহিলেন—‘দেখ দেখ প্রেমমুক্তি’  
—ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন কবিতেছেন, এই ভাবে বলিতেছেন,

“তুবীয় সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদৈতবিবর্জিতম্ ।”

নবগোপাল কাদিতেছেন । আর একটা ভক্ত, ভূপতি, গাহিলেন—

গান । জগ জগ পবাক্স, অপার ভূমি অগম, পবাপব ভূমি সাবাপব ।  
সত্যের আলোক ভূমি, প্রেমের আকর ভূমি, মঙ্গলন ভূমি মলাপব ॥ নানা  
বসনত ভব, গভীর বসনা তব, উচ্চসিত শোভায় শোভায় । মহাকর্প আদিকদি,  
ছন্দে টাঙ্গ শব্দী বর্ন, ছন্দে পুনঃ সস্তাচরণ যাব ॥ হাবকা কনক কুচি, জলদ  
অক্ষর কুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে । ছয় ঋতু সঙ্ঘৎসবে, মহিমা কীর্তন কবে,  
সুপপূর্ণ চবাচব সাথে ॥ কস্তমে তোমাব কান্তি, সলিলে তোমাব শান্তি, বহুববে  
কদ্র তুমি ভীম । তব ভাব গুঢ় অতি, কি জানিবে মৃচমতি, ধ্যায় যগৎগাস্ত অসীম ॥  
আনন্দে নব আনন্দে, তোমাব চরণ বন্দে, কোটি চক্ৰ কোটি সূচ্য তাবা ।  
তোমাব এ বচনার, তাব লয়ে নবনারী, হাহাকাৰে নেত্র বহে ধাবা ॥ জিলি  
সুব, নব পদ, প্রণমে তোমায় বিভূ, তুমি সর্ব মঙ্গল-আলয় । দেও জ্ঞান, দেও  
প্রেম, দেও ভক্ত, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও পদে আশ্রয় ॥

ভূপতি আবাব গাহিতেছেন,—

গান । ঝিঝিট—( ধয়বা ) কীর্তন ।

চিদানন্দ সিঙ্কনীবে প্রেমানন্দের লহরী । মহাভাব বসলীলা কি মাধুরী মরি  
মরি ॥ বিবিধ বিলাস বসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতবঙ্গ, ভুবিছে উঠিছে কবিছে  
বঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধবি । হবি হবি বলে ) । মহাযোগে সন্মুখায় একাকার হইল,  
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, ( আশা পূরিল বে আমাব সকল সাধ মিটে  
গেল । ), এখন আনন্দে মাতিয়া ওবাছ তুলিয়া, বলবে মন হরি হবি ।

( কাপতাল । ) টুটল ভরন ভীতি ধবম কবম নীতি, দূর ভেল জাতি কুলমান ;

কাহা ছাম, কাঁচা ছরি, প্রাণ মন চুবি করি, বঁধুয়া করিলা পরান ( আমি কেনই না এলাম গো, প্রেমসিদ্ধুতটে ), ভাবেতে হওল ভোব, অবহিঁ হৃদয় মোব, নাহি গাত আপনা পমান, প্রেমদাস কহে নানি, শুন সাধু জগবাসী, এয়সাছি নুতন বিধান । কিছু ভব নাই । ভগ্ন নাই । ।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

[ ব্রহ্মজ্ঞান ও 'চাণ্ডারী গণিত' । 'অবতারণ্য প্রয়োজন । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । কি একটা হয় আনেশে . এখন লজ্জা হ'চ্ছে । যেন ভূতে পায . আমি আব আমি থাকি না ।

“এ অবস্থার পব গণনা হয় না । গণতে গেলে ১।৭।৮ এই রকম গণনা হয় । নবেন্দ্র । সব এক কি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না , এক হয়েব পার । \*

মহিমাচরণ । আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হিসাব পড়ে যায় । পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না । তিনি শাস্ত্র, —বেদ, পুরাণ, তন্ত্রেব —পার । তাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজর্ষি ব'লে কই । ব্রহ্মবির কোন চিহ্ন থাকে না । শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো ? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে । যে চিঠি পেল, সে চিঠি পড়, ১৫ সের সন্দেশ ও একখান কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেল দিলে । আর চিঠির কি দরকার ?

বিজয় । সন্দেশ পাঠান হ'য়েছে, বোঝা গেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষদেহ ধারণ ক'রে, ঈশ্বর অবতীর্ণ হন । তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না , প্রয়োজন মেটে না । কি রকম জানো ? গরুব গোখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে । শিকটা ছুঁলেও গাউ-টাকে ছোঁয়া হোলো , কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয় । (হাস্ত)

\* এক হয়েব পার—The Absolute as distinguished from the Relative

শ্যামপুকুর বাটা । সরকার, বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ১৭১

মহিমা । হু ! যদি দরকার হয়, গাইটার শিল্পে মুখ দিলে কি হবে ?  
বাঁটে মুখ দিতে হবে ! ( সকলের হাস্য । )

বিজয় । কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক ওদিক চু মাঝে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে ) । আবার কেউ হয়তো বাছুরকে  
ঐ বকম করতে দেখে বাঁটটা ধবিয়ে দেয় । ( সকলের হাস্য ) ।

— — —

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ ভক্ত সঙ্গে প্রেমানন্দে । ]

এই সকল কথা শুনেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে  
দেখিবাব এত আশা উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন ।  
তিনি নলিতোড়ন । রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে ।  
কেবল তোমার কথা ভাবছিলাম । পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে ।  
আরও কত বি ভাবছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল,  
আর ঘেন নীটা নিধছে ? ডাক্তার । সকালে সব খপর পেয়েছি ।

মহিমাচরণ তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন । বলিলেন  
যে লঙ্কাদ্বীপে 'laughing ma' নাই । ডাক্তার সরকার বলিলেন,  
তা হলে, ওটা inquire করতে হবে । ( সকলের হাস্য ) ।

[ ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । ]

ডাক্তার কন্ঠের কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি ) । ডাক্তারী কৰ্ম্ম খুব উচ্চ কৰ্ম্ম ব'লে  
অনেকের বোধ আছে । যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া  
ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ । কাজটীও মহৎ । কিন্তু  
টাকা লয়ে এ সব কাজ ক'রতে ক'রতে মানুষ নির্দয় হ'য়ে যায় ।  
ব্যবসার ভাবে টাকার জগা হাঙ্গা, বাছুর রং, এই সব দেখা !—  
নীচের কাজ ।

ডাক্তার । তা যদি শুধু করে, কাজ খারাপ বটে । তোমার  
কাছে বলা গৌরব করা —

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃসার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয়, তাহ'লে খুব ভাল ।

“তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে স্নানশুশ্রূষ বড় দরকার । ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুগণ আপনি খুঁজে লয় । আমি উপমা দিই,—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে ; অল্প লোক দেখলে মুগ নীচু ক'রে চ'লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে । কিন্তু তার একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ । হয় ত কোলাকুলি করে । ( সকলের হাস্য ) । আবার শকুনির সঙ্গে থাকে ।

[ সাধু সর্বভাবে দয়া ]

ডাক্তার । আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায় । আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত । আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে নয়না দিই । ছোট ছোট ময়নার গুলি ক'রে ছুড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাঃ এটা খুব কথা ! জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ, সাধুরা পিপড়েদের চিনি দেয় ।

ডাক্তার । আজ গান হবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি ) । একটু গান কর্ না ।

নরেন্দ্র গাহিতেছেন, তানপুরা সঙ্গে । অল্প বাজানাও হইতে লাগিল ।

গান । স্মরণ তোমাব নাম দীন-শরণ হে, ববিষে অমৃত ধান, জুড়ার শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে । এক তব নাম ধন অমৃত ভণন হে, অমর হয় সেই জন যে করে কীর্তন হে । পতীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে, নধনি তব নাম স্মৃধা শ্রবণে পরশে, হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে জদগ্ননাথ চিদানন্দবন হে ।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন ।

গান । আমার দে বা পাগল ক'রে, আব কাজ নাই জ্ঞান বিচাবে । ( ব্রহ্মময়ী দে বা পাগল ক'রে ) । ওমা তোমার ও প্রেমের সুখা, পানে করো মতোয়াবা, ওমা তত্ত্বচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে । তোমাব এ পাগলাগাবদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দ তরে ; ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য, হার কবে হব মা ধন্য, ওমা, মিসে তার ভিতরে ।

গানের পর আবার অল্প দৃশ্য ! সকলেই তাতে উন্মত্ত । পণ্ডিত



শ্রামপুত্র বাটী। সরকার, বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২৭৩  
 পাণ্ডিত্যভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বলছেন, ‘আমায় দে  
 মা পাগল ক’রে, আর কাজ নাট জ্ঞান বিচারে।’ বিজয় সর্ব প্রথমে  
 আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে  
 শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একবারে ভুলিয়া  
 গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও  
 হুঁস নাই, ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি  
 হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন,  
 কিন্তু অবাচ্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখি-  
 লেন, যাহাদের ভাব হইয়াছে, তাহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই;  
 সকলই স্থির, নিষ্পন্দ,—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেন  
 কেহ হাসিতেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত-সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধ জয়।

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত  
 আটটা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )। এই যা ভাবটাব দেখলে  
 তোমার Science কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )। যেখানে এত লোকের হ’চ্ছে  
 সেখানে natural ( আন্তরিক ) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না।  
 ( নরেন্দ্রকে ) যখন তুমি গাচ্ছিলে ‘দে মা পাগল ক’রে আর  
 কাজ নাট মা জ্ঞান বিচারে’ তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই  
 আর কি। তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম; ভাবলুম যে  
 display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি, সহাস্তে )। তুমি যে অটল, অচল  
 স্তম্ভরূপ ( সকলের হাস্য )। তুমি গম্ভীরাত্মা। রূপসনাতনের ভাব  
 কেউ টের পেতো না—যদি ভোবাতে হাতী নামে, তা হ’লেই  
 তোলপাড় হ’য়ে যায়, কিন্তু সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে তোল-  
 পাড় হয় না। কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন,

সখি তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিলি, কিন্তু দেখ, আমি কি করিনি, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তখন বন্দা ব'ল্লেন, 'সখি তোরা চক্ষে জল নাই, তাব অনেক মানে আছে। তোরা হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে, চক্ষে জল উঠছে আব সেট অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।'।

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তা কথায় পারবার যো নাই। (হাস্য)

ক্রমে অল্প কথা পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। আর কাম ক্রোধাদি ক্রুরূপে বশ করিতে হয়।

ডাক্তার। তুমি ভাবে প'ড়েছিলে, আর একজন ছুটে লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল।—সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছ শুনেছি। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। নেজো বাবুর কাছে প্রায় আস্তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে প'ড়ে আছি। চন্দ্রহালদার ভাবতো, আমি চ'লে এ বকম হয়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব ব'লে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতা গোঁজা দিতে লাগলো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই ব'লে, মাটা বাবুর ব'লে দেওয়া যাক। আমি বারণ কবলুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের গলা ৫৫৩৫ লোক শিখবে, ক্রান কি রকম করে নশীভূত করিতে হয় ক্রান কাকে বলে, লোকে শিখবে।

[ বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরানুগ্রহ দর্শন ]

উত্তিষ্ঠো যাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ডাক্তারের অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কথায় কি হুছে।

নরেন্দ্র। Guardian angel এর মত।

বিজয়। ঢাকায় একে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি। গা ছ'য়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাসিতে হাসিতে।। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও একে নিজে অনেকবার দেখেছি। বিজয়ের প্রতি। তাই কি ক'বে ব'লবে—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

## প্রথমভাগ সপ্তদশ অঙ্ক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, গিবীশ, মাষ্টাব, ছোট নবেন্দ্র, কালী, শবৎ,  
বাখাল, ডাক্তাব সবকাব প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

### প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পনদিন আখিনেব কৃষ্ণাভূতীয় তিথি, সামবাব, ১১ই কার্তিক,  
১৬শে অক্টোবর ১৮৮৭ । শ্রীশ্রীপবনচন্দ্রসদেব কলিকাতায় ৭ আম-  
পুকুরেব বাটীতে চিকিৎসার্থ বহিয়াছেন । ডাক্তাব সবকাব চিকিৎসা  
কৰিতেছেন । প্রায় প্রত্যহ আসেন, আব তাঁহাব নিকট পীডাব  
সংবাদ লইয়া লোক সর্বদা গাতাযাত কৰে

এবংকাল । কয়েকদিন হইল, শাবদীয়া দুর্গা পূজা হইয়া গিয়াছে ।  
এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণেব শিষ্যমণ্ডলী চন্দ্র-বিষাদে অতিবাহিত  
কৰিয়াছেন । তিন মাস ধৰিয়া গুরুদেবেব কঠিন পীড়া — কণ্ঠদেহ  
Cancer । সবকাব ইত্যাদি ডাক্তাব ইচ্ছিত কৰিয়াছেন, পীড়া  
চিকিৎসাব অসাধ্য । হতভাগা শিষ্যেবা এ কথা শুনিয়া একান্তে  
নীৰবে অশ্রু বিসর্জন কৰেন । এক্ষণে এই আমপুকুরেব বাটীতে  
আছেন । শিষ্যেবা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণেব সেবা কৰিতেছেন ।  
নবেন্দ্রাদি কোমাবদেবগাঘৃক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে  
কামিনী-কাঞ্চন-ভাগ-প্রদর্শী সোপান আৰোহণ কৰিতে সবে  
শিখিতেছেন ।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন কৰিতে আসিতেছেন,—  
শ্রীরামকৃষ্ণেব কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয় । অহেতুক  
রূপাসিদ্ধ । দযাব ইয়ত্তা নাই—সকলেব সঙ্গেই কথা কহিতেছেন,  
কিসে তাহাদেব মঙ্গল হয় । শেষে ডাক্তাবেবা, বিশেষতঃ ডাক্তাব  
সবকাব, কথা কহিতে একেবাবে নিবেশ কৰিলেন । কিন্তু ডাক্তাব  
নিজে ৬ঘণ্টা ৭ঘণ্টা কৰিয়া থাকেন । তিনি বলেন, ‘আব কাহারো  
সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমাব সঙ্গে কথা কহিবে ।’

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন । তাই এতক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন ।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । অশুখটা খুব হাল্কা হ'য়েছে । খুব ভাল আছি । আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে ? তা হ'লে ঐ ঔষধটা খাই না কেন ?

মাষ্টার । আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'লবো, তিনি যা ভাল হয়, তাই বলবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ, পূর্ণ ছুই তিন দিন আসে নাঈ, বড মন কেমন ক'চ্ছে । মাষ্টার । কালীবাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্তারে ।

কালী । এই যাব । [শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । ডাক্তারের ছেলেটি বেশ । একবার আসতে বোলো ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ ।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার ছুই একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন ।

ডাক্তার ( মাষ্টারের প্রতি ) । এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা ক'ছিলাম । দশটায় আসবে ব'লে, দেড়ঘণ্টা ব'সে । ভাবলুম, কেমন আছেন, কি হ'লো । ( বন্ধুকে ) ওহে সেই গানটা গাও ত ।

বন্ধু গাইতেছেন,—

গান্য ।—কব তাঁব নাম গান, বড দিন দেহে বহে প্রাণ ।

যাব মহিমা জলন্ত দ্যোতিঃ, জগৎ কবে হে আলো , স্রোত বহে প্রেমপীযুষ-বাধি, সকল জীবহৃৎকারী হে । ককণা শবিরে তম্ব হর পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি , যার প্রসাদে এক মুহূর্তে, সকল শোক অঁপসাধি হে । উচ্চে, নীচে,

শ্যামপুকুর বাটী । সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৭৭

দেশ দেশান্তে, বলগর্ভে, কি আকাশে, অস্ত্র কোথায় তাঁর, অস্ত্র কোথা তাঁর  
এই সবে সন্দেহ জিজ্ঞাসে হে । চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নরন অনিমেষ,  
নিরঞ্জন সেই, ঝাঁর দরশনে, নাহি রহে ছায়া লেশ হে ।

ডাক্তার ( মাষ্টারকে ) । গানটী খুব ভাল নয় ? ঐ খানটী  
কেমন । ‘অস্ত্র কোথা তাঁর, অস্ত্র কোথা তাঁর, এই সবে জিজ্ঞাসে ।,  
মাষ্টার । হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার ; খুব অনন্তের ভাব ।

ডাক্তার (সঙ্গেহে) । অনেক বেলা হ’য়েছে, তুমি খেয়েছ তো ?  
আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ’য়ে যায়, তারপর আমি ডাক্তারি  
করতে বেরুই । না খেয়ে বেরুলে অস্থির করে । ওহে, একদিন তোমা-  
দের খাওয়াবো মনে ক’রেছি । মাষ্টার । তা বেশ তো, মহাশয় ।

ডাক্তার । আচ্ছা, এখানে না সেখানে ? তোমরা যা বল ।

মাষ্টার । মহাশয়, এইখানেই হ’ক, আর সেইখানেই হ’ক,  
সকলে আহ্লাদ ক’রে খাব । [এইবার মা কালীর কথা হইতেছে ।

ডাক্তার । কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী । ( মাষ্টারের  
উচ্চ হাস্য ) মাষ্টার । ও কথা কোথায় আছে ?

ডাক্তার । শুনেছি এটা রকম । ( মাষ্টারের হাস্য ) ।

পূর্ব দিন ত্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়া-  
ছিল । ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন । সেই কথা হইতেছে ।

ডাক্তার । ভাব ত দেখ্‌লুম । বেশী ভাব কি ভাল ?

মাষ্টার । পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক’রে যে ভাব  
হয়, তা বেশী হ’লে কোন ক্ষতি হয় না । তিনি বলেন যে, মণির  
জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না ।

ডাক্তার । মণির জ্যোতিঃ, ও যে reflected light ।

মাষ্টার । তিনি আরও বলেন, অমৃতনরোবরে ডুবলে মানুষ মরে  
যায় না । ঈশ্বর অমৃতের সরোবর । তাঁতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট  
হয় না ; বরং মানুষ অমর হয় । অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে ।

ডাক্তার । হাঁ, তা বটে ।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, ছ চারিটি রোগী দেখিয়া পরমহংস-

দেবকে দেখিতে যাইবেন । পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল । চক্রবর্তীর অহঙ্কার, ডাক্তার এই কথা তুলিলেন ।

মাষ্টার । পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে । অহঙ্কার যদি থাকে, কিছুদিনের মধ্যে আর থাকবে না । তাঁর কাছে বসলে জীবের অহঙ্কার পণায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয় । ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই । নিরহঙ্কারের নিকট আসলে অহঙ্কার পালিয়ে যায় । দেখুন, বিজ্ঞানাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন । পরমহংসদেব তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাহুড়াবাগানের বাড়ীতে । যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা । বিজ্ঞানাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক একবার বাতি ধরে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন ।

ডাক্তার । আচ্ছা, এ'র বিষয় বিদ্যানাগর মহাশয়ের কি মত ?

মাষ্টার । সে দিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন । তবে কথা ক'রে দেখিছি বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব টাব বলে, সে বড় ভালবাসেন না । আপনার মতের মত । ডাক্তার । হাত জোড় করা, পায়ে মাখা দেওয়া, আমি ওসব ভালবাসি না । মাথাও যা পাও তা । তবে যার পা অল্প জ্ঞান আছে, সে করুক ।

মাষ্টার । আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না । পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাখ্যা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে । তিনি কাল আপনাকে ব'ল'ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী বড়, তাতে হাতী নামলে জল নড়েও না । গম্ভীরাখ্যার ভিতর ভাবহস্তী নামলে তার কিছু ক'রতে পারে না । তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাখ্যা ।'

ডাক্তার । I don't deserve the compliment ভাব আর কি ? feeling ;—ভক্তি, আরও অশ্রদ্ধা feelings ;—বেশী হ'লে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না ।

মাষ্টার । Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম ক'রে—কেউ পারে না ; কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিসটা অপূর্ব সামগ্রী ।

শ্রামপুত্র বাটী । সরকার' গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ১৭২

Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্লাম ।

Stebbing বলেন Humanmind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক বা ঈশ্বর আলাদা ব'সে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়াছেন—theory of light Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful'

ডাক্তার । হাঁ , আর দেখেছো, Stebbing Darwinism মানে, আবার God মানে ! [ আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল ।

ডাক্তার । ইনি ( পরমহংসদেব ) দেখ্ছি কালীর উপাসক ।

মাষ্টার । তাঁর 'কালী' মানে আলাদা । বেদ যাকে পশু-ব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন । মুসলমান যাকে আল্লা বলে, খৃষ্টান যাকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন । তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন । পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাকে ভগবান্ বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন ।

"তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটি গামলা ছিল , তাতে রং ছিল । কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে যেতো । সে জিজ্ঞাসা ক'রতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও ?' লোকটি যদি ব'লতো সবুজ রং, তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত , ও ব'লতো 'এই লও তোমার সবুজ রঙে ছোপান কাপড় ।' যদি কেহ ব'লতো লাল রং, সেই গামলার কাপড়খানি ছুপিয়ে সে ব'লতো 'এই লও তোমার লালে ছোপান কাপড় ।' এই এক গামলার রঙে সবুজ, নীল, হল্‌দে, সব রঙের কাপড় ছোপান হোতো । এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক ব'লে 'বাবু আমি কি রং চাই ব'লবো ? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ আমার সেই রং দাও ।' সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতরে সবভার আছে,—সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায় । তাঁর যে কি ভাব কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে ?

ডাক্তার । All things to all men ! তাও ভাল নয়,  
although St Paul says it

মাষ্টার । পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে ? তাঁর মুখে শুনেছি,  
সূতার ব্যবসা না করলে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ  
বুঝা যায় না । Painter না হ'লে Painterএর art বুঝা যায় না ।  
মহাপুরুষের গভীর ভাব । Christএর জ্ঞায় না হ'লে Christএর  
সব ভাব বুঝা যায় না । পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো  
Christ যা ব'লেছিলেন তাই,—“Be perfect as your Father  
in Heaven is perfect ’

ডাক্তার । আচ্ছা, তাঁর অশুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর ?

মাষ্টার । আপাততঃ প্রত্যহ একজন superintend করেন,  
যাঁহাদের বয়স বেশী । কোন দিন গিরীশ বাবু, কোন দিন রাম  
বাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নব-  
গোপাল কোন দিন কালী বাবু , এই রকম ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে । শুধু পাণ্ডিত্যে কি আছে ।

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যাম  
পুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ীর  
সন্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল ! তখন বেলা ১টা ।  
ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন । অনেকগুলি ভক্ত সন্মুখে  
উপবিষ্ট ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি ।  
সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে । সকলে  
যেন মগ্নমুগ্ধ সর্পের জায় রোজার সন্মুখে বসিয়া আছেন । অথবা  
বরকে লইয়া বরষাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছেন । ডাক্তার ও মাষ্টার  
আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । ডাক্তারকে  
দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘আজ বেশ ভাল  
আছি ।’



শ্রামপুত্র বাটা। সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৮-১  
ক্রমে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর সঙ্ঘীয় অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

[ পূর্ববক্তা — বামনারায়ণ ডাক্তার। বন্ধিম সংবাদ। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটা অবস্থা হয়। পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড্ শিড্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড় কুটো মনে হয়।

“রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো। তারপর তাকে বল্লুম, ‘তুমি কি ব'লছো? তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝবে। তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে! তোমার তো ভারি তেঁতে বুদ্ধি।’ আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগল— আর আমার পা টিপতে লাগলো। ডাক্তার। রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়! সত্য হিন্দু কি না!

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ডাক্তার বলেছিলেন, আমি শাঁক ঘন্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বন্ধিমের \* সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, ‘আত্মার, নিজ্ঞা আর মৈথুন’। এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো। বল্লুম যে, ‘তোমার এ কি রকম কথা। তুমি তো বড় ছ'্যাছ'ডা! যা সব রাত দিন চিন্তা ক'রছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে! মূলো খেলেই মূলোর ঢেকুর উঠে।’ তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো! ঘরে সঙ্কীর্ণ হ'লো। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে ব'ল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে, গো? ‘গোপাল।’ ‘গোপাল!’ যারা

\* কলিকাতা বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত শ্রীঅখরলাল সেনের বাটাতে শ্রীযুক্ত বন্ধিমোহন চাট্টোপাধ্যায় সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বন্ধিমবাবু তাঁহাকে এই একবার মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

বলেছিল, সেই রকম ভক্ত না কি ? ডাক্তার । ‘গোপাল । গোপাল ।’ সে ব্যাপারটা কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে ) । একটা শ্রাকুরার দোকান ছিল । বড় ভক্ত । পরম বৈষ্ণব । গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা । সকলে বিশ্বাস ক’রে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না । এক দল খন্দের এলে দেখতো, কোনও কারিগর বলছে, ‘কেশব !’ ‘কেশব !’ আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে, ‘গোপাল !’ ‘গোপাল !’ আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, ‘হরি’, ‘হরি’, ‘হরি’, তার পর কেউ বলছে ‘হর’, ‘হর’ । কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদারেরা সহজেই মনে করতো, এ শ্রাকুরা অতি উত্তম লোক । কিন্তু ব্যাপারটা কি জান ? যে বলে, ‘কেশব !’ ‘কেশব !’ তার মনের ভাব, ‘এ সব ( খন্দের ) কে ?’ যে বলে ‘গোপাল !’ ‘গোপাল !’ তার অর্থ এই যে আমি এদের বেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল ( হাস্ত ) । যে বলে ‘হরি’ ‘হরি’—তার অর্থ এই যে ‘যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি’ ( হাস্ত ) । যে বলে, ‘হর’, ‘হর’,—তার মানে এই—তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল ! ( হাস্ত ) ।

“সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম ; অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল । আমি তো মুখ্য ( সকলের হাস্ত ) । তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হ’লে বলে, ‘মহাশয় । আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া, বিছা, সব থু হয়ে গেল । এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে !’ তাই বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না ।

[ পূর্ব্ব কথা—প্রথম সমাধি । আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে ? দেখ না, আমি ত মুখ্য, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে ? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয় । ও দেশে ধান মাপে, ‘বামে রাম,

শ্রামপুকুর বাটী । সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৮০  
 রামে রাম বলতে বলতে । একজন মাপে, আর যাই কুরিয়ে আসে,  
 আর একজন রাম ঠেলে দেয় । তার কণ্ঠেই ঐ, ফুরালেই রাম  
 ঠালে । আমিও যা কথা ক'য়ে যাই কুরিয়ে আসে আসে হয়, মা  
 আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাম ঠেলে দেন ।

“ছেলে বেলায় তাঁর আবির্ভাব হ'য়েছিল । এগারো  
 বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম ! সবাই বলে, বেহুঁস হ'য়ে  
 গিছ্‌লুম, কোন সাড় ছিল না । সেই দিন থেকে আনন্দের এক  
 রকম হ'য়ে গেলুম । নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে  
 লাগ্‌লুম । যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময়ে  
 ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল  
 মাথায় দিতুম ! যে ছোকরা আমাব কাছে থাকতো, সে আমার  
 কাছে আসতো না , বলতো, তোমাব মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি,  
 তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয় ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

Free will or God's Will ' 'সম্ভ্রান্তানি আসন্নানি' ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি তো মুখা, আমি কিছু জানি না, তবে এ  
 সব বলে কে ? আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী , আমি ঘর  
 তুমি ঘরনী , আমি রণ তুমি রথী , যেমন করাও তেমনি করি,  
 যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি , নাহং নাহং,  
 তুঁহু, তুঁহু । তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র ! শ্রীমতী যখন  
 সহস্র ধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে  
 তাঁর প্রশংসা করতে লাগ্‌ল , বলে এমন সতী হবে না । তখন  
 শ্রীমতী ব'ল্লেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও , বল কৃষ্ণের জয়,  
 কৃষ্ণের জয় । আমি তাঁর দাসী মাত্র' । ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের  
 বুকে পা দিলুম , এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই  
 বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি !

ডাক্তার । তারপর সাবধান হওয়া উচিত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাত জোড় করে ) । আমি কি ক'রবো ? সেই অবস্থাটা এলে বেহ'স হ'য়ে যাই ! কি করি, কিছুই জান্তে পারিনা ।

ডাক্তার । সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'রলে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তখন কি আমি কিছু করতে পারি ?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর ? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার Science মায়েন্স সব ছাই পড়েছ !

ডাক্তার । মহাশয় । যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি ? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা ধ'রে থাকি ।

[ 'ন যোংস্ত্রে' - ভগবদগীতা । ঈশ্বরটো কর্তা, অর্জুন যন্ত্র । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সেজো বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে কোরো না তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মান'ছো বলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম ? তা তুমি মানো আর নাই মানো । তবে একটা কথা আছে—মানুষ কি ক'রবে, তিনিষ্ট মানাবেন । ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো ।

ডাক্তার । তুমি কি মনে করেছ অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো ? \* \* তবে তোমায় সন্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি মান্তে বলছি গা !

গিরীশ ঘোষ । উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন ?

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) । তুমি কি বলছো ? ঈশ্বরের ইচ্ছা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে আর কি বলছি ! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে ? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কৰ্ম নয় । শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—অর্জুন ! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে , তোমার স্বভাবে করাবে । শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে ! \* শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল ; তাদের মতে অশ্বখগাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তার ইচ্ছা বই একটা পাতাও নড়'বার যো নাই !

\* মরৈবৈভে নিহতাঃ পূর্বেমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যাসাচ্চি ।

শ্রামপুত্র বাটী । সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৮৫  
( Liberty or Necessity , Influence of Motives. )

ডাক্তার । যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন ? লোক-  
দের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । বলাচ্ছেন, তাই বলি । ‘আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী ।’

ডাক্তার । যন্ত্র তো বলছো , হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো,  
সবই ঈশ্বর । গিরীশ । মশাই, যা মনে করুন । কিন্তু তিনি  
করান্ তাই করি a single step against the Almighty Will  
( তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা ) কেউ যেতে পারে ?

ডাক্তার । Free Will তিনি দিয়েছেন তো । আমি মনে করলে  
ঈশ্বর চিন্তা ক’ব্তে পারি, আবার না করলে না কর্তে পারি ।

গিরীশ । আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অশ্রু কোন সংকাজ ভাল  
লাগে ব’লে করেন । আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায় ।

ডাক্তার । কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি—

গিরীশ । সেও কর্তব্য কর্ম ক’ব্তে ভাল লাগে ব’লে ।

ডাক্তার । মনে কর, একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে ; তাকে বাঁচাতে  
যাওয়া কর্তব্য বোধে— গিরীশ । ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ  
হয়, তাই আগুনের ভিতর যান , আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায় ।  
চাটের লোভে গুলি খাওয়া । ( সকলের হস্ত ) ।

[ ‘জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্যচোদনা ।’ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কর্ম্য করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই  
সঙ্গে জিনিসটি মনে ক’রে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত  
হয় । মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস,  
প্রথমে চাই ! ঘড়া মনে ক’রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর  
খোঁড়ে । খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ’লে আনন্দ বাড়ে । তারপর  
ঘড়ার কানা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে । এই রকম  
ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে । আমি নিজে ঠাকুর বাড়ীর  
বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি,—সাধু গাঁজা তয়ের করছে, আর সাজতে  
সাজতে আনন্দ ।

ডাক্তার । কিন্তু আগুন 'heat' ও দেয়, আর lightও দেয় । আলোতে দেখা যায়, বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায় । Duty (কর্তব্য কর্ম) ক'রতে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়; কষ্টও আছে । মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। পেটে খেলে পিঠে সয় । কষ্টেও আনন্দ । গিরীশ ( ডাক্তারের প্রতি । Duty শুধু ।

ডাক্তার । কেন ? গিরীশ । তবে সরস । (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার । বেশ এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়লো ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । সরস, নচেৎ duty কেন করেন ?

ডাক্তার । এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি) ।

মাষ্টার ( গিরীশের প্রতি) । 'পোড়া স্বভাবে টানে।' (হাস্য) ! যদি এক দিকে ঝোঁক (inclination)ই হ'লো, তবে free will কোথায় ?

ডাক্তার । আমি free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না । গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর free । দড়ি টান পড়লে আবার—

### [ শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই উপমা যত্ন মল্লিকও ব'লেছিল । ( ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে ?

(ডাক্তার প্রতি) । দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যত্নী আমি যত্ন । এ বিধাস যদি কারো হয়, সে তো জীবমুক্ত—'তোমার কর্ম তুমি কব, লোকে বলে করি আমি ।' কি রকম জানো ? বেদান্তের একটা উপমা আছে ।—একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েচো ; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ, খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, 'আমি ন'ভছি,' 'আমি লাফাচ্ছি' । ছোট তেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীবন্ত, তাই লাফাচ্ছে ! যাদের জ্ঞান হ'য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীবন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে । যদি কাঠ টেনে-লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না । জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয় । ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান ,

শ্রামপুত্র বাটা। সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৮৭  
অলস কাঠ টেনে নিলে সব চূপ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের  
হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না !

“যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরমমাণি হোঁয়া না  
হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল থাকবে, আমি সৎ কাজ করেছি,  
অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ ভেদ  
বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার ক্ষমতা বন্দোবস্ত ;  
বিজ্ঞামায়া আশ্রয় করলে, সংপথ ধরলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে  
লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে  
পারে। তিনিই একমাত্র কর্তা—আমিই অকর্তা, এ  
বিশ্বাস যার,সেই জীবন্তমুক্ত। একথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। Free Will কেমন করে আপনি জানলেন ?

ডাক্তার। Reason ( বিচার ) এর দ্বারা নয়—I feel it !

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse.

সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, যে আমরা পরতন্ত্র। (সকলের হাস্ত)

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element—১। Duty ব'লে  
কর্তব্য কর্তব্য করতে বাই, ২। পরে আনন্দ হয়। কিন্তু initial  
stageএ (গোডাতে) আনন্দ হবে বলে বাই না। ছেলেবেলা দেখ-  
ভূম্ পুরুষ সন্দেহে পিপ্ড়ে হলে বড় ভাবিত হ'তো। পুরুষের  
প্রথমেই সন্দেহ চিন্তা করে আনন্দ হয় না ( হাস্ত )। প্রথমে বড়  
ভাবনা।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে আনন্দ হয়,  
বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় ?

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

অহৈতুকী ভক্তি। পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের দাস ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি ( ডাক্তার ) যা বলেছেন, তার নাম অহৈতুকী  
ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়ো-  
জন নাই,মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে,এরই নাম অহৈতুকী  
ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি ক'রবো ?

“অহল্যা বলেছিল, হে রাম ! যদি শূকরধোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না ।

“রাবণ বধের কথা শ্রবণ করাবার জন্ত নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন । তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগলেন । রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ‘নারদ ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও’ । নারদ বলেন, ‘রাম ! যদি একান্ত আমার বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোনো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যুদ্ধ না হই’ । রাম বলেন, ‘আরও কিছু বর লও’ । নারদ বলেন, ‘আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি ।’

“এঁর তাই । যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু—ধন মান, দেহমুখ—কিছুই চায় না । এরই নাম ‘শুদ্ধাভক্তি’ ।

“আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয় । ভক্তির, প্রেমের, আনন্দ । শঙ্কু ( মল্লিক ) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—“তুমি এখানে এস ; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস”,—ঐ টুকু আনন্দ আছে ।

“তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে ! বালকের মত যাচ্ছে ; কেন,—ঠিক নাই ; হয় তো একটা কড়িও ধরছে !

ঐশ্বর্যরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সং ইচ্ছা দাও, যেন অসং কাজে মতি না হয় ।

“আমারও ঐ অবস্থা ছিল । একে দাস্ত্র বলে । আমি মা মা বলে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো । আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার জন্ত, আর আমার পাগলামি সারাবার জন্ত তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—শুন্দর, চোখ ভাল । আমি মা মা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বলুম, দাদা দেখবে এসো ঘরেকে এসেছে ।” হলধারীকে, আর



শ্রামপুত্র বটি। সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৮৯  
সব লোককে, ব'লে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা ব'লে কাঁদতুম,  
কৈদে কৈদে ব'লতুম, 'মা ! রক্ষা কর ; মা ! আমায় নিখাদ কর, যেন  
সৎ থেকে অসতে মন না যায়। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক  
ভক্তিভাব, দাসভাব।

[ জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম ও শুদ্ধসত্ত্ব। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব ( গুণ ) আসে, সে কেবল  
ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ  
প্রারব্দের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে  
কর্ম ক'রতে চেষ্টা ক'রলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশ্রিত  
সত্ত্ব গুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার  
ক'র্বো এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই  
সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ  
পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই,-  
একে নিষ্কাম কর্ম বলে। এরূপ কর্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল !  
কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম ক'রতে  
হবে, ছ একটা লোক কর্ম ত্যাগ ক'রতে পারে। ছ একজন  
লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম ক'রতে  
ক'রতে রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়।

“শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বর লাভ তাঁর কৃপায় হয়।

“সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না ; হেম  
আমায় ব'লেছিল, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। জগতে মান লাভ  
করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, কেমন ?'

## প্রথম ভাগ-অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, গিরীশ, সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভক্তনামন্দে—সম্মতিমন্দিরে।

পরদিন ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে পাঁচটা।  
আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্রাম বন্দু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি,

ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেক উপস্থিত । ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ।

ডাক্তার পীডাসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন, “তবে শ্রামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি ।” শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, ‘গান শুন্বেন ?’

ডাক্তার । তুমি যে তিডিং মিডিং করে উঠ । ভাব চেপে রাখতে হবে ।

ডাক্তার আবার বসিলেন । তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন, তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে । গাহিতেছেন—

গান । চমৎকার অপার জগৎ বচনা তোমাব, শোভাব আগাব বিশ্ব সংসার । অত্ৰ তাবকা চমকে বতন-কাঞ্চন-ভাব, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অশ্রু তাব । শোভে বস্ত্রধরা ধনধাত্তময়, ভাব, পূর্ণ তোমাব জাগাব, হে মহেশ, অগণনলোক গায় দত্ত ধত্ত এই গীতি অনিবার ।

গান । নিবিড় আঁধারে মা ভাব চমকে অকপবাশি । তাই যোগী দান দাবে হ’য়ে গিবিগুহাবাসী । অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নিকাগতিমাণে, চিবশাস্তি-পল্লিমল, অবিবল দায় ভাসি । মহাকাল রূপ দবি, আঁধার এসন পবি, সমাপি-মন্দিরে ( ওমা ) কে তুমি গো একা বসি, অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অটু অটু হাসি ।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, ‘It is dangerous to him !’ ( এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ খটিতে পারে ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্ছে ? তিনি উত্তর করিলেন, ডাক্তার ভয় ক’রছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয় ।

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন, ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিতেছেন, “না, না, কেন ভাব হবে ?” কিন্তু বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন । শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির ! অবাক ! কাষ্ঠপুত্তলিকার স্থায় উপবিষ্ট ! বাহ্যশূন্য । মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ । আর সে মাহুষ নয় । নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুরগান চলিতেছে । তিনি গাহিলেন—

শ্যামপুকুর বাটী । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১১

গান্ধী । এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ । আজি মোর ঘরে  
আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি । বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি  
ধন তোমাবে দিব উপহাৰ ? হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব, বাহা কিছু  
আছে মম, সকলি লও হে নাথ ।

গান্ধী । কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে, যদি চরণ-সরোজে  
পবাণ মধুপ চিরমগন না বয় হে । অগণন ধনবাশি তায় কিবা ফলোদয় হে, যদি  
লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে । হুকুমার কুমার মুখ দেখিতে  
না চাই হে, যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে । কি ছার  
শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আধাবময় হে, যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি  
হয় উদয় হে । সতীৰ পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে, যদি সে প্রেমকনকে,  
তব প্রেমমণি নাহি জড়িত বস হে । তীক্ষ্ণবিশা ব্যালী সম সতত দংশন হে,  
যদি মোহ পবমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে । কি আব বলিব নাথ, বলিব  
তোমায়, তুমি আমার হৃদয়বতনমণি আনন্দনিলয় হে ।

“সতীৰ পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার  
অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা ! আহা ! নরেন্দ্র গাহিলেন—

গান্ধী । কত দিনে হবে সে প্রেম সফল । হয়ে পূর্ণকাম বলবো  
চরিতাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অঞ্লব । কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে  
যাব আমি প্রেমের-বুন্দাবন, সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জানাজ্ঞানে যাবে লোচন  
আঁধার । কবে পরশমণি কবি পবশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন, হরিয়য় বিশ্ব  
কবির দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার । (হাস্য) কবে যাবে আমার ধরম করম,  
কবে যাবে জাতি কুলের ভবম, কবে যাবে তব ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান  
লোকাচার । মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্তগদগূলি, কাঁধে লয়ে চিব বৈরাগ্যের ঝুলি,  
পিব প্রেমবাণি ঢুট হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমবমুনার । প্রেমে পাগল হ'য়ে  
হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দমাগবে ভাসিব, আপনি মাতায় সকলে মাতাব,  
হৃদ্বিপদে নিত্য কবির বিহার ॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে । ব্রহ্মদর্শন ।

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহুসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন । গান

সমাপ্ত হইল । তখন পণ্ডিত ও মুর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল । সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ ! সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে । এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায় ? মুখ এখনও যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, —যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে । তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম ক’রবে, তাতে আমার লজ্জা কি ? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয় ! ‘আমি এত বড় লোক, আমি হরি হরি ব’লে নাচব ? বড় বড় লোক এ কথা শুনলে আমায় কি ব’লবে । যদি বলে, ওহে, ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে ! লজ্জার কথা ।’ এ সব ভাব ত্যাগ কর ।

ডাক্তার । আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নাই, লোকে কি ব’লবে, আমি তার তোয়াক্কা বাখি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার উটি খুব আছে ! ( সকলের হাস্য ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায় । নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান । পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান । এক ঈশ্বর সর্ববৃত্তে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান । তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান । পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্ত আর একটা কাঁটার প্রয়োজন । কাঁটাটা তোলার পর দুটা কাঁটাই ফেলে দেয় । প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্ত জ্ঞানকাঁটাটা আনতে হয় । তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুইটাই ফেলে দিতে হয় । তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার । লক্ষ্যণ ব’লেছিলেন, রাম । একি আশ্চর্য্য । এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পূজ্যশোকে অধীর হ’য়ে কেঁদেছিলেন ! রাম ব’লেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে তার অনেক জ্ঞানও আছে । যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধও আছে । ব্রহ্মা, জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার ।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন ।

শ্রামপুত্র বাটী । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২২৩  
গান্ধ ।

আর মন বেড়াতে যাবি ।

কালী করতলধ্বজে রে চারি কল কুড়ারে পাবি ॥

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না ।]

শ্রামবন্ধু । ছুই কাঁটা কেলে দেওয়ার পর কি থাকবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্ । তা তোমায় কেমন  
ক'রে বুঝাবো ? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, যী কেমন খেলে । তাকে  
এখন কি ক'রে বুঝাবে ? হৃদ বলতে পার, 'কেমন যী, না যেমন যী।'   
একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী  
এসেছে, আচ্ছা ভাই স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয় ? মেয়েটী বলে,  
ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জানবি, এখন তোরে কেমন ক'রে  
বুঝাব ।' পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন  
তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন । গিরিরাজ সব রূপ দর্শন  
ক'রে শেষে ভগবতীকে বলেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে,  
এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয় । তখন ভগবতী বলেন, বাবা,  
ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর । ব্রহ্ম কি জিনিষ  
—মুখে বলা যায় না । একজন বলেছিল সব উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে,  
কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই । এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র,  
আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে  
পারে, কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই ।  
তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই । আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে  
ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না । যার  
হ'য়েছে, সে জানে ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পণ্ডিতের অহঙ্কার । পাপ ও পুণ্য ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন,  
“দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না । ‘মুক্ত হ'ব কবে আমি যাবে  
যবে’ । ‘আমি,’ ও ‘আমার’ এই দুইটী অজ্ঞান । ‘তুমি’ ও ‘তোমান’

এই দুইটা জ্ঞান । যে ঠিক ভুল, সে বলে—হে ঈশ্বর ! তুমিই কর্তা, তুমিই সব ক'রছো, আমি কেবল যন্ত্র ; আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি । আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার জগৎ । তোমারই গৃহ পবিত্র, আমার কিছু নয় । আমি দাস । তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার ।”

“যারা একটু বৈ টে পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে । ক—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল । সে বলে, ‘ও সব আমি জানি ।’ আমি বলুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেডায় আমি দিল্লী গেছি, আব জাঁক কবে ? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু ।”

শ্রামবস্তু । তিনি ( ক-ঠাকুর ) আপনাকে খুব মানেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওগো বলবো কি ! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটী মেথরাণীর যে অহঙ্কার ! তার গায়ে ২১খানা গহনা ছিল । সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল । মেথরাণী তাদের ব'লে উঠলো, ‘এই । সবে যা ।’ তা অশ্রু লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি বলবো ।’

শ্রামবস্তু । মহাশয় ! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রছেন, এ কি রকম কথা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি !

নরেন্দ্র । সোণার বেণে বুদ্ধি, অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে । বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি ? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা । (শ্রামবস্তুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্ত মানবজন্ম পেয়েছ । ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর । তোমার এত শত কাজ কি ? কিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে ? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার । শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার ?

ডাক্তার । আব ঈশ্বরের মদ infinite । সে মদেব শেষ নাই !

শ্যামপুত্র বাটী । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভ্রমসঙ্গে । ২৯৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শ্যামবস্তুর প্রতি ) । আর ঈশ্বরকে আশ্রয়কারী  
দাও না । তাঁর উপর সব ভার দাও । সং লোককে যদি কেউ ভার  
দেয়, তিনি কি অত্যাচার করেন ? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন,  
সে তিনি বুঝবেন । ডাক্তার । তাঁর মনে কি আছে, তিনি  
জানেন । মানুষ হিসাব ক'রে কি ব'লবে ? তিনি হিসাবের পার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শ্যামবস্তুর প্রতি ) । তোমাদের ঐ এক ! কলকাতাব  
লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ ।' কেন না, তিনি একজনকে  
স্থখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন । শালাদের  
নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে ।

[ 'লোকমাত্ত' কি জীবনের উদ্দেশ্য । ]

"হেম দক্ষিণেশ্বর যেত । দেখা হ'লেই আমায় ব'লতো, 'কেমন  
ভট্টাচার্য্য মশাই । জগতে এক বস্তু আছে :—মানুষ ?' ঈশ্বরলাভ হে  
মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ ।

শ্যামবস্তু । সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে ? কেউ  
কি দেখাতে পারে, যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় প'ড়েছে তোমায়  
দেখাতে । কোন্ শালা মানবে আর না মানবে, তাদের দায়টী ।  
একটা বডলোক হাতে থাক্বে এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না !

শ্যামবস্তু । আচ্ছা, শূল দেহ, সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটী শূলদেহ । মন,  
বুদ্ধি, অহঙ্কার আন চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর । যে শরীরে ভগবানের  
আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর । তত্ত্ব বলে,  
ভাগবতী তত্ত্ব । সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না ।

[ সাধনের প্রয়োজন । ঈশ্বরে একমাত্র ভক্তিই সার । ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেবল শুনে কি হবে ? কিছু করো ।

“সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে ? তাতে কি নেশা হয় ।

“সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না । কিছু খেতে হয় ! কোন্টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা, কোন্টা চল্লিশ নম্বরের—সূতার ব্যবসা না করলে এ সব কি বলা যায় । বাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয় ! তাই বলি, কিছু সাধন কর । তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কাঁকে বলে সব বুঝতে পারবে । যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে ।”

“অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ব’লেন, তুমি আমার কাছে বর লও । অহল্যা ব’লেন, ‘রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরখোঁনিতোও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু হে রাম ! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে !”

“আমি মার কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম । মার পাদপদ্মে কুল দিয়ে হাত যোড ক’রে ব’লেছিলাম, মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ।’

“ধর্ম কি না দানান্তি কৰ্ম্ম । ধর্ম নিলেই অধর্ম ল’তে হবে । পুণ্য নিলেই পাপ ল’তে হবে । জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল’তে হবে । শুচি নিলেই অশুচি ল’তে হবে । যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে । যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে । যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে ।

“যদি কারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য ; আর হবিশ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার । তবে সে অধম । এখানে একটি কথা বলি ;—বৃদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল । শূকরমাংস খাওয়া আর Colic ( পেটে



শ্যামপুস্প বাটী । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৯৭  
শূলবেদনা ) ও হওয়া ! এ ব্যারামেব জন্ম বুজ opium ( আফিও )  
খেতো । নির্বাণ টির্বাণ কি জ্ঞান , আফিং খেয়ে বৃন্দ হ'য়ে থাকতো,  
বাহুজ্ঞান থাকতো না ;—তাই নির্বাণ !

বুদ্ধদেবেব নির্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে  
লাগিলেন : আবার কথাবার্তা চলিতে লাগিল ।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গৃহস্থ ও নিরাম কাম্য । Theosophy

শ্রীবামকৃষ্ণ (শ্যামবস্ত্র প্রাতি, । সংসার ধম্ম , তাতে দোষ নাই ।  
কিছু অশ্ববেল পাদপদ্ম মন বেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজ কাম্য  
ক'বে । এই দেখ না, যদি কাক পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন  
সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়ত কাজ কাম্যও কবে, কিন্তু যেমন  
ফোড়া দিকে ভাব মন পড়ে থাকে , সেই বপ ।

“.. সানে নষ্টমেয়েব মত থাকবে । মন উপপত্তিব দিকে, কিন্তু  
সে ম সাবেব সব কাজ কবে । ( ডাক্তাবেব প্রাতি ) বুঝেছ ?

ডাক্তাব । ও ভাব যদি না থাকে, বুঝব কেমন ক'বে ?

শ্যামবস্ত্র । কিছু বোঝো বটে কি । ( সকলেব হাস্য । )

শ্রীবামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে ) । আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন  
ধ'রে ক'রুচ্ছেম কি বল ? ( সকলেব হাস্য । )

শ্যামবস্ত্র । মহাশয় । Theosophy ( থিওসফি ) কি বকম  
বলেন ?

শ্রীবামকৃষ্ণ । মোট কথা এই, যাবা শিয়া ক'লে বেড়ায়, তাবা  
হাল্কা থাকেব লোক । আর যাবা সিদ্ধাই অথাৎ নানা বকম শক্তি  
চায়, তাবাও হাল্কা থাক্ । যেমন গজা হেঁটে পাব হয়ে যাব, এই  
শক্তি । অল্প দেশে এক জন কি কথা বলছে তাই বলতে পাবা, এই  
এক শক্তি । ঈশ্বরেব শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকেব তাবি কঠিন ।

শ্যামবস্ত্র । কিন্তু তারা ( Theosophistরা ) হিন্দুধর্ম পুনঃ  
স্থাপিত করবার চেষ্টা করছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না ।

শ্যামবসু । মব্বার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হবে । আমার ভাব কি রকম জান ? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি ? হনুমান বলে, ‘আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না . কেবল এক ব্রাহ্ম চিন্তা করি !’ আমার ঠিক এই ভাব ?

শ্যামবসু । তারা বলে, ‘অহা-হুয়া’ সব আছেন । আপনার কি বিশ্বাস ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে । এ সব কথা এখন থাক । আমার অসুখটা ক’ম্লে হুঁমি আসবে । যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ’য়ে যাবে । দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না । এখানে পালা দিও হয় না, ওই অমনেক আসে ! সকলের হাস্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ( ডাক্তারের প্রতি ) । তোমাকে এই বলা , বাগ কোবো না , ও সব তো অনেক ক’বেল—টাকা, মান, Lecture , - এখন মনটা দিন কতক ঈশ্ববেতে দাও . আর এখানে মাঝে মাঝে আসুন . ঈশ্বরের কথা শুন্লে উদ্দাপন হবে ।

কিঞ্চৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাগ্রাথান করিলেন । এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গির্দীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও সাক্ষর চরণ বলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন । ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন ।

ডাক্তার । আমি থাকতে উনি গিরীশ বাবু , আসবেন না । যাই চ’লে যাব যাব হ’য়েছি, অমনি এসে উপস্থিত । ( সকলের হাস্য । )

গিরীশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞান সভার ( Science Association ) কথা হইতে লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমায় এক দিন সেখানে লয়ে যাবে ?

ডাক্তার । হুঁমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যুঁবে - ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এতে ?

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ডাক্তার ( গিবীশের প্রতি ) । আর সব কব—but do not worship him as God ( ঈশ্বর ব'লে পূজা কোরো না ) । এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ ? গিবীশ । কি কবি মহাশয় ? যিনি এ সম্মান সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পাব ক'ব'লেন তাঁকে আর কি ব'ব'বো বলুন । তাঁর শুঁ কি শুঁ বোধ হয় ?

ডাক্তার । শুন জন্ম হ'চ্চ না । আমানও দুগা নাষ্ট । একটা দোকানীর ছেল এসাঁড়িল, তা বাচ্ছা ক'বে ফেল্লে । মশলে নাকে কাপড় দিলে । আমি হাব কাড় আশ ধট্টা বসে । নাকে কাপড় দিষ্ট নাষ্ট । আন মগন সহস্র মাথায় ক'বে নিয়ে যায়, হুতবণ আমাব নাকে কাপড় দেবাব যো নাই । আমি জানি, সেও মা, আমিও তা, কেন তাকে দুগা কব'ল ? আমি কি এব পায়েব ধূলো নিতে পারি না ।—এই দেখ নিচ্চি । ( জীবামকুমের পদধূলি গ্রহণ )

গিবীশ । Angels ( দেবগণ ) এই মুহূর্ত্তকে ধরা ধরা কব'লেন । ডাক্তার । তা পায়েব ধূলো ল'য়া কি আশ্চর্য্য । আমি যে সকলেবষ্ট নিতে পারি ।—এই দাও । এই দাও ! ( সকলেব পায়েব ধূলো গ্রহণ )

নরেন্দ্র ( ডাক্তারেব প্রতি ) । একে আমবা ঈশ্বরেব মত মনে কবি । কি বকম জানেন ? যেমন Vegetable Creation ( উদ্ভিদ ) ও Animal Creation ( জীবজন্তুগণ ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা point ( স্থান ) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী স্থি কবা ভাবি কঠিন । সেইরূপ Man world ( নবলোক ) ও God-world ( দেবলোক ) এই দুয়েব মধ্যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর ।

ডাক্তার । ওহে, ঈশ্বরেব কথায় উপমা চলে না ।

নরেন্দ্র । আমি God ( ঈশ্বর ) বল'ছি না, God-like man ( ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি ) বল'ছি ।

ডাক্তার । ও সব নিজের নিজের ভাব চাপাতে হয় । প্রকাশ কবা ভাল নয় । আমাব ভাব কেউ বুঝলে না । My best friend ( মাঝা

আমাব পবন বন্ধু ) আমাকে কঠোর নির্দয় মনে কবে । এই তোমরা হয়ত আমায় জুতো মেরে তাড়াবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি ) । সে কি ।—এবা তোমায কত ভালবাসে । তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে ।

গিরীশ । Every one has the greatest respect for you ( সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা কবে । )

ডাক্তার । আমার চোলে—আমাব স্ত্রী পর্যাস্ত—আমায মনে কবে hard-hearted ( স্নেহমমতাশূন্য ),—কেন না, আমাব দোম এই যে, আমি ভাব কাক কাছে প্রকাশ করি না ।

গিরীশ । তবে মহাশয় ! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends ( বন্ধুদের প্রতি অমৃত-কৃপা কবে ) ,—এই মনে কবে যে, তাবা আপনাকে বন্ধুতে পাবুছে না ।

ডাক্তার । বলবো কি হে । তোমাদের চেয়েও আমাব feelings worked up হয় ( অর্থাৎ আমাব ভাব হয় ) । ( নরেন্দ্রের প্রতি ) I shed tears in solitude ' ( আমি একুলা একুলা বসে ব'সি )

[ মহাপুরুষ ও ছাত্রের পাপগ্রহণ । অবতাবাদি ও নবোক্ত । ]

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) । ভাল, তুমি ভা। হলে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি জানুতে পারি গা, কার গায়ে পা দিচ্ছি কি না । ডাক্তার । ওটা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায কি বলবো ? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্ত । ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয় । উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবো ?

ডাক্তার । ইনি মেনেছেন । He expresses regret for what he does , কাজটা sinful ( অশ্রায় ) এটা বোধ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি ) । তুই তো খুব শঠ ( বুদ্ধিমান ) । তুই বল না , একে বুঝিয়ে দে না ।

গিরীশ ( ডাক্তারের প্রতি ) । মহাশয় ! আপনি ভুল বুঝেছেন ।

শ্রামপুকুর বাটী । নরেন্দ্র, সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ৩০১  
 উনি সে জন্তু ছুঁখিত হননি । এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিক্র । ইনি  
 জীবের মঙ্গলের জন্তু তাদের স্পর্শ করেন । তাদের পাপ গ্রহণ কবে  
 এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখন কখনও ভাবেন । আপ-  
 নার যখন Colic ( শূল বেদনা ) হ'য়েছিল তখন আপনার কি  
 regret ( দুঃখ ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়ুতুম ? তা বলে  
 বাত জেগে পড়াটা কি অগ্নায় কাজ ? বোগের জন্তু regret ( দুঃখ  
 কষ্ট হ'তে পাবে, তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্তু স্পর্শ  
 কবাকে অগ্নায় কাজ মনে কবেন না । ডাক্তার ( অপ্রতিভ  
 হইয়া, গিবীশের প্রতি । তোনার কাছে হেবে গেলুম, দাও পায়েব  
 ধূলা দাও ( গিবীশের পদধূলি গ্রহণ । ) ( নরেন্দ্রের প্রতি ) আর  
 কিছু নয় হে, his intellectual power ( গিবীশের বুদ্ধিমত্তা )  
 নান্তে হবে ।

নরেন্দ্র ( ডাক্তারের প্রতি ) । আর এককথা দেখুন । একটা scientific  
 discovery ( জড় বিজ্ঞানের সত্য বাস্তব ) কববার জন্তু আপনি  
 his devote ( জীবন উৎসর্গ ) কব'তে পাবেন—শরীর অসুস্থ  
 ইত্যাদি কিছুই নানেন না । আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all  
 sciences ( শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ) এব জন্তু ইনি health risk ( শরীর নষ্ট  
 হয় হউক, এরূপ মনের ভাব ) কব'বেন না ?

ডাক্তার । যত religious reformer ( ধর্ম্মাচারী ) হয়েছ, Jesus ( যীশু ), Chaitanya ( চৈতন্য ), Buddha ( বুদ্ধ )  
 Mohammed ( মহম্মদ ) শেষে সব অহঙ্কারে পবিপূর্ণ , বলে  
 'আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক' ! এ কি কথা ।

গিরীশ ( ডাক্তারের প্রতি ) । মহাশয়, সেই দোষ আপনারও  
 হ'চ্ছে ! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ  
 ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে । [ ডাক্তার নীবব হইলেন ।

নরেন্দ্র ( ডাক্তারের প্রতি ) We offer to him worship  
 bordering on Divine Worship ( এঁকে আমরা পূজা কবি—  
 সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি । )

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের স্থায় হাসিতেছেন ।

## শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—পরিশিষ্ট ।

### বরাহনগর মঠ ।

আজ্ঞা সোমন্যাস ১৫ মে ১৮৮৭, জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল-দ্বিতীয়া তিথি । নবনন্দাদি ভক্তেরা মঠে আছেন । শনৎ, নাববাম ০ কালী শ্রীক্ষেত্র গিয়াছেন । নিনজুন মাকে দেখিতে গিয়াছেন । মাষ্টার আসিয়াছেন ।

পাওয়া দাওয়ায় পর মঠের ভাইবা একটু শিশাম কবিত্তেছেন । গোপাল ('নও গোপাল') গানের খাতাতে গান নকল কবিত্তেছেন ।

বৈকাল হইল । বনীন্দ্র উদ্ভাটের জায় আসিয়া উপস্থিত । শুধু পা . বাল পেড়ে কাপড় আধখানা পরা । উদ্ভাটের চক্ষের ন্যায় তাঁহান চক্ষের ভাবা ঘূবিত্তেছে । সকলে জিজ্ঞাসা কবিলেন, কি হইয়াছে ? বনীন্দ্র বলিলেন, একটু পরে সমস্ত বলিত্তেছি । আমি আন নাড়ী ফিবিয়া খাইব না, আপনাদের এখানেই থাকিব । সে বিশ্বাসঘাতক । বলেন কি মহাশয়, পাঁচ বছরের অভ্যাস, মদ—তার জন্য ছেড়েছি । আট মাস হলো ছেড়েছি । সে কিনা বিশ্বাসঘাতক । মঠের ভাইবা সকলে বলিলেন, “তুমি ঠাণ্ডা হও । কিসে ক'বে এলে ?”

বনীন্দ্র । আমি কলিকাতা থেকে নবাবব শুধু পায়ে ঠেটে এসেছি ! ভক্তেরা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোমার আব আধখানা কাপড় কোথা গেল ?” বনীন্দ্র বলিলেন, সে আসনার সময় টানাটানি কবলে, তাই আধখানা তিড়ে গেল । ভক্তেরা বলিলেন, তুমি গঙ্গা স্নান ক'রে এসো ; এসে ঠাণ্ডা হও । তাবপর কথাবার্তা হবে !

বনীন্দ্র কলিকাতার একটা অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন । বয় ক্রম ১০।১১ বৎসর হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর কালোবাড়ীতে দর্শন কবিয়াছিলেন । এবং তাঁহার বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন । একবার তিন বাত্রি তাঁহার কাছে বাস কবিয়াছিলেন । স্বভাব অতি মধুর ও কোমল । ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, ‘তোব কিন্তু দেবী হবে, এখন তোব একটু ভোগ আছে । এখন কিছু হবে না । যখন ডাকাত পড়ে, তখন

বরাহনগর মঠ। সমুদ্রজীব ও নরেন্দ্রের উপদেশ। ৩০৩  
 ঠিক সেই সময় পুলিশে কিছু কবতে পাবে না। একটু থেমে গেলে  
 তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার কবে।’ আজ রবীন্দ্র বাবাজনার মোহে  
 পড়িয়াছেন! কিন্তু অল্প সকল গুণ আছে। গরীবের প্রতি দয়া, ঈশ্বর  
 চিন্তা, এ সমস্ত আছে। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অন্ধ  
 বস্ত্রে মঠে আসিয়াছেন। সংসারে আব ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প।

ববীন্দ্র গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পবামণিকের ঘাটে যাইবেন।  
 একটি ভক্ত সঙ্গে যাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ভেলেটির সাধ-  
 সঙ্গে চৈতন্য হয়। স্নানের পর তিনি ববীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ  
 শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে মৃতদেহ দর্শন কবাইতে লাগিলেন।  
 আব বলিলেন, “এখানে মঠের ভাইবা মাঝে মাঝে একাকী এসে  
 রাত্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান কবা ভাল। সংসার যে  
 অনিত্য, তা বেশ বোধ হয়।” ববীন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ধ্যানে বসি-  
 লেন। ধ্যান বেশীকণ কবিতে পাবিলেন না। মন অস্থির বহিয়াছে।

উভয়ে মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরঘরে উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম কবি-  
 লেন। ভক্তটী বলিলেন, এই ঘরে মঠের ভাইবা ধ্যান করেন।  
 ববীন্দ্রও একটু ধ্যান কবিতে বসিলেন। কিন্তু ধ্যান বেশীকণ হইল না।

মণি। কি, মন কি বড় চঞ্চল? তাই বসি উঠে পড়লে? তাই  
 বসি ধ্যান ভাল হ’ল না।

ববীন্দ্র। আব যে সংসারে ফিরিব না তা নিশ্চিত। তবে  
 মনটা চঞ্চল বটে।

মণি ও ববীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি  
 এক দেবের গল্প কবিতেছেন। দেবকন্যাদেব একটী গান শুনে এক-  
 দেবের প্রথমে চৈতন্য হয়েছিল। আজকাল মঠে বুদ্ধচরিত ও চৈতন্য-  
 চরিতের আলোচনা সর্বদাই হয়। মণি সেই গান গাহিতেছেন।

গান। জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা চলে আসি কোথা  
 ভেসে যাই। কবে কিবে আমি কত কাঁদি হাসি, কোথা বাই সদা ভাবি  
 গো তাই।

রাত্রে নরেন্দ্র, তারক ও হবীন্দ্র—কলিকাতা হইতে ফিরিলেন  
 আসিয়া বলিলেন, উঃ খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কলিকাতার  
 কোন ভক্তের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

নরেন্দ্র ও মঠেব ভাইরা, মাষ্টার, রবীন্দ্র ইত্যাদি এঁ'বাও, দানাদেব ঘরে বসিয়া আছেন । নরেন্দ্র মঠে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছেন ।

[ সমস্তপুজীব ও নবেন্দ্রের উপদেশ । ]

নরেন্দ্র গাহিতেছেন ।

গীতচ্ছলে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন ।

গান্ধি । ছাড় মোড় ছাড় ছাড়বে কুমুদ্রণ, জান তাঁবে তবে যাবে যজ্ঞণ ।

নবেন্দ্র আবাব গাইলেন—যেন রবীন্দ্রকে হিতবচন ব'লছেন—

পিলেবে অবশুত হো মাভুয়াবা পেয়ালা প্রেম হবি রসকাবে ।

বাল অবস্থা গেল গোঞাই, ওরুণ গয়ে নাবী বসকাবে ,

বুদ্ধ তথো কক বায়নে বেবা, খাট পড়া বহে জামবকাবে ।

নাভ কনগমে হায় কস্তুরী, কায়সে ভবম মিটে পত্তকাবে ,

বিনা সংগুরু নব স্যাসাতি চোঁচে, জ্যোসা যুগ্ ফিবে বনকাবে ।

কিয়ৎক্ষণ পবে মঠেব ভাইবা কালীতপস্বীৰ ঘবে বসিয়া আছেন । গিবীশেব বুদ্ধচবিত ও চৈতন্যচবিত দুইখানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে । নবেন্দ্র, শশী, রাখাল, প্রসন্ন, মাষ্টার ইত্যাদি বসিয়া আছেন । নতন মঠে আসা পৰ্য্যন্ত শশী এক মনে দিনবাত ঠাকুরেব পূজাদি সেবা করেন । তাঁহাব সেবা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছে । ঠাকুরেব অন্তর্দেব সময় তিনি বাতদিন যেকপ তাঁহাব সেবা করিয়াছেন, আজও সেইকপ অনন্তমন, একভক্তি হইয়া সেবা কৰিতেছেন ।

মঠেব একজন ভাই বুদ্ধচবিত ও চৈতন্যচবিত পড়িতেছেন । শ্রব কবিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে চৈতন্যচবিতামৃত পড়িতেছেন । নবেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন । বলিলেন, “এই বকম ক'বে ভাল জিনিসটা মাটি কবে ?” নবেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমবিভবণ কথা পড়িছেতেন ।

মঠের ভাই । আমি বলি, কেউ কাককে প্রেম দিতে পাবে না ।

নবেন্দ্র । আমায় পবমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন ।

মঠের ভাই । আচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ ?

নবেন্দ্র । তুমি কি বুঝি ? তুমি Servant Class ( ঈশ্ববেব সেবকেব থাক্ ) । আমার সবাই পা টিপ বে । শরতা নিন্তিব আর



বরাহনগর মঠ । সমুদ্রপৃষ্ঠাব ও নরেন্দ্রের উপদেশ । ৩০৫  
 দেসো পর্য্যন্ত । ( সকলের হাস্য । ) 'তুই মনে কব্‌ছিস বুঝি যে সব  
 তুই বুঝিছিস ? ( হাস্য ) লে ভাগ্যাক সাজ্ । ( সকলের হাস্য )

মঠের ভাই । সাজ্—বো—না —(সকলের হাস্য ) ।

মাষ্টার ( স্বগতঃ ) । ঠাকুর শ্রীরাগকৃষ্ণ মঠের ভাইদের অনেকের  
 ভিতর তেজ দিয়াছেন । শুধ নরেন্দ্রের ভিতর নয় । এ তেজ না  
 থাকলে কি কাগিনীদাপন ভাগ হয় ।

। মঠের ভাইদের সাক্ষন ।

পব দিন মঙ্গলবার ১০ ই মে । আজ মহামায়াব বাব । নবেশ্রাদ  
 মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিা গছেন । ঠাকুরঘরের  
 সম্মুখে গ্রীকোণ মন্ত প্রস্তুত হইল । হোম হইবে । বলি পরে হইবে ।  
 তন্ত্রমতে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে । নারন্দ্র গাতাপাঠ করিতেছেন ।

মণি গঙ্গাঙ্গান গোলেন । রবীন্দ্র ছাদেব উপবে একাকী বিচরণ  
 করিতেছেন । শুনিতেছেন, নরেন্দ্র স্তব করিয়া স্তব করিতেছেন—

ঐ মনোমোহন বচিভা ন ন ভম, ন চ প্রার্থিত্ব ন চ দণ্ডনেত্রে,  
 ন চ বোমভূমিনা ভ্রাজা ন বাগ্‌শিচদানন্দকপঃ শিবোত্তমঃ শিবোত্তমঃ ॥  
 ন চ প্রাণসাজ্ ন ন পঞ্চদশম ন। সমুদ্রাধুন বা পঞ্চকোণঃ ।  
 ন বাব শিখিপান ন চ পঞ্চপাশিচদানন্দকপঃ শিবোত্তমঃ শিবোত্তমঃ ।  
 ন মে চমবো, ন মে লোভমাত্তো মদানৈব ম নৈব মাংসর্গভাবঃ ।  
 ন দাম্ভ্য ন চাভ্য ন বামো ন মাগ্‌শিচদানন্দকপঃ শিবোত্তমঃ শিবোত্তমঃ  
 ন পণ্য ন পাপ ন নৌধা ন চ পণ্য, ন ময়ো ন ভীর্থঃ ন বেদা ন গচ্ছাঃ ।  
 অহং ভোজন নৈব ভোজ্যং ন ভাজ্য, চিদানন্দকপঃ শিবোত্তমঃ শিবোত্তমঃ ॥

এইবার রবীন্দ্র গঙ্গাঙ্গান করিয়া আসিয়াছেন ভিজ কাপড ।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি, একান্তে) । এই নেয়ে এসেছে, এনার  
 সন্ন্যাস দিলে বেশ হয় । (মণি ও নরেন্দ্রের হাস্য) ।

প্রসন্ন রবীন্দ্রকে ভিজ কাপড ছাড়িতে বলিয়া তাহাকে একখান  
 গেরুয়া কাপড আনিয়া দিলেন ।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) । এইবার ত্যাগীর কাপড পরতে হবে ।

মণি (সহাস্যে) । কি ত্যাগ ? নরেন্দ্র । কামকাধনত্যাগ ।

রবীন্দ্র গেকয়া কাপডখানি পবিয়া কালাতপস্বী যবে গিয়া  
 নির্জ্ঞানে বসিলেন । বোধ হয় একটু ধ্যান করিবেন ।

## শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন ( ১৮৮১ ) , ওদেবেন্দু ঠাকুর , অচলানন্দ .

শিবনাথ . হৃদয় . নবেন্দু . গিরীশ ।

“প্রাণেব ভাই শ্রীম, তোমার প্রেবিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, কোজাগর পূর্ণিমার দিন পোশ আজ দ্বিতীয়বার শোন করিছি । ধন্য তুমি । এত অমৃত দেশময় ছড়ালে । \* । নাহ, তুমি অনেকদিন হ'ল ঠাকুরেব সঙ্গে আমার কি আলাপ হ'য়েছিল জানতে চেরেছিল । তাই জানানাব একটু চেষ্টা করি । কিন্তু আমি ত আব 'শ্রীম' মত কপাল কবে আসিনি, নে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো । গতদ্ব মনে আছে লিখে বাই, ১৪ত, একদিনেব কথা আব একদিনের বলে লিখে ফেলবো । আব কত ভুলে গেছি ।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শাবদীষ অবকাশের সমব প্রথম দশন । সে দিন কেশব বাবুব আসিবাব কথা । আমি নোকান দক্ষিণেশ্বর গিয়া বাটে থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “পবমহংস কোথায় ?” তিনি উত্তর দিকেব নাবাগার তাকিয়া ত্রৈমান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়া দিগে বল্লেন, ‘এই পবমহংস ।’ কালাপেড়ে ধুতি পবা আব তাকিয়া ত্রৈমান দেওয়া দেখে আমি ভাবলাম, ‘এ আবার কি রকম পবমহংস । কিছু দেখলাম, তাঁটি ঠাং উঁচু ক'বে, আবার তাই চ'হাত দিগে বেইন ক'রে অ'বাচিং চ'মে তাকিয়া ত্রৈমান দেওয়া হ'য়েছে । মনে হ'ল ‘এ'ব কখনও বাবদেব মত তাকিয়া ত্রৈমান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন ।’ তাকিয়াব অতি নিকটে তাঁহাব ডান পাশে একটি বাব ব'সে আছেন—শুনলাম তাঁব নাম বাজেন্দ্র মিত্র, গিনি বেঙ্গল গবামেন্টেব আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হ'য়েছিলেন । আবও ডান দিক কায়কটি লোক বসে আছেন । একটু পবেই বাজেন্দ্র বাবকে বল্লেন, ‘জ্ঞাখা দিগিন কেশব আসছে কি না ।’ একজন একটু এগিষে দিগে এসে বল্লেন, ‘না’ । আবার একটু শব্দ হ'তে বল্লেন :—“জ্ঞাখো, আনাব জ্ঞাখো ।” এবাবও একজন দেখে এসে বল্লেন, ‘না’ । আমি পবমহংসদেব হাসতে হাসতে বল্লেন, ‘পাতেব উপর পড়ে পাত, রাই বলে—ওই এল বুঝি প্রাণনাথ ।’ তাঁ জ্ঞাখো, কেশবেব চিবকালই কি এই বীত । আসে, আসে, আসে না ।” কিছুকাল পবে সন্ধ্যা হয় ১৪ এমন সময় কেশব দলবল সহ এসে উপস্থিত ।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ঠাক প্রণাম কৰালেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ ক'রে একটু পরে মাথা ভুল্লেন, তখন সমাধিস্থ—বল্ছেন :—

“সাজোৱ কল্কাতাব লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন—আমি কি না বক্তৃতা ক'ৰবো ? তা আমি পারবো টাৱবো নি । করতে হয়, ভূমি কৰ । আমি ও সব পারবো নি ।”

ঐ অবস্থায় একটু দিনা হাসি ভেসে বলাছেন :—

“আমি তোমাব পাবে' দা'না থাকানা, আমি তোমাব খাবা শোবো আৱ নাহু যাবা । আমি ও সব পারবো নি ।” কেশব বাব দেখ্ছেন আব ভাব ভবপূৰ ভাব নাহু, এক একবাব ভাবব ভবে 'আঃ আঃ' কবাছেন ।

আমি ঠাকুবব অবস্থা দেখে ভাবছি, ‘এ কি হ' ?’ আব ত কখনও এমন দাঁপি নাহি, আব সেক্ষণ বিশ্বাসী ভাব হ'ল নহি ।

সমাধি ভল্লব পাবে কেশব বাবকে বল্লেন, “কেশব, একদিন তোমাব ওখানে গছলাম, তুললাম ভূমি বল্ছি, ‘ভক্তিনদীতে ডুব দিবে সচ্চিদানন্দ সাগৰ গিয়ে পড়বা ।’ আমি তখন উপৰ পান তাকাই দেখানে কেশব বাব গী ও অন্তান্ত দীলোকগণ বসছিলল । আব ভাবি হাট'শে এ'দব দশা হ'ব কি ?’ তোমবা গুটী, একবাব সচ্চিদানন্দ সাগৰ কি ক'ব গিয় প'ডবে । সেট নেউলেব মত, পছান নদা হ'ট, কোন কিছু হ'ল বল্জায় উঠে ব'সলো, কিন্তু থাকবে কেমন ক'বে । হ'ট টানে আব থপ্ ক'বে নেবে পড়ে । তোমবাও একটু ধ্যান টান কবতে পাব, কিন্তু ঐ দাবাস্ত হ'ট টানে আবাব নাৰিয়ে ফেলে । তোমবা ভক্তিনদীতে একবাব ডুব দেবে আবাব উঠবে, আবাব ডুব দেবে আবাব উঠবে । এমনি চলাব । তোমবা একবাবে ডুব যাব কি ক'বে ।”

কেশব বাব বল্লেন, “গুহস্থে কি হয় না । মহৰ্ষি দেবেজনাথ ঠাকুব ।”

পৰমহংসদেব ‘দেবেজ নাথ ঠাকুব, দেবেজ, দেবেজ,’ হুই তিন বাব ব'লে উল্লেখে ক'বার প্রণাম কৰলেন, তাৰ পৰ বল্লেন :—

“তা জানো, এক জনাব বাডী ডাৰ্গাংসব হ'তো, উদয়াস্ত পাঠাবলি হ'তো কাম্বক বংসব পবে আব বলিব সে বম্বাম নাহি । একজন জিজ্ঞাসা ক'বলে ‘মশাই, আজকাল দে অ'পনা'ব বাডীতে বলিব বম্বাম নাহি ।’ সে বলে, আৰে । এখন যে দাও প'ড গেছ । দেবেজ ও এখন ধ্যান ধাবণা কৰছে, তা কৰবেট ত । তা কিছু থব মান্ধম ।

“জ্ঞাপো, যতদিন মায়া থাকে, তত দিন মান্ধম থাকে ডাবেব মত । নাৱকেল যতদিন ডাব থাকে, তাব লেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্কে মালাব একটুকু উঠে আসবেট । আব যখন মায়া শেষ হ'য়ে বায তখন হয় বুনো । ঐ

শাস আর মালা পৃথক হ'য়ে যায়, তখন শাসটা ভিতবে ঢপব ঢপব করে।  
আত্মা হয় আলাদা আর শরীৰ হয় আলাদা। দেহটাবসঙ্গে আর যোগ থাকে না।

“এ যে ‘আমি’টে ওটাতেই বড় মুন্সিল বাধায়। শালাব ‘আমি’ কি যাবেই  
না? এটা পোস্তা বাজীতে অখখ গাছ উঠোছ, খুঁড়ে ফেলে দাও আবার  
পৰদিন আঁপো এক কেবুড়ী গজিয়েছ, —এ ‘আমি’ ও অমনি ধাব। পের্গাক্সব  
বাটা সাতবাব দোও শালাব গন্ধ কি কিছুতেই গায় নি।

কি ব'ল'ত ব'ল'ত কেশব বাবকে বল্লেন :—‘তা কেশব, তোমাদেব  
কল্কাভায় বাববা নাকি বলে ‘ঈগব নাট’। বাব্বাশ ডি দিয়ে উঠ'ছেন, এক  
পা ফেলে আৰ এক পা ফেলতেই ‘উঃ পাশে কি হ'লো’ ব'লে অজ্ঞান। ডাব্  
ডাক ডাক্কাব ডাক। ডাক্কাব আস'ত আস'ত হয় গোছ। অ'া -এ'ব,  
বল্লেন ‘ঈগব নাট’।”

এক কি দেড় দণ্টা প'ব কীৰ্ত্তন আবস্থ হ'ল। ওপন না দেখলাম তা বোধ  
হয় জন্ম জন্মান্তবেও ভুল'ব না। সকলে নাচ'ত লাগলেন, কেশবকেও নাচ'তে  
দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর, আৰ সবাই তাঁব ঘিরে নাচ'ছেন। নাচ'ত  
নাচ'তে একেবাবে স্থিৰ—সম্মাশিস্থ। অমনক্ষণ এটা ভাবে গেল। তখন  
তখন, দেখতে দেখতে বুঝলাম, ‘এ পবমহ'স বাট’।

আব একদিন, বোধ হয় ১৮৮১ সনে শ্রীরামপুরেব কয়েকটা দবক সঙ্গে নিয়ে  
গেছলাম। সে দিন তাঁদেব দেখ বল্লেন :—‘এ'বা এসেছেন কেন?’

আমি বল্লাম—“আপনাকে দেখতে।”

ঠাকুর—আমায় দেখবে কি? এবা সব বিল্ডিং টিল্ডিং দেখুক না?

আমি—এবা তা দেখতে আসে নাট, আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর—তবে এরা বুঝি চক্ৰমকিব পাথব। ভিতবে আগুন আছে।  
হাজার বছব জলে ফেলে বাখো, নমন চুব্বে অমনি আগুন বেবাবে।  
এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব। আমাদের চুব্বে আগুন বেবোব কট।

আমবা এটা শেষ কথা শুনে হাসলাম। সে দিন আব কি কি কথা হ'ল  
ঠিক মনে নাই। তবে ‘আমিব গন্ধ গায় না’ আব কামিনীকাঞ্চন ভাগেব কথাও  
যেন হ'য়েছিল।

আব একদিন গেছি। প্রণাম কবে বসেছি, বল্লেন :—

“সেই যে কাক খুলে কস্ কস্ ক'বে উঠে, একটু টক্ একটু মিষ্টি, তার একটা  
এনে দিতে পাব?” আমি বল্লাম—‘লেমনেড্?’ ঠাকুর বল্লেন—“আন  
না?” মনে হয় একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদূর মনে পড়ে আব কেউ  
ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম—“আপনার কি জাতিভেদ আছে।”

ঠাকুর—কই আৰ আছে ? কেশব সেনের বাড়ী চড্‌চড্‌ ধ্বংস, তা একদিনেব কথা বৃদ্ধি । একটা লোক লম্বা দাড়ীওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেত ইচ্ছা হ'লো না, আবার একটু পাব একজন— তাবই কাছে থেকে বরফ নিয়ে এল—কাচড্‌ ম্যাচড্‌ ক'বে চিবিয়ে খেয়ে দিলাম । তা জানা, জাতিভেদ আপনি খাস যায় । যেমন নাবিকেল গাছ ভাল গাছ বড্‌ হয়, বালুতা আপনি খাস পাড । জাতিভেদ তেমনি খ'সে যায় । টোন ছিঁড়া না, ই শালাদেব মত ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কেশব বাব কেমন লোক ?

ঠাকুর—ওগা, সে দৈবী মানুষ ।

আমি—আব ত্রৈলোক্য বাব ?

ঠাকুর—বেশ লোক পাড গ'ল ।

আমি—শিবনাথ বাব ?

ঠাকুর—\* \* \* বেশ মানুষ, তান তক ক'ল ।

আমি—হিন্দুত ও ব্রাহ্মত তদাং বি ? ব্রাহ্মন—তদাং তাব কি ? এইখানে বোসনচৌকি বাজ, একজন সোনাহাণ্ড ভেঁা ধবে থাক, আব একজন তাবই ভিতব 'বাধা' আমার মান ক'বেছ, 'ইত্যাদি বং পব' তুলে নেয় । ব্রাহ্মেবা নিষাকারব ভে । ধ'ব ব'স আছে আব হিন্দুবা বং পব' তুলে নিজে ।

'জল আবে বধ—নিবাবাব আব সাকাব । না জল তাই ঠা গায় বধ হয় । জানেব গবমীত বধ জল হয়, ভক্তিব হিমে জল বধ হয় ।

"সেই এক জিনিব, নানা লোক নানা নাম ক'ব । স্মন পূব'ব চাব পাশে চাব ঘাট । এ ঘাটেব লোক জল নিজে জিজ্ঞাসা ক'ব, ব'ল'ব 'জল' । ও ঘাটে যাবা জল নিজে ব'ল'ব 'পানি' । আব এক ঘাটে 'ওয়াটা' . আব এক ঘাটে 'আকোশা' জল ত একই ।"

বাৎশালে অচলানন্দ তীর্থযাত্রের সাক্ষ্য দেখা হ'য়েছিল বলাত ব্রাহ্মন — সেই কোতবাজব বাম কুমার ত ? আমি বললাম 'আজ্ঞা হা ।

ঠাকুর । তাক কেমন লাগলো ।

আমি । খুব ভাল লাগলো ।

ঠাকুর । আজ্ঞা সে ভাল, না আমি ভাল ?

আমি । তাঁর সঙ্গে কি আপনাব তুলনা হয় ? তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান লোক, আব আপনি কি পণ্ডিত জানী ? উত্তর শুনে একটু অধিক হ'য় চুপ ক'বে বসলেন । এক আধ মিনিট পাব আমি বললাম :—“তা তিনি পণ্ডিত হ'ত পারেন আপনি মজার লোক । আপনাব কাছে মজা খুব ।”

এভাবে হোসে বসেন, “বেশ বলেছ, বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ ।”

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাব পক্ষবটী দেপেছ ?” বললাম, আজ্ঞা হা ।

সেখানে কি কি করতেন তাও কিছু বলেন, সেই নানা ভাবের সাধনের কথা ।  
জ্যাংটার কথাও বলেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তাকে পাবো কি করে ?”

উত্তর । ওগো সে ত চুষক লোহাকে যেমন টানে, তেমনই আমাদের  
টানতেই আছে । লোহার গায়ে কাপা মাখা থাকলেই লাগতে পাবে না ।  
কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাপা টুকু ধুয়ে বাস অমনি টুকু কবে লোগ যায় ।

আমি ঠাকুরবাবু উক্তি গুলি শ্রুত শুনে লিখছিলাম, বলেন : —

“হ্যা ঠাণ্ডা, সিদ্ধি সিদ্ধি কবল হবে না । সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘাঁটো,  
সিদ্ধি পাও ।” \* \* \* এব পব আমার বাক্তন—

“তোমরা ত সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেণা ক’বে থেকে ।  
কাজ কন্ন কবছ অপচ নেশাটি লোগ আছে । তোমরা ত আব শুকদেবের মত  
চ’তে পাববে না—সে পক্ষ থেকে জ্যাংটো ভাংটো চ’ম পড়ে পাকাবে ।

“সংসারে থাকবে তো একখানি আমমোক্তারনামা লিপ দাও -বকলমা  
দিয়ে দাও । উনি যা চয় ক’ববেন । তুমি থাকবে বডালাকেব বাড়ীবিবি  
মত । বাব ছোল পুলেকে কত আদব করাছ, নাওয়াছে, ধোয়াছে, পাওয়াছে  
গেন তাইটে ছেলে, কিছু মনে মনে জানছে, ‘এ আমার নয় ।’ যেমন ছবান  
দািল—বস্—আব কোন সম্পক নাই ।

“যেমন কাঠাল খেতে চ’লে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ই তেল  
মেখে নিও, তা হ’লে আর সংসারে জডাবে না, লিপ্ত হবে না ।

এতক্ষণ মেজের বসে কথা চাচ্ছিল, এখন তক্তোপাখের উপবে উঠে লম্বা  
চ’য়ে শুলেন । আমার বলেন, “চাওয়া কব ।” আমি চাওয়া ক’তে থাকলাম ।  
চুপ করে রইলেন । একটু পরে বলেন, “বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে  
ভিজিয়ে নাও না ?” আমি বললাম, ‘আবার শৌক ত আছে দেখছি ।’ হেঁসে  
বলেন—“কেন থাকবে নি / ক্যা—নো থাকবে নি ।” আমি বললাম, ‘তবে থাক  
থাক, খুব থাক । সেদিন কাছে ব’সে সে মুখ পেয়েছি সে আব বলবার নয় ।

শেষ বাব—যে বারের কথা তুমি তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছ -সেইবার  
আমাব স্কুলের ডেডমাষ্টারকে নিয়ে গেহলাম । তাঁর বি, এ, পাশ করার  
অব্যবহিত পরে । এইবার এই সে দিন তোমাব সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ।

ওঁকে দেখাই বলেন—“আবার হাট পেলে কোথায় ? বেড়ে ত ।”

“ওগো তুমি ত উকীল । উঃ বড বুদ্ধি । আমার একটু বুদ্ধি দিতে পাব ?  
তোমার বাবা যে সে দিন এসেছিলেন, এখানে তিন দিন ছিলেন ।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তাকে কেমন দেখলেন ?”

গৃহস্থকে উপদেশ । হৃদয়ের কথা । শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমাধিমন্দিরে' । ৩১১

বলেন—“বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে ।”

আমি বললাম, “আবার দেখা হ'লে হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন ।”

একটু হাসলেন । আমি বললাম, “আমাদের গোটা কতক কথা শুনান ।”

বলেন, “হৃদয়কে চেনো ?” (হৃদয় সুখোপাধ্যায় )

আমি বললাম, “আপনার ভাগ্যে ত ? আমার সঙ্গে আলাপ নাট ।”

ঠাকুর । হৃদে ব'লতো, ‘মামা’ তোমার বলিগুলি সব এক সময়ে ব'লে  
কেলোনা । নি বাব এক বলি কেন ব'লবে ? আমি বলতাম, তা তোর কি  
বে শালা ? আমার বলি আমি লক্ষ্যবাব ঐ এক কথা বলবো, তোর কি বে ।

আমি হাসতে হাসি ও বললাম, “তা বটেই ত ।”

কিঞ্চিৎ পরে ব'সে ব'সে শুঁ শুঁ কর্তৃক বরাত গান ধরলেন—

ড,ব্ ড,ব্ ড,ব্ রূপসাগরে আমান্ন মন ।

ভূই এক পদ গাটাত গাটতেই, ডব্ ডব্ ডব , বন্ডে বন্ডে ডব্ ।  
সমাধি ভঙ্গ হলো , পাঠচারি কর্তে নাগিলেন । ধুতি যা পবা ছিল তা  
ভূই তাত দিঘে টান' ত টান' ও একেবারে কামবেব উপর তুলেছেন, এদিক দিলে  
খানিকটে মেখে ঝেঁড়িয়ে যাক্কে, ও দিক দিঘে খানিকটে অমনি পড়ছে । আমি  
আর আমার সঙ্গী টেপাটিপি করছি, আর চুপি চুপি বলছি ‘ধুতিটি পবা হ'য়েছে  
ভালো , একটু পরেই ‘তর শালাব ধুতি’ ব'লে, ধুতিটে দেলে দিলেন । দিঘে  
দিগম্বব ত মে পাখচারি কর্তে লাগলেন । উত্তর দিগ থেকে কাব পেন ছাতা  
ও লাঠি আমাদের সমুখ এনে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ছাতা লাঠি তোমা-  
দের ? আমি বললাম, “না” । অমনি বলেন, “আমি আগেই ব'ঝছি, এ তোমা-  
দের নয় । আমি ছাতা লাঠি দেখেই মাস্তব ব'ঝতে পারি । সেই একটা লোক  
হাউ ম'উ ক'বে কতকগুলো গিলে গেল, এ তাবট নিশ্চয় ।”

কিছুকাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হ'য়ে ব'সে  
পড়লেন । বসেই আমার জিজ্ঞাসা—“ওগো আমার কি অসভ্য মনে করছ ?”

আমি বললাম, না আপনি খুব সভ্য । আবার এ জিজ্ঞাসা ক'বছেন কেন ?

ঠাকুর । আরে শিবনাথ টিবনাথ অসভ্য মনে করে । ওরা এলে কোন  
একমে একটা ধুতি টুটি জড়িয়ে বসতে হয় । গিবীশ ঘোষকে চেনো ?

আমি । কোন গিবীশ ঘোষ ? থিয়েটার ক'বে যে ।

ঠাকুর । হা ।

আমি । দেখিনি কখনও, নাম জানি ।

ঠাকুর । ভাল লোক ।

আমি । শুনি মদ খায় নাকি ,

ঠাকুর । খাব না, খাব না, ক' দিন থাকবে ।

বল্লেন :—“ভূমি নবেল্লকে চেনো ?”

আমি। আজ্ঞা না।

ঠাকুৰ। আমাৰ বড ইচ্ছা, তাৰ সঙ্গে তোমাৰ আলাপ হয়। সে বি, এ, পাশ দিয়েছে, বিয়ে কৰেনি।

আমি। যে আজ্ঞা, আলাপ কৰবো।

ঠাকুৰ। আজ বাম দত্তেৰ বাটী কীৰ্ত্তন হবে। সেইখানে দেখা হ'ব। সন্ধ্যাৰ সময় সেইখানে য়েও। আমি 'যে আজ্ঞা'। ঠাকুৰ। 'যাবে ত ? য়েও কিহু।

আমি। আপনাৰ হুকুম হ'লো, এ মানবো না, অবিদিত্তি যাবো।

ঘৰে ছ'ন কনানা দণ্ডালন পাব ভিজাসা কবলেন, 'বন্ধদেবের ছবি পুস্তকা মাস ?

আমি। শুনতে পাও, পাওয়া বাস।

ঠাকুৰ। সেই ছবি একখানি ভূমি আমাৰ দিও।

আমি। যে আজ্ঞা, যখন এবাৰ আসনো নিয়ে আসনা।

আব দেখা হ'লো না। আব সে শ্রীচরণপ্রাস্তু বসাত ভাঙ্গা ঘটে নাহ।

সে দিন সন্ধ্যাৰ সময় ব'মবাৰৰ বাটী গেলাম। নবাবল্লব সঙ্ক দেখা হ'ল। ঠাকুৰ একটি কামবাগ তাকিগ। সেস দিবে বসেছেন, নবেল্ল তাৰ ডান পাশে। আমি সন্তুষ্টে। নবাবল্লক আমাৰ সন্তিত্ত আলাপ কৰাত বল্লেন।

নবেল্ল বল্লেন, আজ আমাৰ বড মাথা ধবেছে। কথা কটাত ইচ্ছা হাল না। আমি বল্লেন, "গাৰ, আব একদিন আলাপ হ'ব।

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনৰ মে কি ছন মাস, আলমোডায়।

ঠাকুৰেব ইচ্ছা ত পূণ হ'বতই হ'ব, তাই বাবো বন্ধৰ পূণ পূণ হল। 'আজ, 'সেই স্বামী ব'বাবানন্দৰ সঙ্গে আলমোডায় কটা দিন কত আনন্দত কাটাউগাছলাম। কখনও তাৰ বাড়াহ কখনও আমাৰ বাড়াহে, আব একদিন নিৰ্জ্জনে টাকে নিয়ে একটি পল্লতপুড়ে। আব তাৰ সঙ্ক পৰে দেখা হয় নাহ। ঠাকুৰেব ইচ্ছা পূণ কৰতেই সে বাবাব দেখা।

ঠাকুৰেব সঙ্কও মাত্ৰ চাব পাচ দিনেব দেখা, কিহু ই অল্প সময়ৰ মবোত এমন হ'মছিল যে তাকে ( ঠাকুৰাব ) মনে হ'ত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেন্দাদেবের মত কথা বলেছি, সন্তুষ্ট পোক সবে এলোই মনে হ'ত 'ওৰ বাপরে। কাৰ কাছ গেছলাম।' ই কদিনেই বা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুমল কবে বেগেছে। সেট তে দিব্যানুভবী ভীষ্মিটুৰ, কতনে পেটবাৰ পূবে বেগে দিউছি। সে যে নিঃস্বলোৰ অকুণ্ঠস্বল গো। আর সেট হাসিচাত অমৃতকণাৰ আমেৰিকা অৰণি অমৃতানুভবী হ'ল, এট ভাব'অমায় চ মতম তঃ, পণ্য ম চ পনঃ পনঃ।" আমাৰুত বাদ এত, এন বোঝো, ভূমি কেমন ভাগ্যব।





